জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রকাশক
জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), ঢাকা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
জুন ২০২৩

প্রণয়ন
ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (আইটিএন-বুয়েট)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ

সম্পাদনায়
মোঃ আজিজুর রহমান
রাকিব উদ্দীন আহমেদ
মোহাম্মদ আলী
ফারিয়া তাসনিম

কৃতজ্ঞতা:
এই ম্যানুয়ালে যে সকল উৎস থেকে তথ্য, চিত্র ও বিবরণ গ্রহণ করা হয়েছে তাদের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হচ্ছে ।

ডিজাইন
আইটিএন-বুয়েট

যথাযথ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সাপেক্ষে এই সহায়িকার যে-কোনো তথ্য, উপাত্ত বা অংশবিশেষ ব্যবহার করা যাবে Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

সূচিপত্র

	মুখবন্ধ	০৫
	অনুক্রমণী	০৭
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	০৯
	প্রশিক্ষণ সূচি	১১
	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	১৩
অধিবেশন ০০ :	প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী	১৭
অধিবেশন ০১ :	জরুরি রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এবং সংকট পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচি	২৫
অধিবেশন ০২ :	ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ	৩৭
অধিবেশন ০৩ :	জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদান ভিত্তিতে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল	৫১
অধিবেশন ০৪ :	পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান	৬১
অধিবেশন ০৫ :	কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি-ভিত্তিক জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণের কৌশল	৭১
অধিবেশন ০৬ :	ওয়াশ কর্মসূচি ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের উপর সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই	৭৯
অধিবেশন ০৭ :	কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক- জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব	৮৯
অধিবেশন ০৮ :	সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর যোগাযোগ এবং কর্মপরিকল্পনা	৯৯
অধিবেশন ০৯ :	প্রশিক্ষণের সমাপনী	১১১
	তথ্যসূত্র	১১৬
	প্রেজেন্টেশন স্লাইড	১১৭

মুখবন্ধ

যে কোন দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবার মতো জরুরি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের একটি কাজ। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা সংকটও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘনবসতিপূর্ণ ৩৩টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান, বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা দুটির প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক পরিবেশসহ জীবনযাত্রার মান মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন এবং সামগ্রিকভাবে জেলার উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও আশ্রয় প্রদানকারী উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাসহ সমগ্র কক্সবাজার জেলায় 'মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জলবায়ু সহিষ্ণু নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক ও জেন্ডারভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচারসহ নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উপরোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প অফিস, পরামর্শক, বাস্তবায়নকারী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ প্রসঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। "জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো" বিষয়ক ম্যানুয়াল তারই অংশ।

এই ম্যানুয়ালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ জনগোষ্ঠীকে মানসম্পন্ন এবং জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদানের জন্য JRP-এর মূল বিষয়গুলো এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো শিখতে এবং ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। বিশেষভাবে দেশের দুর্যোগ প্রবণ এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরও ভালভাবে স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে এবং প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য সর্ম্পকে এবং 'প্রোগ্রাম্যাটিক রিকভারি ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাপ্রোচ অন ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস রেসপন্স' বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের শিখনকে আকর্ষণীয়, মিথস্ক্রিয়ামূলক (ইন্টার-এ্যাকটিভ), বাস্তবভিত্তিক করার বিষয়টি ম্যানুয়াল প্রণয়নে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এই ম্যানুয়াল প্রণয়ণে আইটিএন-বুয়েটকে সুযোগ প্রদান ও সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী ও যথাযথ সহায়তা প্রদানের জন্য ইএমসিআরপি এর প্রকল্প পরিচালক মহোদয়দের-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে আইটিএন-বুয়েটের যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তারা হলেন মোঃ আজিজুর রহমান, রাকিব উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ আলী, আলাউদ্দিন আহমেদ, ফারিয়া তাসনিম, আব্দুল আলিম মুন্সি, তাহিয়া আফসাহ খান, শিমুল ঘোষ, মেহেদী হাসান ও সামিনা। এই ম্যানুয়ালটি শুধুমাত্র ইএমসিআরপি প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

T. Ahmed

অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ
পরিচালক
আইটিএন-বুয়েট

অনুক্রমণী

আগস্ট ২০১৭ থেকে মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে প্রবেশ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাস্তুচ্যুতি সংকট সৃষ্টি করেছে। উখিয়া ও টেকনাফ এই দুই উপজেলার অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহে প্রায় ১.১ মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছে - যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রায় তিন গুণের বেশি। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয়ের ফলে উক্ত এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া সেখানকার অবকাঠামো খুবই দুর্বল, মৌলিক সেবার প্রাপ্যতার ঘাটতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার প্রবল ঝুঁকি প্রবণ।

প্রাথমিকভাবে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশ্ব-ব্যাংক তার সাহায্যপুষ্ট চলমান কার্যক্রমগুলোকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করেছে। এর অংশ হিসাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর (ইএমসিআরপি)" শীর্ষক প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক ও জেন্ডারভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা।

এই জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প কর্মকর্তা, পরামর্শক, বাস্তবায়নকারী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী, অপারেটর ও সুপারভাইজারসহ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ণ করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালগুলো সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা রাখি।

আমি আইটিএন-বুয়েট কর্তৃক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালগুলো প্রণয়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পে অনুদান সহায়ক অর্থায়নের জন্য আমি বিশ্বব্যাংককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ম্যানুয়্যালগুলো চূড়ান্তকরণ ও প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ইএমসিআরপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ তার সকল সহকর্মীবৃন্দকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আগস্ট, ২০১৭ থেকে শুরু হওয়া মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান চরম সহিংসতায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় প্রবেশ করে। বাংলাদেশ সরকার মানবিক বিবেচনায় তাদেরকে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় আশ্রয় প্রদান করে। এ বিশাল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণের অবস্থানের ফলে কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কক্সবাজার জেলার উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং স্থানীয় মানুষের জীবন মান সংকটাপন্ন হচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাংক অনুদান সহায়তাপুষ্ট "জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন স্তরের জনবলসহ অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইটিএন-বুয়েট ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একসাথে কাজ করছে।

এই কাজের অংশ হিসাবে ইএমসিআরপি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প অফিস, পরামর্শক, বাস্তবায়নকারী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী, অফিস সহকারী, অপারেটর ও সুপারভাইজারসহ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। "জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো" বিষয়ক ম্যানুয়াল তারই অংশ। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে অংশগ্রহণকারীদের কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা, অধিবেশন পরিচালনার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ (শিখন ও রেফারেন্স উপকরণ/পঠন উপকরণ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ম্যানুয়েলটির মাধ্যমে প্রকল্পাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কঠিন জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম আরো মানসম্মত হবে যা প্রকল্প কার্যক্রমকে বেগবান করবে।

আইটিএন-বুয়েটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ সহ আইটিএন-বুয়েটের যে সকল ব্যক্তি তাদের মূল্যবান সময়, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটিকে ঋদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রকল্পের মূল ও অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও ম্যানুয়ালটি চুড়ান্তকরণে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ইএমসিআরপি প্রকল্পের সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার জনাব মোঃ মুকতাদির হারুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দ, প্রশিক্ষণ পরামর্শক জনাব মোঃ শহিদুর রহমানসহ এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি যে, এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে উক্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্টগণ সকল বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত হবেন এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করবেন।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম

প্রকল্প পরিচালক
জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ সূচি

প্রথম দিন

সময়	অধিবেশন
৮:৩০-৯:০০	নিবন্ধন
৯:০০-১০:০০	উদ্বোধনী অধিবেশন: প্রশিক্ষণের উদ্বোধন, উদ্দেশ্যসমূহ, সেশনের প্রারম্ভিক-কাজ এবং জড়তা বিমোচন
১০:০০-১১:০০	**অধিবেশন ১ ঃ** জরুরি রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এবং সংকট পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচি
১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
১১:৩০-১:০০	**অধিবেশন ২ ঃ** ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ
১:০০-২:০০	মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি
২:০০-৩:১৫	**অধিবেশন-৩ ঃ** জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদান ভিত্তিতে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল
৩:১৫-৩:৩০	চা বিরতি
৩:৩০-৫:০০	**অধিবেশন-৪ ঃ** পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং-সমস্যা ও সমাধান

দ্বিতীয় দিন

সময়	অধিবেশন
৯:০০-৯:৩০	১ম দিনের আলোচনা ফিরে দেখা
৯:৩০-১০:৩০	**অধিবেশন ৫ ঃ** কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি-ভিত্তিক জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণের কৌশল
১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
১১:০০-১:০০	**অধিবেশন ৬ ঃ** ওয়াশ কর্মসূচি ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের উপর সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই
১:০০-২:০০	নামাজের বিরতি ও মধ্যাহ্ন ভোজ
২:০০-৩:০০	**অধিবেশন ৭ ঃ** কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব
৩:০০-৩:১৫	চা বিরতি
৩:১৫-৪:৩০	**অধিবেশন-৮ ঃ** সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর যোগাযোগ এবং কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব
৪:৩০-৫:০০	**অধিবেশন-৯ ঃ** মূল্যায়ন ও মতামত, সার্টিফিকেট প্রদান ও প্রশিক্ষণের সমাপনী

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এবং সংকট পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচি সম্পর্কে জানবেন।

ওয়াশ সেক্টরের সাড়াদান বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানবেন।

জরুরি সংকটে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানবেন।

পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত ওয়াশ কার্যক্রমের ক্রস কাটিং-সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানবেন।

জরুরি সাড়াদানে কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ও সুশাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন।

জরুরি সাড়াদানে সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই, এবং কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন।

প্রথম দিন

অধিবেশন ০০

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী

অধিবেশন ০০

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:** ■ একে অপরের সাথে পরিচিত হবেন এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়সূচি বলতে পারবেন
আলোচ্য বিষয়	■ স্বাগত ভাষণ ■ পরিচয় পর্ব ■ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়সূচি
পদ্ধতি	স্বাগত ভাষণ, উদ্দীপক খেলা, আলোচনা, উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	রেজিস্ট্রেশন শিট, নোটবুক, কলম, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৩০ মিনিট

আপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	অংশগ্রহণকারীগণ রেজিস্ট্রেশন শিট-এ তাদের নাম নিবন্ধন করবেন; কেউ লিখতে না পারলে প্রশিক্ষক সহায়তা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	■ প্রশিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানাবেন। ■ উদ্বোধনী অধিবেশনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা জন-প্রতিনিধি প্রধান/অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলে বক্তব্য প্রদানের বিনীত অনুরোধ করবেন। ■ প্রধান/অতিথি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। ■ [কোন অতিথি উপস্থিত না থাকলে, প্রশিক্ষক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এবং প্রশিক্ষণ শুরু করবেন।]	১০ মিনিট (কোন অতিথি উপস্থিত না থাকলে ৫ মিনিট)
ধাপ-৩	■ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় প্রদানের সুযোগ দিবেন। ■ প্রশিক্ষণ প্রাণবন্ত করা ও জড়তা কাটানোর জন্য একটি উদ্দীপক খেলা বা সমবেত গানের আয়োজন করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-৪	■ প্রাসঙ্গিক ভিডিও প্রদর্শন করবেন [যদি থাকে]।	৫ মিনিট
ধাপ-৫	■ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়সূচি ব্যাখ্যা করবেন। ■ প্রশিক্ষণের সময় অংশগ্রহণকারীগণ কি কি নিয়মনীতি মেনে চললে প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফল হবে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।	৩ মিনিট
ধাপ-৬	■ আলোচনার সার-সংক্ষেপ করবেন। ■ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।	২ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

ভূমিকা:

জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল হচ্ছে একটি উপকরণ যা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্যই সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে ।

উদ্দেশ্য:

এই ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানে পুনরুদ্ধার কাঠামো-বিষয়ে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়কেই সংশিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করা এবং প্রশিক্ষক কিভাবে সেশন পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা ।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ কৌশল অবলম্বন
- আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

কাঙ্ক্ষিত অংশগ্রহণকারী:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা (সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী), কর্মচারী (মেকানিক); বিভিন্ন স্যানিটেশন প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী; পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও অন্যান্য ।

প্রশিক্ষণ উপকরণ/সহায়তা/যন্ত্রপাতি:

ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ছবি তোলার সরঞ্জাম, পোস্টার, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, ভিআইপি কার্ড, প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স ।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ:

দুই (২) দিন

প্রশিক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচন:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বপ্রস্তুতকৃত তালিকা হতে সর্বোচ্চ ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করা হবে । অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হবে তারা যেন নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়পত্র (NID Card) সাথে করে নিয়ে আসেন ।

তারিখ ও স্থান নির্ধারণ:

আয়োজকবৃন্দ প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানোর সময় তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন । প্রশিক্ষণের স্থানটি হবে কমপক্ষে ২৫-৩০ জন বসার উপযোগী, ছোট দলে আলোচনা করা, উপকরণ ব্যবহার করার সুবিধাসম্পন্ন । প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে বিদ্যুতের সংযোগ, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, টয়লেট এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা থাকা জরুরি ।

অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ:

নির্বাচিত/আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে যেন তারা যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে। এক্ষেত্রে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কেউ নির্ধারিত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন:

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যে-কোন ভাবেই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা যেতে পারে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আমন্ত্রিত অতিথির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করবেন।

আনুষঙ্গিক বিষয়াদি:

প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে:

- প্রশিক্ষণ কোর্সটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা।
- প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রতিটি সেশনের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও প্রস্তুতি নেয়া।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনার উপকরণ: রেজিস্ট্রেশন শিট, ল্যাপটপ/কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, ভিআইপি কার্ড, মার্কার, স্কচ্ টেপ, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাতা ও কলম ইত্যাদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের আগে সংগ্রহ করে রাখা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সকল প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এতে প্রশিক্ষণ অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও অংশগ্রহণমূলক হবে।
- সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি এবং সবার মতামতের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করে প্রশিক্ষক কারো প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছেন কিংবা কারো মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।
- কেউ অমনোযোগী হলে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে; কৌশল হিসেবে প্রশিক্ষণের কোন একটি বিষয়ে তার মতামত চাওয়া যেতে পারে।
- কোন বিষয় আলোচনার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে কিংবা তারা বিব্রত বোধ করে এমন কোন বক্তব্য বা উদাহরণ দেয়া যাবে না।
- আলোচনা যেন প্রাসঙ্গিক থাকে সবসময় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোন আলোচনা প্রসঙ্গের বাইরে চলে গেলে কৌশলে তা প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- প্রশিক্ষণের পরিবেশকে খোলামেলা ও প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিনোদনমূলক কিছু পরিবেশন/আলোচনা করা যেতে পারে।
- প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে আলোচ্য বিষয় কী তা উল্লেখ করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা সহজেই বুঝতে পারেন কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আলোচনার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারেন।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ পর্যালোচনা করে উপসংহার টানতে হবে।
- আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে যেন প্রশিক্ষণার্থীরা আস্থার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

উপকরণ নং ০.১: উদ্দীপক খেলার বিবরণ

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদেরকে উদ্দীপক খেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলবেন যে, এই খেলাটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণে প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে যা সকলকে জড়তামুক্ত হতে সহায়তা করবে। সকলকে খেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবেন এবং খেলাটি শুরু করবেন।

পদ্ধতি ১

অংশগ্রহণকারীদেরকে গোল হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলবেন। প্রশিক্ষক ক্রিকেট বলের আকৃতির একটি নরম ছোট বল যে-কোন একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে দিবেন। যিনি বলটি হাতে পাবেন তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করবেন। প্রশিক্ষক বলটি অপর একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছুড়ে দিতে বলবেন। এভাবে একে একে সকলের পরিচয় প্রদান শেষ হবে। খেলাটি সবার কেমন লেগেছে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষক সকলের মতামত নিবেন এবং ব্যাখ্যা করে বলবেন যে খেলার মাধ্যমে একটি জড়তামুক্ত প্রশিক্ষণের পরিবেশ তৈরি হয়। এবারে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন।

পদ্ধতি ২

অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কক্ষে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবেন, সকলে মিলে ২/৩ লাইন জাতীয় সঙ্গীত গাইবেন এবং তারপরে একজন আরেকজনকে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

পদ্ধতি ৩

প্রশিক্ষক নিজের পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোন পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।

পরিচয় পর্ব

পরিচয়ের মধ্যে থাকবে:

- নাম
- বর্তমান পেশা
- পেশার বাইরে অন্যান্য কাজ
- ছেলে-মেয়েরা কি করে ইত্যাদি

উপকরণ নং ০.২: প্রশিক্ষণের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি (নমুনা)

১. নিজে কথা বলব ও অন্যকেও কথা বলার সুযোগ দেব

২. অন্যের কথা মনোযোগ সহকারে শুনব

৩. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব

৪. সময়মত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করব

৫. পাশাপাশি কথা না বলে সকলের উদ্দেশ্যে কথা বলব

৬. খোলামেলা আলাপ করব

৭. প্রশিক্ষণ কক্ষে/আশেপাশে ধূমপান করব না

৮. প্রশিক্ষণ চলাকালে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে রাখব

৯. অতি প্রয়োজনে একে একে বাইরে যাব।

অধিবেশন ০১

জরুরি রোহিঙ্গা সংকট এবং সংকট পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচি

অধিবেশন ০১

জরুরি রোহিঙ্গা সংকট এবং সংকট পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচি

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ: ■ রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি ও সমন্বয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
আলোচ্য বিষয়	■ শরণার্থী কারা? ■ রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি ■ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমন্বয় ব্যবস্থা ■ ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্পর্কে ধারণা ■ জরুরি শরণার্থী সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ■ রোহিঙ্গাদের জন্য জয়েন্ট রেসপন্স প্লান ■ জয়েন্ট রেসপন্স প্লান ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২-এর মৌলিক ধারণা
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি শরণার্থী সংকট, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি ও সমন্বয় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন।	২০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (EMCRP) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) সম্বন্ধে বর্ণনা করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি শরণার্থী সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে অংশগ্রহণকারী-দেরকে অবহিত করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-৫	প্রশিক্ষক এই ধাপে জেআরপি কি? এ পরিকল্পনায় কিভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থী- নারী, পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলেদের সুরক্ষা বলয় শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে-তা আলোচনা করবেন।	১৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ ১.১ ঃ জরুরি শরণার্থী সংকট

শরণার্থী বা রিফিউজি হচ্ছে কোন ব্যক্তি/জনগোষ্ঠী যারা তাদের জীবন ও স্বাধীনতার উপর হুমকির কারণবশত দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে।

জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের কনভেনশন অনুযায়ী শরণার্থী বা রিফিউজি হচ্ছে এমন কোন ব্যক্তি-

- যার ধর্ম, জাতি, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতামত বা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্য নিজ দেশে নির্যাতিত বা প্রাণনাশের শঙ্কা রয়েছে
- নিজ জন্মভূমি বা জাতীয়তার দেশ হতে বাস্তুচ্যুত
- নিপীড়ন বা প্রাণনাশের ভয়ে নিজ দেশে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক বা অপারগ

যে কোন শরণার্থী সংকট মোকাবিলা করা কোন একক সংস্থার ম্যান্ডেট বা ক্ষমতার বাইরে, ফলে সংকটের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। ২০১৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত শরণার্থী এবং অভিবাসী বিষয়ক নিউইয়র্ক ঘোষণায় উল্লেখ আছে যে, বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কোন দেশের একক নই বরং সকল দেশের সম্মিলিত দায়িত্ব।

উপকরণ ১.২ ঃ রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট ও বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সংঘটিত আক্রমণ বাংলাদেশে এ যাবত কালের বৃহত্তম ও দ্রুততম রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সূত্রপাত ঘটায়। বাংলাদেশ সরকার অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের জন্য সীমানা উন্মুক্ত রেখেছে এবং মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে নেতৃত্বদান করছে। জাতীয় নীতিমালা সমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ সব রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক (FDMN) হিসাব অভিহিত করেছে। বর্তমানে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার ৩৩ টি ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে এবং নোয়াখালির ভাসানচরে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট

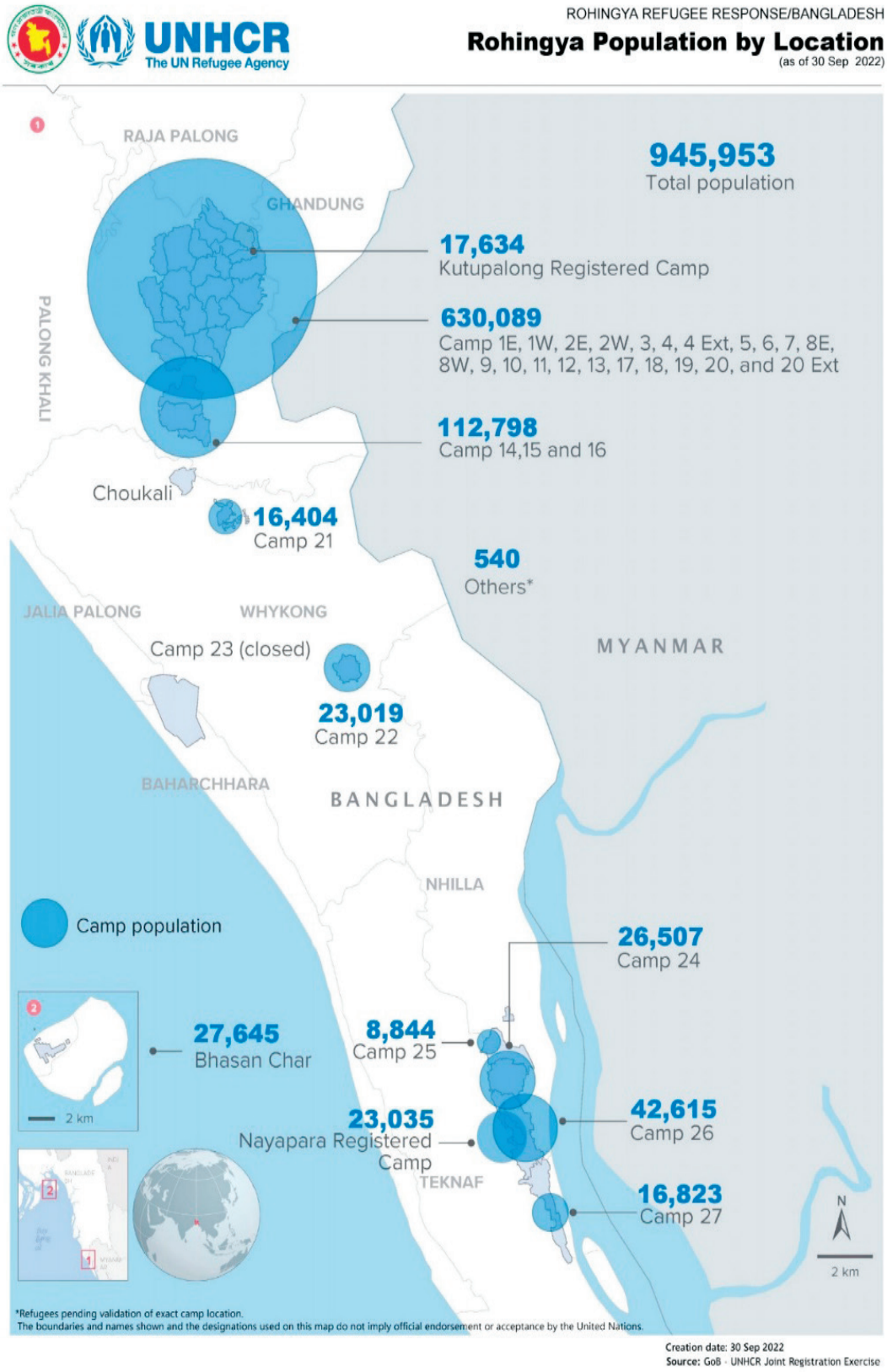

চিত্র ২: বসতিভেদে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগণের সংখ্যা

উপকরণ ১.৩ ঃ রোহিঙ্গা সংকটে সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

বাংলাদেশ সরকার মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান এবং সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে । ২০১৩ সালের মায়ানমার শরণার্থী ও মায়ানমারের নাগরিক বিষয়ক জাতীয় কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে, পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয়কে প্রধান করে ২৯ টি মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরসহ ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (NTF) গঠন করা হয় । সংগঠনটি সাড়াদান কার্যক্রমসমূহ সক্রিয় পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করে থাকে । এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ধারাবাহিক অনুপ্রবেশের কথা বিবেচনায় রেখে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) নিবেদিত ভাবে নিযুক্ত আছেন । হোস্ট কমিউনিটির জন্য সাড়াদান কার্যক্রমের ফলপ্রসূ ও কার্যকর সমন্বয় প্রাথমিক ভাবে সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারের উপর ন্যস্ত ।

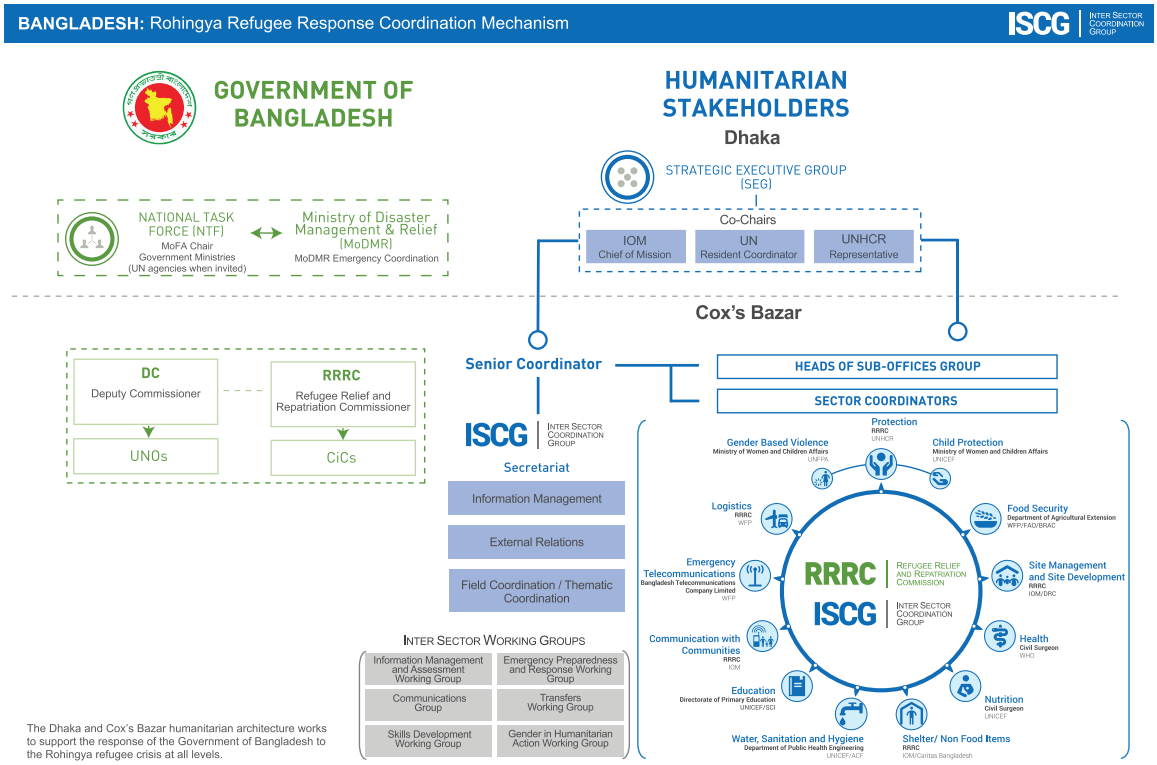

চিত্র ৩: রোহিঙ্গা সংকটের সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

মানবধিকার সংস্থাগুলোকে নির্দেশ প্রদান ও সমন্বয় করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (UNHCR) ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর আবাসিক সমন্বয়কারী নিয়ে স্ট্রাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (SEG) গঠন করা হয়েছে । জেলা পর্যায়ে একজন সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর ইন্টারসেক্টর কো আর্ডিনেশন গ্রুপ (ISCG) পরিচালনা করে, যা খাতভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ও কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ার্কিং গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত । ইন্টারসেক্টর কো আর্ডিনেশন গ্রুপ, জেলা পর্যায়ে সকল সরকারি সংস্থার (RRRC, DC) সাথে লিঁয়াজোসহ, জাতিসংঘের প্রকল্প প্রধান, দাতাসংস্থা এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাকে সমন্বয় ও সাড়াদান কর্মসূচির সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করে ।

উপকরণ ১.৪ঃ ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অনুদানে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলাস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ।

প্রায় ১০ লক্ষাধিক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যদিও মূলত উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু এ বিপুল জনগোষ্ঠী কক্সবাজার জেলার অন্যান্য উপজেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিভিন্নভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে । অত্র বিনিয়োগ প্রকল্পটির মাধ্যমে সমগ্র কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে ।

মন্ত্রণালয়	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম	:	জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ কাল	:	০১ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE): জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Department of Public Health Engineering) স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা । নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) । পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংস প্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোর পুনর্বাসনের গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে । একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত । জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে । জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষস্থান দখল করে আছে । পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরণের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব । তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে । দ্রুত নগরায়নের ফলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ চাহিদা পূরণে অত্র দপ্তর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে । এছাড়া বন্যা, সাইক্লোন, মহামারী ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে ।

উপকরণ নং ১.৫: জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (UNHCR) শরণার্থী সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছে-

১. **জরুরি সাড়াদান পর্যায়ঃ** ইউএনএইচসিআর কর্তৃক প্রকাশিত "জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বৈশ্বিক কৌশলপত্র (২০১৪-২০১৮)" অনুযায়ী সংকট সংঘটন থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত সময়কাল হল জরুরি পর্যায় ।

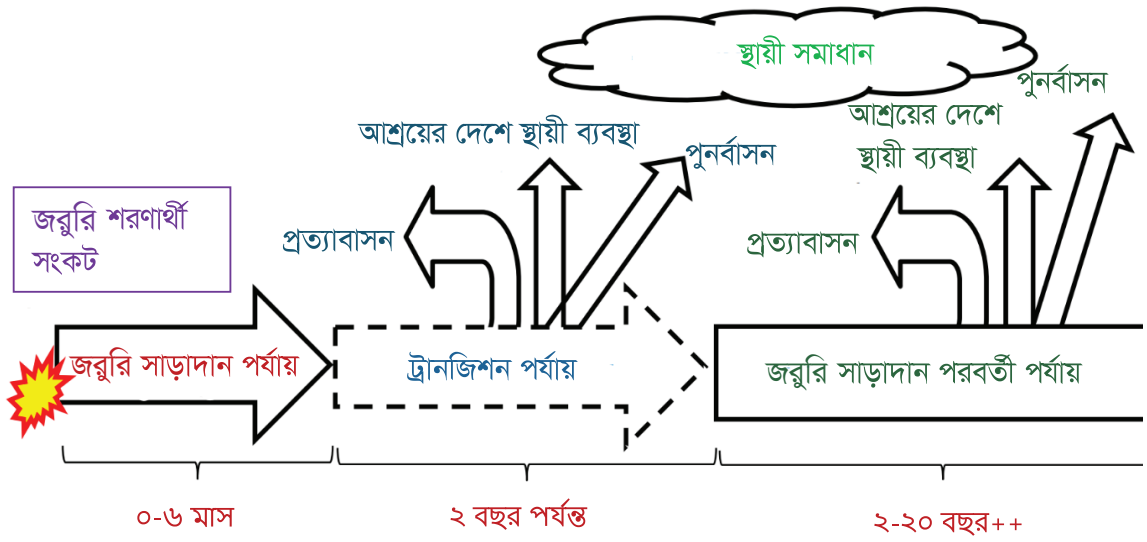

চিত্র ৪: শরণার্থী সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

২. **ট্রানজিশন পর্যায়ঃ** ছয় মাস হতে দুই বছর পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে ট্রানজিশন পর্যায় । এ পর্যায়ে পরিষেবাগুলো স্বল্পমেয়াদী জীবনরক্ষাকারী পরিষেবা হতে পরিকল্পনামাফিক দীর্ঘ মেয়াদী সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিষেবায় রুপান্তরে প্রক্রিয়াধীন থাকে ।

৩. **সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়ঃ** জরুরি অবস্থার পরে অনেক শরণার্থী পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতিতে পরিণত হয় । এ পর্যায়ের মেয়াদ দুই বছর হতে বিশ বছর পর্যন্ত হতে পারে । ইউএনএইচসিআর গ্লোবাল ট্রেন্ডস (২০১৮) এর বর্ণনায় কোন নির্দিষ্ট জাতীয়তার ২৫০০ বা তার বেশি শরণার্থী একটি নির্দিষ্ট আশ্রয় দেশে পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে নির্বাসনে থাকলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী শরণার্থী সংকট হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে ।

৪. **স্থায়ী সমাধানঃ** তিন ধরণের সমাধানকে স্থায়ী সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হয় ঃ

- নিজ দেশে স্থায়ী প্রত্যাবাসন
- আশ্রয়ের দেশে স্থায়ী ব্যবস্থাকরণ
- তৃতীয় কোন দেশে পুনর্বাসন

উপকরণ নং ১.৬: রোহিঙ্গা সংকট প্রশমনে যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২

রোহিঙ্গাদের জন্য জয়েন্ট রেসপন্স প্লান (জেআরপি): বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনসমূহের সহায়তায় মায়ানমার হতে বলপূর্বক উৎখাতকৃত জনগোষ্ঠী ও হোস্ট কমিউনিটির বাংলাদেশীদের জন্য জীবন-রক্ষাকারী সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা প্রদানের বাৎসরিক পরিকল্পনা যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা বা জয়েন্ট রেসপন্স প্লান (জেআরপি) নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও শরণার্থী শিবিরের এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাতভিত্তিক মৌলিক অধিকার, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কল্যাণকর সহযোগিতা প্রদানের রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা।

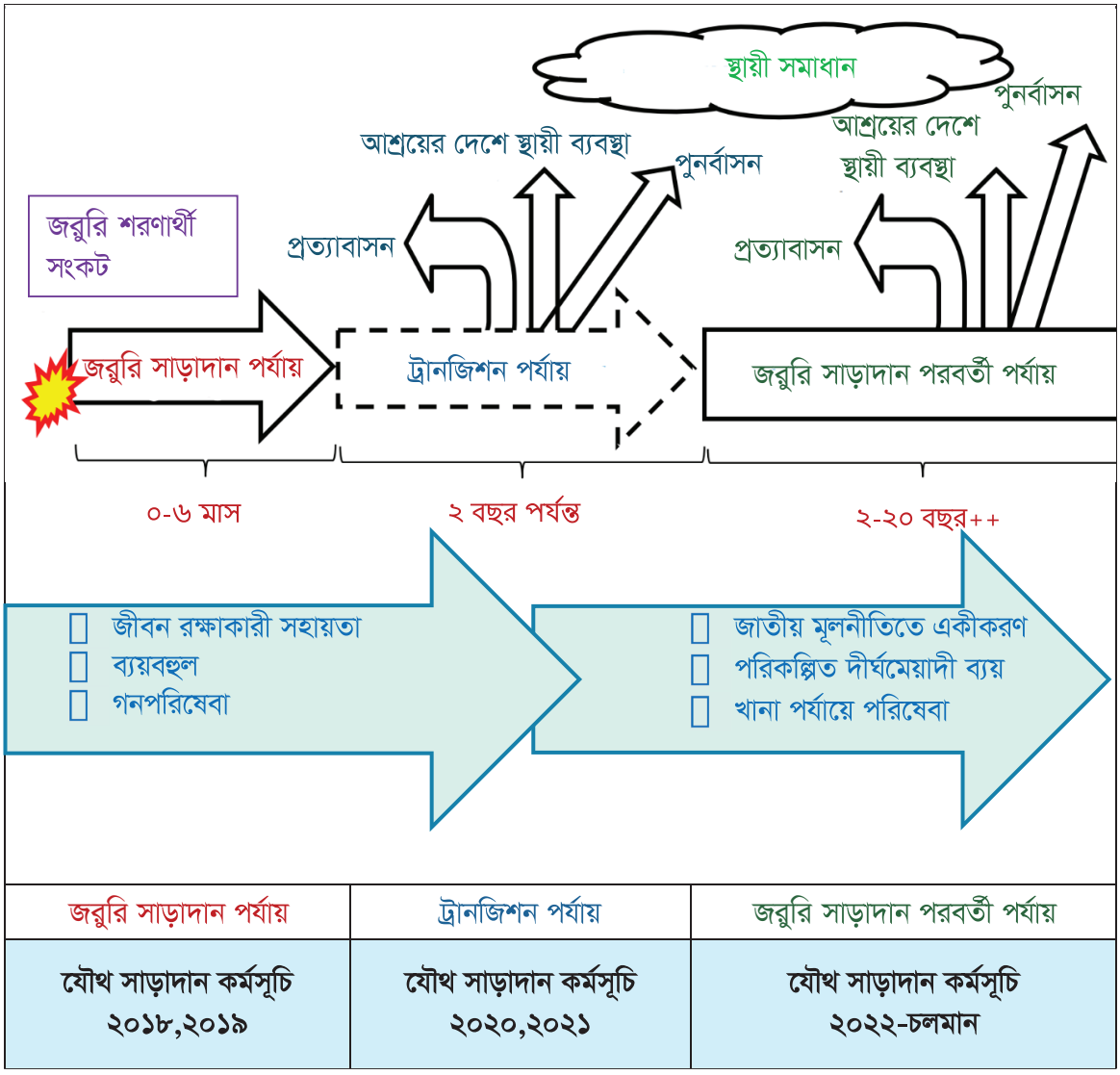

জরুরি সাড়াদান পর্যায়	ট্রানজিশন পর্যায়	জরুরি সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়
যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০১৮,২০১৯	**যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২০,২০২১**	**যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২২-চলমান**

যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০১৯ এর মৌলিক ধারণা: যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ২০১৯ একটি সমন্বিত কর্মসূচি, যা তিনটি কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়:

১. শরণার্থী মহিলা, পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের সম্মিলিতভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করা ।
২. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করা ।
৩. সামাজিক সংহতি উন্নীত করা ।

পরিকল্পনাটিতে সকল মানবিক বিষয়কে অন্তর্ভূক্তসহ সুরক্ষা ও জেন্ডার মূলধারাকরণ বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হয় । কমিউনিটি সম্পৃক্ততার উপর জোর দেওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনাটি আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত করা হয় ।

চিত্র ৫: যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২

যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২০ এর মৌলিক ধারণা: ২০২০ এর পরিকল্পনাতে ২০১৯ এর প্রথম দুটি কৌশল ঠিক রেখে, তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রাকে সম্প্রসারিত এবং চতুর্থ আরেকটি লক্ষ্যমাত্রা সংযোজন করা হয়। তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রায় টেকনাফ ও উখিয়াতে বসবাসরত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন সেবাসমূহের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান পুর্নবাসনের মাধ্যমে সাড়াদান কর্মসূচিকে টেকসই করার কর্মকান্ড গৃহীত হয়। সংযোজিত চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রায় মিয়ানমারের সাথে সংকটের সমাধান ও শরণার্থীদের টেকসই প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২১ এর মৌলিক ধারণা: সামগ্রিক মানবিক সাড়াদান কর্মসূচি সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। মানবিক সাড়াদান সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্কের চারটি মূল স্তম্ভসমূহ হলঃ

- **সুরক্ষা স্তম্ভ ১:** ক্রমাগত নিবন্ধনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিচয় সুরক্ষিত করা।
- **সুরক্ষা স্তম্ভ ২:** সরকারের সাথে সমন্বয় করে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের (এফডিএমএন) জন্য একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা - যাতে তাদের সুস্থতা বজায় থাকে এবং তাদের টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়া, ক্যাম্পের ভিতরে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহায়তা ও তথ্যের আদান প্রদানে অভিগম্যতা থাকা।
- **সুরক্ষা স্তম্ভ ৩:** রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রচলিত কিছু নেতিবাচক কর্মকান্ড, যেমনঃ বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতা, অবৈধ ভাবে সমুদ্র পাড়ি দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শরণার্থী ও হোস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা।
- **সুরক্ষা স্তম্ভ ৪:** রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের (এফডিএমএন) জন্য একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাদের টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়া। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুযোগ তৈরী করা।

যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২২ এর মৌলিক ধারণা : ২০২২ সালের কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য নতুন পদক্ষেপ গৃহিত হয় এবং প্রত্যাবাসনকে প্রথম লক্ষ্য হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

- **কৌশলগত উদ্দেশ্য ১:** রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএনদের টেকসই প্রত্যাবাসনের দিকে কাজ করা।
- **কৌশলগত উদ্দেশ্য ২:** রোহিঙ্গা শরণার্থী/ এফডিএমএন- নারী, পুরষ, মেয়ে এবং ছেলেদের সুরক্ষা জোরদার করা।
- **কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩:** ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করা।
- **কৌশলগত উদ্দেশ্য ৪:** উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য টেকসই ও কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- **কৌশলগত উদ্দেশ্য ৫:** দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা।

অধিবেশন ০২

ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর সাড়াদান বিশ্লেষণ

অধিবেশন ০২

ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর সাড়াদান বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ: ■ ওয়াশ সেক্টরের সমন্বয় ব্যবস্থা, অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমসমূহ ■ ওয়াশ সেক্টরের কৌশলগত প্রতিক্রিয়া এবং চাহিদা ও কৌশলগত বিশ্লেষণ জানতে এবং বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন ।
আলোচ্য বিষয়	■ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন সেক্টরসমূহ ■ ওয়াশ সেক্টরের সমন্বয় ব্যবস্থা ■ জরুরি সাড়াদানের বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমসমূহ ■ জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনায় ওয়াশ সেক্টরের চাহিদা মূল্যায়ন
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন সেক্টরসমূহ ও ওয়াশ সেক্টরের সমন্বয় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১৫ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে প্রশ্ন-উত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানের বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন ।	২০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানের চাহিদা মূল্যায়নের প্রথম ধাপ- পরিস্থিতি অনুধাবন ও দ্বিতীয় ধাপ- মূল্যায়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১৫ মিনিট
ধাপ-৫	প্রশিক্ষক এই ধাপে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানের চাহিদা মূল্যায়নের তৃতীয় ধাপ- তথ্য সংগ্রহ ও চতুর্থ ধাপ- তথ্য বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করবেন ।	২৫ মিনিট
ধাপ-৬	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি সাড়াদানের চাহিদা মূল্যায়নের সর্বশেষ ধাপ- তথ্য অবহিতকরণ নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ২.১: যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন সেক্টরসমূহ

- খাদ্য নিরাপত্তা
- পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যঅভ্যাস (WASH)
- আশ্রয় ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী
- সাইট ম্যানেজমেন্ট ও সাইট ডেভেলপমেন্ট
- সুরক্ষা- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও শিশু সুরক্ষা
- স্বাস্থ্য
- শিক্ষা
- পুষ্টি
- সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়
- জরুরি টেলিযোগাযোগ ও লজিস্টিক

প্রতিটি সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সেক্টর ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে। জরুরি প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনায় UN এবং I/NGO-দের একত্রিত করার জন্য সেক্টর ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এ গ্রুপের উদ্দেশ্য হল একটি সম্মিলিত জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা এবং এর টেকসই বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

চিত্র ৬: যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন সেক্টরসমূহ

উপকরণ নং ২.২: জরুরি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের ওয়াশ সেক্টরের সমন্বয় ব্যবস্থা

কক্সবাজারে বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জরুরি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-১ (ক): স্থিতিশীল পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা ও কম্পোনেন্ট-৩ (খ): স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিষেবা শক্তিশালীকরণ -বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

বিদ্যমান ডেভেলপমেন্ট পার্টনার/মাল্টি-ল্যাটারাল/বাই-ল্যাটারাল/ইউএন এজেন্সির সমন্বয় প্রক্রিয়া হবে ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের (ISCG) মাধ্যমে এবং ঢাকায় স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (SEG) দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে। ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপে ওয়াশ সেক্টরের নেতৃত্ব প্রদান করে ইউনিসেফ। RRRC, ISCG, এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সাথে প্রকল্প কার্যক্রমের উপর আন্তঃ-এজেন্সি মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় করে থাকে।

উপকরণ নং ২.৩: জরুরি সাড়াদানের বিভিন্ন পর্যায়ে WASH সেক্টরের অগ্রাধিকার সমূহ

জরুরি সাড়াদান পর্যায়	ট্রানজিশন পর্যায়	জরুরি সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়
■ জীবন রক্ষা / রোগের সংক্রমণ কমানো ■ মৌলিক ওয়াশ পরিষেবাগুলোতে অবিলম্বে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা ■ শরণার্থীদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় স্থান সনাক্তকরণ ■ ওয়াশ পরিষেবাগুলোর হার বৃদ্ধিকরণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ ■ সুরক্ষা ঝুঁকি কমাতে ওয়াশ পরিষেবাগুলোর নকশা এবং বিধানে শরণার্থীদের অংশগ্রহণ	■ জ্বালানী, শক্তি, রাসায়নিক এবং দক্ষ কারিগরের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবাতে রূপান্তর ■ জাতীয় ওয়াশ কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াশ পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ■ শরণার্থী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের সেক্টর ভিত্তিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ■ গণ শৌচাগার বা গোসলখানাকে খানা পর্যায়ে রূপান্তর করা ■ ওয়াশ পরিষেবার মনিটরিং করা ■ ওয়াশ ভিত্তিক স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমানো	■ ওয়াশ পরিষেবার সংস্থানগুলো জাতীয় ওয়াশ কৌশল, নীতি এবং স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে গৃহীত হবে ■ শরণার্থী সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা এবং জাতীয় ওয়াশ কর্তৃপক্ষ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে ওয়াশ পরিষেবার দায়িত্ব হস্তান্তর করা ■ ওয়াশ পরিষেবার মনিটরিং করা ■ ওয়াশ ভিত্তিক স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমানো

উপকরণ নং ২.৪: জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনায় WASH সেক্টরের চাহিদা মূল্যায়ন

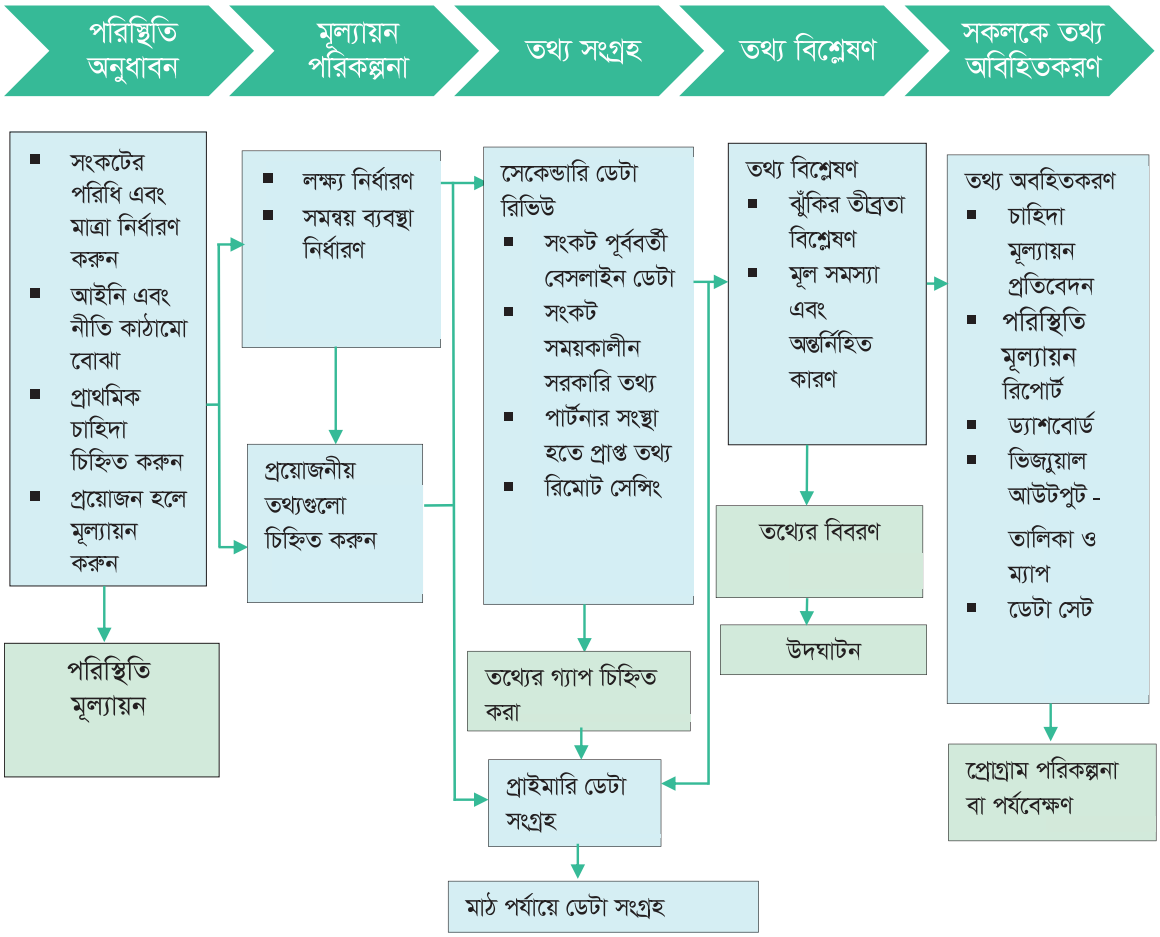

চিত্র ৭: যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনায় চাহিদা মূল্যায়নের ফ্লোচার্ট

উপকরণ নং ২.৫: চাহিদা মূল্যায়ন: পরিস্থিতি অনুধাবন

একটি নতুন বা বিদ্যমান জরুরি অবস্থাতে হঠাৎ বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পরে, একটি প্রাথমিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রাক-সংকট তথ্য এবং মানবিক ও উন্নয়ন সংস্থা, সরকার, সুশীল সমাজ, মিডিয়া, উদ্বিগ্ন ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাহায্যে পরিস্থিতির প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হয়। চলমান জরুরি বা দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বা অনুধাবন ভবিষ্যতের চাহিদা ও সুযোগ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সিচুয়েশন রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সিচুয়েশন রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে -

১. সংকটের প্রেক্ষাপট এবং বৈশিষ্ট্য:

- সংকটের অন্তর্নিহিত কারণ
- ভৌগোলিক পরিধি এবং সংকটের মাত্রা
- সাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, প্রযোজ্য আইনি এবং নীতি কাঠামো
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বয়স, লিঙ্গ এবং বৈচিত্র্য বিবেচনা করে উপ-গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (ডেটা থাকলে)
- প্রান্তিক গোষ্ঠী, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কসহ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক গতিশীলতা

Situation Report: Influx (August 2017)

Cox's Bazar | 4 Sept 2017

ISCG | Inter Sector Coordination Group

Situation Overview

In the early hours of 25 August, coordinated attacks were staged against multiple police posts and an army base in Rakhine State, sparking retaliations. The extent and implications of the attack remain uncertain. To date, unverified estimations based on consolidated field reports of the agencies working in Cox's Bazar are that 123,600 people are estimated to have crossed the border into Bangladesh.

Key Figures

- **123,600** Accumulative arrivals since 25 August
- **87,000** Arrivals in Makeshift settlement/refugee
- **3,600** Arrivals in host communities
- **33,000** Arrivals in new spontaneous settlements

New settlement in Roikhong, Unchiprang (as of 4 Sept) PC: Saikat Biswas

palong area. 1,700 liters safe water is ready for the distribution.

Distribution Planed:

- Distribution of safe water (25,200 liters) alongside with dry food is planned on 4 Sept in Amjuma para (Palong khali) border area for an estimated 3,000 people.

Capacity:

- Stock available to support safe water for 2,500 individuals within 72 hours. Additional stocks/items are also in pipeline.
- Safe sanitation, hygiene can be provided for 500 people, hygiene 500 individuals with current stock. Additional 1,000 hygiene kits available.
- Sector is ready with contingency stock to provide immediate safe water in small concentrated/pocket areas of host community

Gap:

- Limitation of space for the new construction of WaSH facilities is a chronic challenge for expanding WaSH services intervention

Needs:

- Overstretched capacity on existing WASH facilities in all makeshift settlements and refugee camps, in Shamlapur & LMS number of fresh new arrivals are increasing rapidly
- People residing in the border area, Teknaf Shawporir Dwip and Sabrang have no or very limited access to safe water and WaSH facilities which add risks to an outbreak

WASH

Sector Coordinator
Naim Md. Shafiullah Talukder
wash-cox@bd.missions-acf.org

ISCG Dhaka
Kawsar Alome
washhod@bd.missions-acf.org

Response:

- One water tank is newly installed in BMS that provides 3,000 litres safe water per day.
- 400 emergency latrine chambers and 80 multi outlet tube well conversion in KMS and BMS starts today, alongside the ongoing construction of 100 water tap installation in KMS.
- 15 new tube wells installation work will start from 8 Sept in KMS and BMS.
- In refugee camps, 60 new emergency latrines chambers are under construction. In Kutupalong RC provision of safe water is extended up to 2,400 liter/day in different points.
- Safe water is provided to more than 150 hindu households residing nearby Kutu

চিত্র ৮: সিচুয়েশন রিপোর্ট -২০১৭ - এর অংশ বিশেষ

- দুর্বলতা এবং সুরক্ষা ঝুঁকিসমূহ
- অপারেশনাল সীমাবদ্ধতা এবং মানবিক অভিগম্যতা (যেমনঃ নিরাপত্তা, শারীরিক অবরোধ), এবং
- স্টেকহোল্ডার, যেমনঃ সরকার, মানবাধিকার সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এবং প্রভাবিত জনসংখ্যা, এদের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের পরিমাণ, ক্ষমতা, মোকাবিলা প্রক্রিয়া এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ।

২. মূল্যায়নের প্রধান বিষয়, ভৌগোলিক এলাকা এবং অভীষ্ট জনসংখ্যা সহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংজ্ঞায়িত করা ।

৩. তথ্যের প্রয়োজনের তালিকার সাথে বিদ্যমান বা লব্ধ তথ্যের তুলনা করে তথ্যের গ্যাপ সনাক্ত করা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা ।

উপকরণ নং ২.৬: চাহিদা মূল্যায়ন: মূল্যায়ন পরিকল্পনা

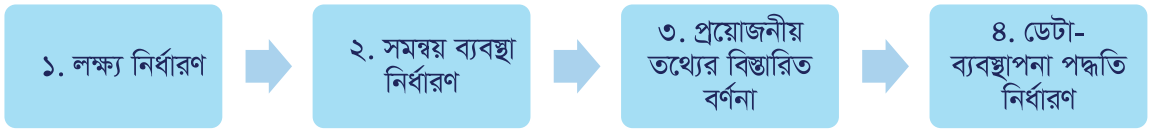

১. লক্ষ্য নির্ধারণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে চাহিদা মুল্যায়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং কভারেজ চিহ্নিত করতে হবে । লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

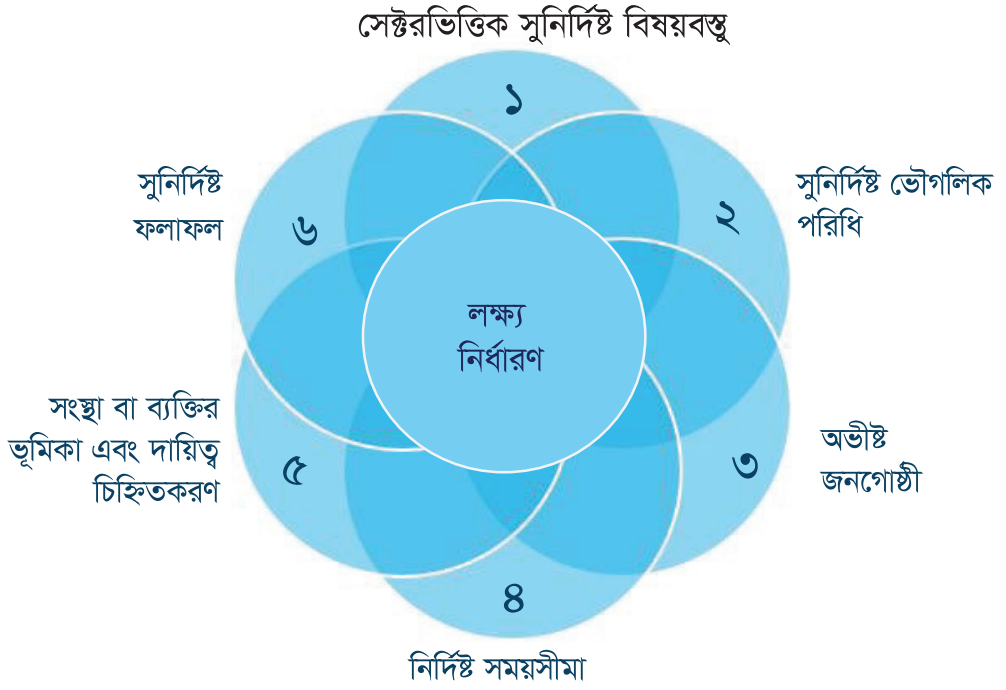

চিত্র ৯: লক্ষ্য নির্ধারণের বিভিন্ন উপাদান

২. সমন্বয় ব্যবস্থা নির্ধারণ

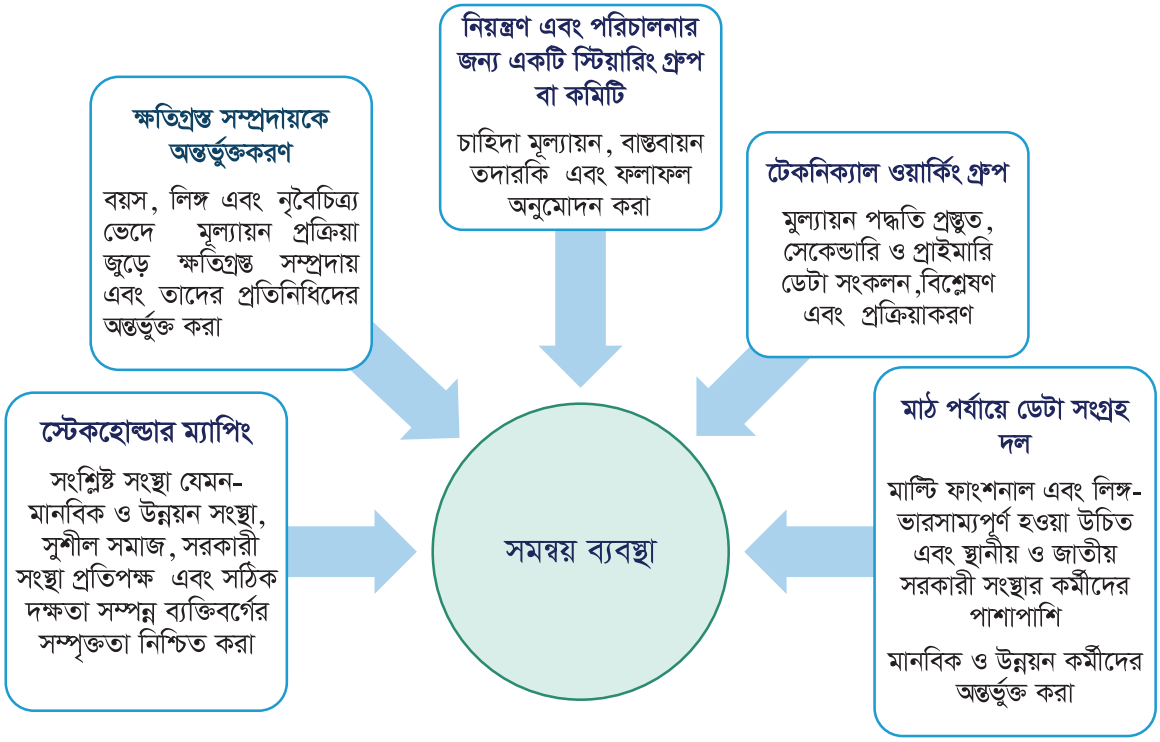

চিত্র ১০: চাহিদা মূল্যায়নে সমন্বয় ব্যবস্থা

৩. প্রয়োজনীয় তথ্যের বিস্তারিত বর্ণনা

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায়

১. প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাথমিক তালিকা পর্যালোচনা করা
২. ইতিমধ্যে যা জানা আছে তা শনাক্ত করা
৩. তথ্যের কোন অভাব বা গ্যাপ থাকলে তা নির্ধারণ করা
৪. প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে, প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সেক্টরাল ডেটার তালিকা প্রস্তুত করা
৫. ক্রস-কাটিং ইস্যুগুলো চিহ্নিত করা

৪. ডেটা-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ

- ডেটা ব্যবস্থাপনা এবং স্টোরেজের জন্য দায়িত্বরত কর্মীদের চিহ্নিত করা ।
- ডেটার রেকর্ড পরিচালনা এবং সুরক্ষিত করার জন্য প্রোটোকল, ডেটা এন্ট্রি পরীক্ষা এবং যাচাই করা, ডেটা পরিবর্তন ট্র্যাক করা এবং বিশ্লেষণের জন্য শুদ্ধ ডেটা সেট নিশ্চিত করা ।
- ফাইলের নামকরণের নিয়মাবলী, মেটাডেটা মান, এবং সংরক্ষণাগার এবং আপ টু ডেট ব্যাক-আপ রাখার পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা ।

উপকরণ নং ২.৭: চাহিদা মূল্যায়ন: ডেটা সংগ্রহ

ডেটার ধরণের উপর ভিত্তি করে ডেটাকে বিস্তৃতভাবে দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যেতে পারে: প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ।

সেকেন্ডারি ডেটা

সেকেন্ডারি ডেটা হল বর্তমান চাহিদা মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্বে সংগ্রহিত হয়েছে এমন বিদ্যমান ডেটা । সেকেন্ডারি ডেটা রিভিউ (এসডিআর) একটি পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । একটি এসডিআর নিশ্চিত করে যে প্রাথমিক ডেটা সংগ্রহের পূর্বে সমস্ত উপলব্ধ ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে, ডেটা গ্যাপ চিহ্নিত করতে, প্রাইমারি ডাটাকে প্রাসঙ্গিক এবং ডেটা ডুপ্লিকেশন এড়াতে সাহায্য করে ।

সেকেন্ডারি ডেটার উৎস:

- বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- ইউএন এজেন্সির প্রতিবেদন
- ReliefWeb, Humanitarian Response Web
- UNHCR ডেটা পোর্টাল এবং মানচিত্র পোর্টাল
- ক্লাস্টার এবং ইন্টার-ক্লাস্টার রিপোর্ট, ওয়েবসাইট এবং মিটিং
- সোশ্যাল মিডিয়া, অন্যান্য মিডিয়া, ব্লগ
- ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক
- তহবিল আপিল

প্রাইমারি ডেটা

প্রাইমারি ডেটা হল বর্তমান চাহিদা মূল্যায়নের জন্য যেসব ডেটা সরাসরি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয় ।

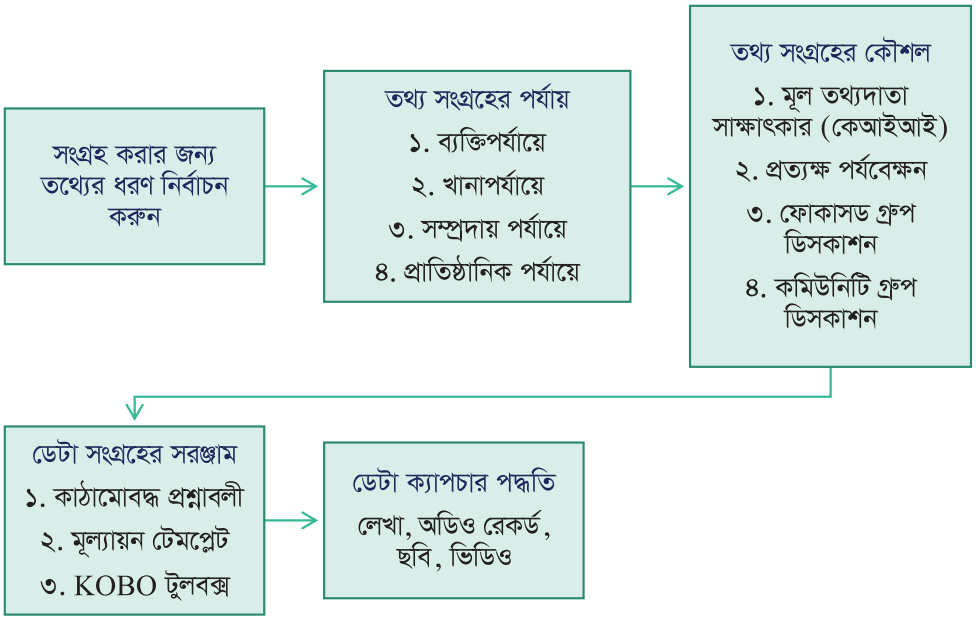

চিত্র ১১: প্রাইমারি ডেটা সংগ্রহের বিভিন্ন ধাপ

তথ্য সংগ্রহের কৌশল নির্বাচন

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ডেটা সংগ্রহের সরঞ্জাম/ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য	মূল্যায়নের ধরণ			
			প্রাক	ব্যাপ্তি	বিস্তারিত	মনিটরিং
মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	উত্তরদাতার জ্ঞানের সাথে অভিযোজিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলী	বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংকটের প্রভাব, সুরক্ষা, ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন	√	√	√	√
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ	সংগঠিত (অনুসন্ধান) এবং অসংগঠিত (দেখা) পর্যবেক্ষণ (শব্দ, গন্ধ, চাক্ষুষ চিত্র, উদাহরণ প্রদানের মত জিনিস/ঘটনা এবং মানুষের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি, স্বাদ, স্পর্শ)	- একটি ক্ষতিগ্রস্ত সাইট বা জনসংখ্যার অবস্থা এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করা - সেখানে কী আছে বা নেই, বা কী স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক তা নির্ণয় করা	√	√	√	√
ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন	গ্রুপ আলাপালচনার মাধ্যমে শর্ত, পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা বা উপলব্ধি সম্পর্কে তথ্য পেতে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাৎকার	- নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা চিহ্নিত অগ্রাধিকার, চাহিদা, ক্ষমতা এবং সুরক্ষা ঝুঁকি রেকর্ড করা - অন্তর্নিহিত কারণ, ঝুঁকি, হুমকি এবং কারণগুলো বুঝা - অন্যান্য কৌশল থেকে অর্জিত জ্ঞান সঠিক ও যথাযথ কিনা তুলনা করা			√	√
কমিউনিটি গ্রুপ ডিসকাশন	একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে দলবদ্ধ আলোচনা	- বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা বা উপলব্ধি সম্পর্কে তথ্য রেকর্ড করা - সম্প্রদায় দ্বারা চিহ্নিত অগ্রাধিকার, চাহিদা, এবং সুরক্ষা ঝুঁকি রেকর্ড করা - অন্যান্য কৌশল থেকে অর্জিত জ্ঞান সঠিক ও যথাযথ কিনা তুলনা করা		√		√

উপকরণ নং ২.৮: চাহিদা মূল্যায়ন: তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্য বিশ্লেষণ হল একটি নির্দিষ্ট মূল্যায়নের জন্য, একটি পদ্ধতিগত এবং পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া যা বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো এবং বিশ্লেষণ পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্লেষণ পরিকল্পনা যত বেশি বিস্তারিত হবে, ফলাফল তত বেশি স্বয়ংক্রিয় এবং সহজবোধ্য হবে। তথ্য বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপসমূহ:

তথ্যের বিবরণ → তথ্য ব্যাখ্যা ও বোধগম্য করা → উদঘাটন → পূর্বানুমান

কে, কি, কোথায়, কখন? (4W)	কেন?	ফলাফল কি?	পরবর্তী ব্যবস্থা কি হবে?
প্রাসঙ্গিক ডেটা পর্যবেক্ষণ, সংক্ষিপ্ত এবং একত্রিত করা	■ 4W প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে ডেটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া বুঝা ■ বিদ্যমান বা সম্ভাব্য উদ্বেগের তীব্রতা চিহ্নিত করা ■ জনগোষ্ঠীর সেক্টর ভিত্তিক ঝুঁকি কমাতে ফলাফলগুলো কতটা প্রযোজ্য হতে পারে তা চিহ্নিত করা	■ নতুন কী, কী প্রত্যাশিত ছিল এবং জরুরি অবস্থা শুরু হওয়ার পর কী পরিবর্তন হয়েছে? ■ কি জানা গেছে? সাব-সেক্টর ভিত্তিক ফলাফল কি? ■ কোন অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর? কতজন লোক সেই অবস্থার মুখোমুখি হয়? সংক্ষিপ্ত, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদে সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা উদ্বেগগুলো কী কী? ■ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা কি কি?	■ ভবিষ্যতের ক্রমবর্ধমান এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা ■ সময়ের সাথে সাথে সম্ভাব্য পরিবর্তন অনুমান করা ■ ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নির্ণয় করা

কে (WHO)		কি (WHAT)						কোথায় (WHERE)			কখন (WHEN)	
Implementing Partner	Donor	Sector of Assistance	Sub-sector of Activities of Assistance	Activity Details of Assistance	Measuring Units	Qualntity Achieved	Activity Status	District	Upazila	Camp/ Village/ Location name	Reporting Month/Date (mm-dd-yy)	End Date of program (mm-dd-yy)3
ACF	IOM	WASH	Water	Number of tube-well repaired to keep operational	# of tube well	245	completed	Cox's Bazar	Ukhia	Camp 11	1/31/2022	3/1/2022
ACF	IOM	WASH	Sanitation	Number of bathing cubicle repaired to keep operational	# of door	108	completed	Cox's Bazar	Ukhia	Camp 11	1/31/2022	3/1/2022

চিত্র ১২: 4W টেমপ্লেটের নমুনা

তথ্য বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা পাওয়া যাবে :

- বয়স, লিঙ্গ, বৈচিত্র্য, বা অবস্থান অনুসারে উপ-গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন প্রভাবিত গোষ্ঠীর অবস্থা কতটা গুরুতর তা বর্ণনা করা
- কোন ঘটনার কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করা
- চাহিদা, সুরক্ষা উদ্বেগ, দুর্বলতা এবং ঝুঁকি চিহ্নিত করা
- কার্যক্রমের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা
- পরবর্তী প্রভাবের পূর্বানুমান করা

উপকরণ নং ২.৯: চাহিদা মূল্যায়ন: সকলকে তথ্য অবহিতকরণ

একটি চাহিদা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য কার্যকরী প্রভাব রাখতে, বিশ্লেষণের ফলাফলগুলো অবশ্যই সময়মত এবং কার্যকর পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করতে হবে। চাহিদা মূল্যায়নের ফলাফল থেকে কৌশলগত সাড়াদান পরিকল্পনা, প্রকল্প নকশা, প্রোগ্রামিং, সম্পদ বরাদ্দ, তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি জানা যায়। একটি চাহিদা মূল্যায়নের ফলাফল বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমনঃ

- মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- অপারেশনাল ওয়েব পোর্টাল
- হিউম্যানিটারিয়ান পোর্টাল, যেমনঃ HumanitarianResponse.info, ReliefWeb
- ক্লাস্টার-নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট (যেমনঃ sheltercluster.org, globalprotectioncluster.org, globalcccmcluster.org)
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমনঃ ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, ইয়ামার; এবং
- ফাইল সিংক্রোনাইজেশন পরিষেবা, যেমনঃ শেয়ারপয়েন্ট, ড্রপবক্স, হিউম্যানিটার এবং কিয়স্ক।

অধিবেশন ০৩

জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানের ভিত্তিতে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

অধিবেশন ০৩

জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানের ভিত্তিতে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ: ■ জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানের ভিত্তিতে ওয়াশ প্রোগ্রামের কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং বাস্তবায়নের কৌশল গুলো শিখবেন যা পরে অংশগ্রহণকারীদের কাজ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।
আলোচ্য বিষয়	■ জরুরি সংকটকালীন সময়ে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল ■ সংকট বা দুর্যোগের সময় স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের ধাপসমূহ ■ সংকট বা দুর্যোগের সময়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ■ সংকট বা দুর্যোগের সময় মলমূত্র ব্যবস্থাপনা ■ সংকট বা দুর্যোগের সময় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ■ সংকট বা দুর্যোগের সময় ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৭৫ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করবেন।	৩০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি সংকটকালীন সময়ে মলমূত্র ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন।	৩০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি সংকটকালীন সময়ে ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্রম মনিটরিং এর সূচকসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন।	১০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৩.১: জরুরি সংকটকালীন সময়ে WASH সেক্টরের লক্ষ্যমাত্রা

- পানীয় এবং ঘরোয়া প্রয়োজনের জন্য নিরাপদ পানির নিয়মিত, পর্যাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান, যা সকলের জন্য দ্রুত এবং নিরাপদ অভিগম্যতা নিশ্চিত করে।
- অংশগ্রহণমূলক স্বাস্থ্যবিধি প্রচার এবং সংক্রামক রোগের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি আইটেম বিতরণের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন নিশ্চিত করা।

উপকরণ নং ৩.২: জরুরি সাড়াদানের বিভিন্ন পর্যায়ে WASH সেক্টরের কার্যক্রম

সময়কাল	জরুরি সাড়াদান পর্যায়	ট্রানজিশন পর্যায়		জরুরি সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়
	কমিউন্যাল		খানা ভিত্তিক	
পানি সরবরাহ	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭.৫-১৫লি/জন/দিন ■ ট্রাক দিয়ে পানি সরবরাহ ■ জরুরি ভিত্তিতে ট্যাপ স্ট্যান্ড ■ বোতল জাত পানি ■ জেরি ক্যান ■ ঢাকনাসহ বালতি	লক্ষ্যমাত্রাঃ ১৫-২০ লি/ জন /দিন ■ জরুরি ভিত্তিতে পৃষ্ঠতলের পানি শোধানাগার ■ অগভীর নলকূপ ■ গভীর নলকূপ ■ অস্থায়ী পাইপ নেট ওয়ার্ক ব্যবস্থা ■ বিদ্যমান সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ		লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০$^{+}$ লি/ জন /দিন ■ বোরহোল ■ ভূপৃষ্ঠ পানি শোধানাগার ■ পানির ট্যাংক ■ পাইপ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ■ ট্যাপ স্ট্যান্ড ■ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ■ স্যান্ড ফিল্টার
মলমূত্র ব্যবস্থাপনা	টয়লেটের ব্যবহারকারীর লক্ষ্যমাত্রাঃ ১:৫০ ■ পরিখা খনন ■ প্লাস্টিক টয়লেট স্লাব ■ প্লাস্টিক শিট ■ টয়লেট সামগ্রী ■ দৈনিক পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	টয়লেটের ব্যবহারকারীর লক্ষ্যমাত্রাঃ ১:২০ ■ পরিবার ভিত্তিক টয়লেট প্রোগ্রাম শুরু করে টয়লেটের কভারেজ বৃদ্ধি করা। ■ প্রাথমিকভাবে চারটি পরিবারের জন্য একটি টয়লেট (১:২০) এবং সম্পদের পরিমাণ হিসাবে প্রতি পরিবারের জন্য একটি করে উন্নীত করা।		টয়লেটের লক্ষ্যমাত্রাঃ ১:৫ অথবা প্রতি পরিবারে একটি করে। ■ পিট ল্যাট্রিন ■ পউর ফ্লাশ ল্যাট্রিন ■ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ■ পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধনাগার
হাত ধৌতকরণ	লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতি টয়লেট ব্লকে ১ টি করে হাত ধৌতকরণ ডিভাইস ■ ট্যাপ ও স্ট্যান্ডসহ ৫০ লিটারের কন্টেইনার ■ সাবান ■ দৈনিক পূর্ণ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	পারিবারিক পর্যায়ে হাত ধোয়ার প্রচার বৃদ্ধি এবং প্রতিটি শেয়ার্ড ফ্যামিলি টয়লেটে উপযুক্ত হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা		লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতি পরিবারের জন্য ১ টি করে হাত ধৌতকরণ ডিভাইস ■ ৫০ লিটারের কন্টেইনার ■ ওয়াশ বেসিন/সিঙ্ক

সময়কাল	জরুরি সাড়াদান পর্যায়	ট্রানজিশন পর্যায়	জরুরি সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়
	কমিউন্যাল	খানা ভিত্তিক	
স্বাস্থ্যবিধি প্রচার	স্বাস্থ্যবিধি প্রচারক লক্ষ্যমাত্রাঃ ১:৫০০ ■ আইইসি সামগ্রী ■ পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	স্বাস্থ্যবিধি প্রচারক লক্ষ্যমাত্রাঃ ১:৫০০ ■ আইইসি সামগ্রী ■ পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	স্বাস্থ্যবিধি প্রচারক লক্ষ্যমাত্রাঃ ১:১০০০ ■ আইইসি সামগ্রী ■ পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী
ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ	■ ইনডোর স্প্রে করা ■ ফ্লাই লার্ভা মারার জন্য ক্লোরিন বা কীটনাশক ব্যবহার।	সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদী স্বল্পব্যয়ে কার্যকর সমাধানে রূপান্তর।	■ ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ ■ ফ্লাই লার্ভা মারার জন্য ক্লোরিন বা কীটনাশক ব্যবহার।

উপকরণ নং ৩.৩: সংকট বা দুর্যোগের সময়ে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের ধাপসমূহ

ওয়াশ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ বোঝা এবং পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণ করা: সংকট বা দুর্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়াশ সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং তা হ্রাস করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। ওয়াশ সংক্রান্ত জনস্বাস্থ্যজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা হ্রাস করার ধাপসমূহ জানতে হলে যেসকল বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে:

- বর্তমানে ওয়াশ সুবিধা এবং পরিষেবাগুলোর ব্যবহার
- হাউজহোল্ড এর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি পণ্যসমূহের অধিগত করার ক্ষমতা
- বর্তমান মোকাবিলা কৌশল, স্থানীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাস
- সমাজের/কমিউনিটির সামাজিক অবকাঠামো ও ক্ষমতার কাঠামো
- মানুষ কোথায় স্বাস্থ্য সেবা নিতে যায় (প্রথাগত নিরাময়কারী, ফার্মেসি ও ক্লিনিক সহ)
- ওয়াশ অবকাঠামোগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে/কারা
- ওয়াশ এর সাথে সম্পর্কিত রোগগুলোর তথ্য (surveillance data)
- ওয়াশ সুবিধা এবং পরিষেবাগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সামাজিক, শারীরিক এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত বাঁধাসমূহ (বিশেষ করে নারী, মেয়ে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য) এবং
- আয়-স্তরের ভিন্নতা, পরিবেশগত অবস্থা এবং রোগ-জীবাণুর মৌসুমি প্রবণতা

স্বাস্থ্যবিধি পণ্য বা আইটেম সনাক্তকরণ, প্রাপতা এবং ব্যবহার: স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য, মর্যাদা এবং কল্যাণকে বিবেচনা করে উপযুক্ত আইটেমগুলো সনাক্ত করা যা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজন এবং যা তারা ব্যবহার করে।

প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী: সংস্কৃতি ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্বাস্থ্যবিধি পণ্য ও কিটসমূহ (hygiene kits) প্রস্তুত/পরিবর্ধন করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অপরিহার্য সামগ্রী (যেমনঃ সাবান, পানি ধারণ এর পাত্র, মাসিক ও অন্যান্য সামগ্রী) এবং 'থাকলে ভাল হয়' এমন সামগ্রীগুলোর (যেমনঃ চিরুণী, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ) উপর প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কিছু গোষ্ঠীর/ গ্রুপের নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

সংকটকালীন সময়ে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং অসংযমতা মোকাবিলা করা: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সফলভাবে পরিচালনা করা মানুষকে মর্যাদার সাথে বাঁচতে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে নিয়োজিত হতে সাহায্য করে। বাসাবাড়ি এবং স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপকারভোগীদের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ। টয়লেট এর সুব্যবস্থা এবং লন্ড্রি/কাপড় কাঁচা এবং শুকানোর জন্য জায়গা থাকা উচিত।

সেবার মানদন্ড:

১. **স্বাস্থ্যবিধি প্রচার:** মানুষ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি জনিত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ঝুঁকি কমাতে ব্যক্তি, পারিবারিক এবং এলাকার মানুষেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ।

২. **স্বাস্থ্যবিধি আইটেম সনাক্তকরণ, প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার:** স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য, মর্যাদা এবং কল্যাণকে বিবেচনা করে উপযুক্ত আইটেমগুলো সনাক্ত করা যা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজন এবং যা তারা ব্যবহার করে ।

৩. **ঋতুস্রাবের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং অসংযমীতা:** ঋতুস্রাবের বয়সের নারী ও মেয়েরা, এবং অসংযমী পুরুষ ও মহিলাদের স্বাস্থ্যবিধি পণ্য এবং ওয়াশ সুবিধা প্রাপ্যতা যা তাদের মর্যাদা রক্ষা এবং সুস্থ থাকতে সহায়তা করে ।

উপকরণ নং ৩.৪: সংকট বা দুর্যোগের সময়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

পানি সরবরাহ: পানীয়, স্বাস্থ্যবিধি ও গৃহস্থালি কাজের জন্য যে পরিমাণ পানি প্রয়োজন তা সংকটকালীন সাড়াদানের প্রেক্ষাপট এবং পর্যায়ের উপর নির্ভর করে । এটি প্রাক-সংকটকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ, মল-মূত্র সংরক্ষণ অবকাঠামোর নকশা এবং সাংস্কৃতিক অভ্যাস ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় । সাধারনত, দৈনিক একজন মানুষের জন্য সর্বনিম্ন ১৫ লিটার পানি প্রয়োজন । কিন্তু সংকটকালীন সাড়াদানের প্রেক্ষাপট এবং পর্যায়ের সাথে পানির পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে ।

সেবার মানদন্ড:

১. **প্রাপ্যতা এবং পানির পরিমাণ:** মানুষের পান করা এবং গৃহস্থালি কাজের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ।

২. **পানির গুণমান:** পান করা, রান্না এবং ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া স্বাস্থ্যবিধির কাজের জন্য নিরাপদ পানি প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন হতে হবে - যা কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে না ।

যদি নিরাপদ পানীয় জলের স্বাদ ভাল না হয় (লবণাক্ততা, হাইড্রোজেন সালফাইড অথবা ক্লোরিন এর মাত্রা এমন পরিমানে যাতে মানুষ অভ্যস্ত নয়) - তাহলে ব্যবহারকারীগণ অনিরাপদ উৎস হতে পানি পান করতে পারেন । নিরাপদ সুপেয় পানি প্রচারণার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কার্যকম ও জনগণের অন্তর্ভুক্তির সাহায্য নেয়া গুরুত্বপূর্ণ ।

পানির গুণমান পরীক্ষার শতকরা হার ন্যূনতম পানির মান পূরণ করে:

- <10 CFU/100ml ডেলিভারি পয়েন্টে (unchlorinated water)
- 0.2–0.5mg/l FRC (Free Residual Chlorine) ডেলিভারির সময়ে (ক্লোরিনযুক্ত পানি)
- 5.5 NTU এর কম টার্বিডিটি

পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা: পানি যদি হয় নিরাপদ, তাহলে পানির অপর নাম জীবন । সুস্থ থাকার জন্য আমরা নিরাপদ পানি চাই । একটু না জানার কারণে বা একটু অবহেলার কারণে আমরা নানাভাবে পানিকে দূষিত করছি । পানির উৎস থেকে প্রযুক্তির মাধ্যমে পানি উত্তোলন, পরিশোধন, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের সকল ধাপে পানি নিরাপদ রাখার কৌশলই হলো পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা ।

উদ্দেশ্য: পানি নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ বালাই হতে জনস্বাস্থ্যকে রক্ষা করা ।

পানি দূষণের উপায়: তিন ভাবে পানি দূষিত হয়:

১. প্রথমত, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে সহনশীল মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত আর্সেনিক, লবন ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকলে বা তা জীবাণুর সংস্পর্শে আসলে এবং ভূ-পৃষ্ঠের পানিতে ময়লা-আবর্জনা মিশ্রিত হলে;

২. দ্বিতীয়ত, পানি সরবরাহের প্রযুক্তি ঠিকমত কাজ না করলে এবং পানি সরবরাহ/বিতরণ লাইনে ত্রুটি থাকলে এবং

৩. তৃতীয়ত, সংগ্রহ, বহন বা সংরক্ষণের সময় এমনকি পানি পানের সময় অপরিচ্ছন্ন পাত্র ব্যবহার করলে ও স্বাস্থ্যভ্যাস মেনে না চললে।

পানি নিরাপদ রাখার উপায়: উৎস থেকে ব্যবহার পর্যন্ত এই পাঁচটি ধাপে পানি নানাভাবে দূষিত হয়। এই পাঁচটি ধাপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে আমরা পানি নিরাপদ রাখাকে নিশ্চিত করতে পারি।

চিত্র ১৩: নিরাপদ পানির পরিকল্পনা

উপকরণ নং ৩.৫: সংকট বা দুর্যোগের সময় মলমূত্র ব্যবস্থাপনা

মলমূত্র ব্যবস্থাপনা: মলমূত্রমুক্ত পরিবেশ, মানুষের মর্যাদা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার জন্য অপরিহার্য। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি বসবাস, শেখার এবং কাজের পরিবেশও থাকতে হবে। মলমূত্রের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ওয়াশের অন্যতম অগ্রাধিকার। সংকটময় পরিস্থিতিতে, এটি নিরাপদ পানি সরবরাহের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সংকট/দুর্যোগের পরপরই, যত্রতত্র উন্মুক্ত মলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। মলত্যাগের স্থান বা এলাকা, সাইট এবং কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন এবং একটি সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার শুরু করতে হবে। সমস্ত পানির উৎসের (সেই পানি, পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হোক বা না হোক) এবং পানি সংরক্ষণাগার এবং পানি পরিশোধনাগারের কাছাকাছি মলত্যাগ প্রতিরোধ করতে হবে। ঘনবসতির চড়াই বা উর্ধ্বমুখী স্থানে, রাস্তার পাশে, কমিউনিটি সেবা ব্যবস্থার কাছাকাছি (বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত সেবা প্রদান স্থান) বা খাদ্য গুদামজাত করণ এলাকা এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী এলাকার কাছাকাছি স্থাপন করা যাবে না।

শিশুদের মল প্রাপ্ত-বয়স্কদের তুলনায় সাধারণত বেশি বিপজ্জনক। শিশুদের মধ্যে মলমূত্র-সম্পর্কিত সংক্রামক রোগ বেশি হয় এবং শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের অ্যান্টিবডি তৈরি নাও হতে পারে। পিতামাতা এবং শিশুদের যত্নকারী ব্যক্তিদের শিশুর মল নিরাপদে নিষ্পত্তি করা, ধোঁয়ার অভ্যাস, এবং নিরাপদ নিষ্পত্তি পরিচালনা করতে ন্যাপিস (ডায়পার), পটি বা স্কুপ এর ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে।

সেবার মানদন্ড:

- **মানুষের মলমূত্র মুক্ত পরিবেশ:** বসবাস, খেলার জায়গায়, কাজের জায়গায় এবং এলাকার পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখতে সমস্ত মলমূত্র উৎপাদন সাইট নিরাপদে আবদ্ধ রাখতে হবে।
- মানুষের কাছে পর্যাপ্ত, উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য টয়লেট নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা প্রয়োজনের সময় দ্রুত ও নিরাপদে টয়লেটে যেতে পারে।

- **মলমূত্র সংগ্রহ, পরিবহন, অপসারন এবং পরিশোধনের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ:** মলমূত্র ব্যবস্থাপনা সুবিধা, অবকাঠামো এবং সিস্টেমগুলো নিরাপদে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা - যাতে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা যায় এবং আশেপাশের পরিবেশে ন্যূনতম প্রভাব পড়ে।

নিরাপদ মলমূত্র ব্যবস্থাপনার সূচকসমূহ:

- প্রতি ২০ জনের জন্য নূন্যতম ১ টি টয়লেট;
- বাসস্থান এবং যৌথ টয়লেটের মধ্যে দূরত্ব সর্বোচ্চ ৫০ মিটার;
- অভ্যন্তরীণ লক এবং পর্যাপ্ত আলো আছে এমন টয়লেট শতকরা কত?
- শতকরা কত ভাগ টয়লেটকে নারী ও মেয়েরা নিরাপদ বলে রিপোর্ট করেছে?
- শতকরা কত ভাগ নারী ও মেয়েরা টয়লেট নিয়মিত ব্যবহার করে সেখানকার মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে?

উপকরণ নং ৩.৬: সংকট বা দুর্যোগের সময় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সুবিধাগুলোতে অ্যাক্সেসের জন্য নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশনে লিঙ্গ এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারে সহায়তা করে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (SWM) উন্নতির পদক্ষেপগুলো নিম্নরুপ :

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতা প্রচার;
- বিভিন্ন কঠিন বর্জ্য (জৈব এবং অজৈব) সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের বালতি পরিবারের মধ্যে বিতরণ;
- অপর্যাপ্ত এবং অকার্যকর গর্ত/বিন প্রতিস্থাপন;
- ব্যারেল এবং বক্স কম্পোস্টিং সুবিধা চালু করা।

সেবার মানদন্ড:

১. **কঠিন বর্জ্য মুক্ত পরিবেশ:** প্রাকৃতিক, জীবনযাত্রা, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এবং ক্যাম্পের পরিবেশ দূষণ এড়াতে কঠিন বর্জ্য নিরাপদে পরিবেশে অবমুক্ত করা।

২. **কঠিন বর্জ্য নিরাপদে ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহস্থালি এবং ব্যক্তিগত পদক্ষেপ:** গৃহস্থালি পর্যায়ে কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং সম্ভাব্য পরিশোধন নিশ্চিত করা।

৩. **কমিউনিটি পর্যায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:** বর্জ্য সংগ্রহের নির্ধারিত পাবলিক পয়েন্টগুলো বর্জ্য দিয়ে উপচে না পড়ে এবং বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিশোধন বা অপসারণ নিশ্চিত করা।

ওয়াশ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমাতে, রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে প্রধানত কাজ করে। ওয়াশ সমস্ত স্বাস্থ্যসেবা সেটিংসে নূন্যতম সংক্রমণ প্রতিরোধসহ রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

উপকরণ নং ৩.৭: সংকট বা দুর্যোগের সময় ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ

ভেক্টর হচ্ছে রোগ বহনকারী একটি এজেন্ট বা উপাদান। ভেক্টর একটি রোগের উৎস থেকে মানুষ বরাবর একটি সংক্রমণ পথ তৈরি করে। মানবিক দুর্যোগের সময়ে ভেক্টর-বাহিত রোগসমূহ অসুস্থতা এবং মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। বেশিরভাগ ভেক্টর হল পোকামাকড়, যেমনঃ মশা, মাছি, উকুন, ইঁদুর ইত্যাদি। কিছু ভেক্টর বেদনাদায়ক কামড়ের কারণও হতে পারে। ভেক্টর কঠিন বর্জ্য, নিষ্কাশন বা মলমূত্র ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যা, অনুপযুক্ত সাইট নির্বাচন, নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যার লক্ষণ বা উপসর্গ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লক্ষ্য হওয়া উচিত ভেক্টর সংখ্যার ঘনত্ব, ভেক্টর প্রজনন সাইট এবং মানুষ ও ভেক্টরের মধ্যে সংযোগের সুযোগ কমানো।

উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন গোষ্ঠী: সম্প্রদায়ের কিছু অংশ অন্যদের তুলনায় ভেক্টর-সম্পর্কিত রোগের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে, বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি এবং গর্ভবতী এবং বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েরা। উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন গোষ্ঠী চিহ্নিত করে সেই ঝুঁকি কমাতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি প্রতিরোধে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

সেবার মানদন্ড:

- **ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ:** ভেক্টর-সম্পর্কিত সমস্যার ঝুঁকি কমাতে ভেক্টর প্রজনন এবং বেড়ে ওঠার স্থানগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।
- **ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহস্থালি এবং ব্যক্তিগত কাজ:** স্বাস্থ্য বা সুস্থতার জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন ভেক্টর থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করার জ্ঞান এবং উপায় সকলের নিকট আছে - তা নিশ্চিত করা।

উপকরণ নং ৩.৮: ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য সূচক নির্ধারণ

চাহিদা মুল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক কার্যক্রম পরিমাপ করতে সূচক ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সাব-সেক্টর ভিত্তিক কিছু সূচকের নমুনা দেওয়া হলঃ

সাব-সেক্টর	সূচক সমূহ
১. পানি সরবরাহ	১.১: দৈনিক জন প্রতি ১৫-২০ লিটার পানি নিশ্চিত হচ্ছে (লিঙ্গ, বয়স ও শারীরিক অক্ষমতাভেদে) এমন ব্যক্তি/সংস্থা। ১.২: পানির গুণমান পরীক্ষার শতাংশ যা পানির আদর্শ গুণমান নিশ্চিত করে। ১.৩: নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত হোস্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তি সংখ্যা। ১.৪: ক্যাম্পে এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের শতকরা ব্যক্তি সংখ্যা যারা তাদের সকল প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত পানি পায়।
২. স্যানিটেশন	২.১: কার্যকর ও উন্নত ল্যাট্রিনের সুবিধাপ্রাপ্ত ক্যাম্পের ব্যক্তি সংখ্যা। ২.২: আবাসনের আশেপাশে যততত্র ভাবে বর্জ্য পড়ে থাকে - এমন পরিবার সংখ্যা। ২.৩: কার্যকর, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ কমিউন্যাল গোসলখানা ব্যবহারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা। ২.৪: সম্পূর্ণ কার্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার (ল্যাট্রিন ও কমিউন্যাল গোসলখানার) সংখ্যা।
৩. হাইজিন/ স্বাস্থ্যবিধি	৩. ১: হাত ধোয়া আবশ্যক এমন তিনটি সময় চিহ্নিত করতে পারা ব্যক্তির সংখ্যা। ৩.২: ঋতুস্রাব জনিত পরিছন্নতার চাহিদা পূরণ করা হয়েছে এমন মহিলা ও বালিকাদের শতকরা হার। ৩.৩: শতকরা পরিবারের হার যাদের ন্যূনতম দুইটি পরিষ্কার ও ঢাকনাযুক্ত পানি রাখার ধারক আছে। ৩.৪: শতকরা পরিবারের হার যারা সাবান ব্যবহার করে।

অধিবেশন ০৪

পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান

অধিবেশন ০৪

পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ: ■ পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা ■ ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান জানতে এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
আলোচ্য বিষয়	■ পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা ■ বিপর্যয়মূলক ঘটনা এবং পুনরুদ্ধার সেবা, পুনরুদ্ধারের থিমসমূহ ■ ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে - - পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ - লিঙ্গ সমতা - প্রান্তিক জনগোষ্ঠী - লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা বিষয়ক ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান
পদ্ধতি	ঘটনার বর্ণনা, উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৫৫ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে আলোচনা করবেন: পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা।	১০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করবেন।	২০ মিনিট
ধাপ-৪	এই ধাপে প্রশিক্ষক লিঙ্গ সমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা বিষয়ক ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা করবেন।	২০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৪.১: পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা

পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা কি?

পুনরুদ্ধার হল একজনের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, অনুভূতি, লক্ষ্য, দক্ষতা এবং/অথবা ভূমিকা পরিবর্তন করার একটি গভীর ব্যক্তিগত অনন্য প্রক্রিয়া। এটি চরম সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে সৃষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটি সন্তুষ্টি, আশাবাদী এবং অবদানপূর্ণ জীবন যাপনের একটি উপায়। পুনরুদ্ধারের মধ্যে রয়েছে মানসিক /প্রাকৃতিক বিপর্যয়কর প্রভাবকে অতিক্রম করার সাথে সাথে জীবনের নতুন অর্থ এবং উদ্দেশ্য খোঁজার উপায়।

পুনরুদ্ধারের থিম: পুনরুদ্ধারের থিমগুলো হল সংযোগ, আশা, পরিচয়, অর্থপূর্ণ ভূমিকা এবং ক্ষমতায়ন।

- **সংযোগ:** একজনের জীবনে সামাজিক সংযোগ থাকার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিবর্তে সম্প্রদায়ের একটি অংশ হিসাবে অনুভব করা।
- **আশা:** একটি বিশ্বাস থাকা যে জীবন আরও ভাল হতে পারে এবং হবে।
- **পরিচয়:** পরিষেবা ব্যবহারকারীর বাইরের জীবনে পরিচয় থাকা।
- **অর্থপূর্ণ ভূমিকা:** জীবনকে পরিপূর্ণ এবং সম্মান/নির্মাণমূলক কার্যকলাপের জন্য শক্তি এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা।
- **ক্ষমতায়ন:** নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তথ্য, পছন্দ এবং আত্মবিশ্বাস থাকা।

বিপর্যয়মূলক ঘটনা এবং পুনরুদ্ধার সেবার সম্পর্ক:

কীভাবে দুর্যোগ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে?

মানসিক অস্থিরতা, চাপের প্রতিক্রিয়া, উদ্বেগ, ট্রমা এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলো সাধারণত দুর্যোগ এবং অন্যান্য আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার পরে পরিলক্ষিত হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

দুর্যোগকালীন সময়ে সাড়াদানের মৌলিক কৌশল হলো:

- বিপদ থেকে ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা এড়ানো
- ক্ষতিগ্রস্থদের দ্রুত সহায়তার আশ্বাস
- দ্রুত এবং কার্যকর পুনরুদ্ধারের কাজ (অর্জন) করা

উপকরণ নং ৪.২: ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান

পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ ঃ

ওয়াশ প্রকল্পগুলো এমন ভাবে পরিকল্পনা করা উচিত যাতে সমাধানগুলো টেকসই হয় কিন্তু পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে। যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন রকম, সেহেতু WASH প্রকল্পের কার্যক্রমও ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। পরিবেশ সংরক্ষণে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করা উচিতঃ

- ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা
- বনভূমি উজাড় রোধকরণ
- টেকসই জ্বালানি কাঠ উৎপাদন
- রাসায়নিক ও বিপদজনক বর্জ্যের সঠিক ও নিরাপদ অপসারণ
- পাম্পিং এর জন্য ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা
- গ্রাভিটি বা হাইব্রিড পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা
- স্থানীয় ও বায়ডিগ্রেডেবল নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা

চিত্র ১৪: ওয়াশ কার্যক্রমে পরিবেশগত ঝুঁকি

লিঙ্গ সমতাঃ

লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে ওয়াস প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত বিষয় গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- ওয়াশ প্রকল্পের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক ও নেতিবাচক সামাজিক নিয়ম-নীতি যাতে কোনভাবেই বৃদ্ধি না পায়
- জেন্ডারভিত্তিক ওয়াশ ব্যবস্থার (টয়লেট, গোসলখানা) নকশা প্রণয়ন
- প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মহিলাদের জন্য পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ওয়াশ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- প্রকৌশলী, অপারেটর, মেকানিক ইত্যাদি পদে মহিলাদের যোগদানে উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ সৃষ্টি করা
- ঋতুস্রাবজনিত পণ্যের প্রাপ্যতা ও স্বাস্থ্যকর নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীঃ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলতে বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা ও স্তনপান করানো মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, মানসিক রোগী, নির্দিষ্ট উপজাতি, জাতিগত বা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে অবহেলিত গোষ্ঠীকে বোঝায় । জরুরি অবস্থা, অন্যদের তুলনায় দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীকে বেশি প্রভাবিত করে । ওয়াশ পরিষেবা ব্যবস্থা ইক্যুইটি ও অন্তর্ভুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় ।

চিত্র ১৫: অন্তর্ভুক্তিমূলক ল্যাট্রিন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	সম্ভাব্য ঝুঁকি	সম্ভাব্য সমাধান
শিশু, বালক ও বালিকা	■ যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতায় ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠী ■ সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকার প্রবণতা কম ■ "না" বলার ক্ষমতা কম ■ মৌলিক চাহিদার জন্য তাদের পিতামাতা/ অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল ■ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাসস্থান থেকে দূরে গিয়ে পানি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে। পানি সংগ্রহের পথে কারো দ্বারা হয়রানি বা যারা ট্যাপ-স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দ্বারা অবমাননার শিকার হতে পারে।	■ ওয়াশ সুবিধাগুলো শিশুদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা, যেমনঃ সিঙ্ক এবং ট্যাপের উচ্চতা তুলনামূলক নিচু করা ■ অভিভাবকদের জন্য টয়লেট এবং স্নান ইউনিটে জায়গা বৃদ্ধি করা ■ মতামত গ্রহণ করা ■ পানি সংগ্রহের পথ নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে ভলেন্টিয়ারদের সাহায্য নেওয়া।
বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে ও মেয়ে	■ বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে ও মেয়েরা অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়, সেইসাথে তারা যৌন নির্যাতন ও শোষণের জন্যও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা মাসিক পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।	■ বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের নিরাপত্তা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তাদেরকে ওয়াশ সুবিধার ডিজাইনের আলোচনাতে নিযুক্ত করা অপরিহার্য।
শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি	■ যে কোনো জনগোষ্ঠীতে সাধারণত ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিদ্যমান। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, সংঘাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত জনগোষ্ঠীতে এদের সংখ্যা বেশি হয়।	■ ওয়াশ সুবিধাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা ■ মতামত গ্রহণ করা ■ পানি সংগ্রহের স্থানে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ করা ■ টয়লেট বা ওয়াশ সুবিধার স্থানে হ্যান্ড রেইল স্থাপন করা
বয়স্ক ব্যক্তি	■ শারীরিক ক্ষমতা কম ■ অন্যের উপর নির্ভরশীল ■ সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকার প্রবণতা কম	■ মতামত গ্রহণ করা ■ টয়লেট বা ওয়াশ সুবিধার স্থানে হ্যান্ড রেইল স্থাপন করা ■ বয়স্কদের জন্য আলাদাভাবে পানিসংগ্রহের স্থান নির্মাণ করা যাতে বেশীক্ষণ লাইনে দাড়াতে না হয়।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা প্রদান:

ওয়াশ পরিষেবাগুলোতে অসুরক্ষিত অভিগম্যতা লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে । লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ওয়াশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ।

সম্ভাব্য ঝুঁকি:

- মহিলা, মেয়েরা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী WASH সুবিধাগুলোতে গমন করার সময় যৌন নিপীড়ন এবং সহিংসতার ঝুঁকির সম্মুখীন হয় বিশেষভাবে, যেগুলো সংখ্যায় সীমিত, বাড়ি থেকে দূরে অবস্থিত বা বিচ্ছিন্ন স্থানে অবস্থিত ।
- অনেক সময় নারী ও মেয়েদেরকে অনিরাপদ এলাকা দিয়ে বা রাতে অন্ধকারে টয়লেটে গমন করতে হয় ।
- পর্যাপ্ত পানি না থাকলে খালি হাতে বাড়ি ফেরার জন্য বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্যও সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে ।
- মহিলা, মেয়েরা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী সাবান, স্যানিটারি সামগ্রী, পানি বা অন্যান্য ওয়াশ সরবরাহের বিনিময়ে ওয়াশ কর্মীদের হাতে সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে ।

চিত্র ১৬: কমিউনিটি ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা

সম্ভাব্য সমাধান:

- Sphere standard অনুসারে, পরিবার থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে পানি সংগ্রহের পয়েন্ট স্থাপন করার চেষ্টা করুন ।
- নিশ্চিত করুন যে হ্যান্ডপাম্প এবং পানি সংগ্রহের পয়েন্ট মহিলা এবং মেয়ে-বান্ধব, এবং এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে পানি সংগ্রহের সময় কম হয়
- মহিলা, মেয়ে এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে সময় নির্ধারণ করা এবং সুবিধাজনক এবং নিরাপদভাবে কখন এবং কোথায় পানি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণরূপে অবহিত করা উচিত ।
- কমিউনিটি টয়লেটে আলো, তালা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য অন্যান্য সুবিধা থাকা উচিত ।

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন ০৫

কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি-ভিত্তিক জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণের কৌশল

অধিবেশন ০৫

কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি-ভিত্তিক জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণের কৌশল

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা ঃ ■ জনসাধারণের অংশগ্রহণের সঠিক স্তর এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের পর্যায়, অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার কাঠামো জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন । ■ জরুরি সংকটে WASH কার্যক্রমে কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি এবং কমিউনিটির সচেতনতা মডেল জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
আলোচ্য বিষয় ও করণীয়	■ কমিউনিটি সম্পৃক্ততা ■ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ■ কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম ■ কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল ■ কমিউনিটি সম্পৃক্ততা পরিমাপ কৌশল ■ জরুরি সংকটে WASH কার্যক্রমে কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১০ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১৫ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি সংকটে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল বিষয়ে আলোচনা করবেন ।	১৫ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা পরিমাপ কৌশল এবং জরুরি সংকটে WASH কার্যক্রমে কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে আলোচনা করবেন ।	১০ মিনিট
ধাপ-৫	অতঃপর প্রশিক্ষক এই ধাপে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন ।	৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৫.১: কমিউনিটির সম্পৃক্ততা

কমিউনিটির সম্পৃক্ততা হল কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এমন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার প্রক্রিয়া । জরুরি সাড়াদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সম্প্রদায়গুলোকে যুক্ত করা, কারণ-

১. এটি কোন প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই ফলাফল, প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং/অথবা বাস্তবায়নে সহায়তা করে ।

২. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, যেকোন সমস্যার দৃশ্যমানতা এবং বোধগম্যতা বাড়ায় এবং সম্প্রদায়কে তাদের জীবন এবং কল্যানকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে বক্তব্য রাখার ক্ষমতা দেয় ।

উপকরণ নং ৫.২: প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

জনগণের অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অর্থপূর্ণ যোগান (ইনপুট) পেতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা । এইভাবে জনগণের অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ তৈরী করে । WASH-এ সম্প্রদায়ের নিযুক্তি হল একটি পরিকল্পিত এবং গতিশীল প্রক্রিয়া যাতে প্রকল্পের উপর সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য সম্প্রদায় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায় ।

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণে নিম্নলিখিত সুফল অর্জন করা সম্ভব-

- কথোপকথনের মাধ্যমে এবং স্পষ্ট তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে সম্প্রদায়ের অধিকার সমুন্নত রাখা ।
- যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং সাড়াদানের মাধ্যমে প্রোগ্রামের মানকে শক্তিশালী করা ।
- ফিডব্যাক এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের চাহিদা ও পছন্দের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামটি ক্রমবর্ধমান জরুরি অবস্থার সাথে অভিযোজন করে নেওয়া ।
- সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং পারস্পরিক আস্থা মূল্যায়ন করা ।

উপকরণ নং ৫.৩: কমিউনিটির সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম

পদ্ধতি	উদ্দেশ্য	কার্যক্রম
কমিউনিটি প্রোফাইলিং	সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার ভিত্তি স্থাপন	■ প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি? অথবা, প্রকল্পটি কী সমস্যার সমাধান করছে? কারা এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়? ■ এই উদ্যোগের জন্য স্টেকহোল্ডার কারা? ■ এই পরিকল্পনার জন্য শেষ ব্যবহারকারী কারা? ■ এই প্রকল্প দ্বারা সবচেয়ে প্রভাবিত হতে পারে কারা? ■ আপনার উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ কি অন্যের চেয়ে বেশি প্রভাব/অভিগম্যতা বহন করে? কেন? ■ নিম্ন-প্রতিনিধিত্বহীন স্টেকহোল্ডারদের আরও ন্যায়সঙ্গত প্রভাব/অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে আপনি সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার কোন কৌশলগুলো ব্যবহার করবেন? ■ দুর্বল এবং কম দৃশ্যমান গোষ্ঠী চিহ্নিত করুন এবং তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিন্ত করুন ■ ঝুঁকি এবং পরিষেবাগুলোতে অ্যাক্সেস সম্পর্কে সম্প্রদায়কে তথ্য সরবরাহ করুন ■ সমালোচনামূলক ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সমস্যা চিহ্নিত করুন
অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্লেষণ ও গ্যাপ সনাক্ত	ফিডব্যাক নেওয়া এবং বিশ্লেষণ করা	■ কার সাথে কি বিষয়ে পরামর্শ করা হবে তা ম্যাপিং করুন ■ ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কি? ■ প্রাথমিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সন্তুষ্টির মাত্রাগুলো কি কি? ■ কী পরিবর্তন হয়েছে (ঝুঁকি বোঝা, মানুষের আচরণ, এবং জলবায়ু পরিবর্তন)? ■ ভবিষ্যতে সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকারগুলো কী কী?
পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি-পর্যালোচনা এবং অভিযোজন	• কর্মী এবং স্টাফদের শ্রবণ এবং সম্প্রদায়ের দক্ষতা উন্নত করা • কর্মসূচি পরিচালনা/ প্রভাবিত করার জন্য সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি	■ স্টাফদের শ্রবণ এবং কথোপকথন দক্ষতা পর্যালোচনা করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করুন ■ নিশ্চিত করুন যে মহামারী সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রোগ্রাম মনিটরিং ডেটা নথিভুক্ত করা হয়েছে ■ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং সন্তুষ্টি সূচকগুলো পর্যালোচনা করুন - প্রয়োজনে সম্প্রদায়ের সাথে আপডেট/সংশোধন করুন ■ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং সন্তুষ্টির বিষয়ে সহকর্মীদের সাথে ওয়াশের ফলাফল পর্যালোচনা করুন - প্রয়োজনে প্রোগ্রামে পরিবর্তন করুন ■ পর্যবেক্ষণে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততাকে বাড়ান ■ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের ওয়াশ সুবিধা, পরিষেবা এবং প্রক্রিয়াগুলো বজায় রাখা ও পরিচালনা করার ক্ষমতা পর্যালোচনা করুন ■ প্রোগ্রাম মূল্যায়ন, প্রতিশ্রুতি এবং মানদণ্ড পর্যালোচনা করুন

উপকরণ নং ৫.৪: কমিউনিটির সম্পৃক্ততার বিভিন্ন কৌশল

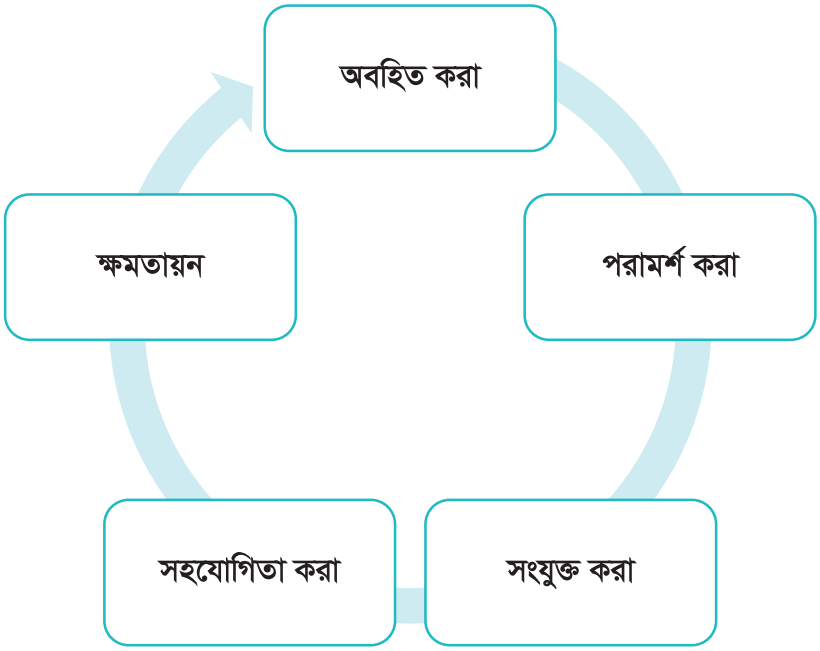

চিত্র ১৭: কমিউনিটির সম্পৃক্ততার বিভিন্ন কৌশল

কৌশল	অবহিত করা	পরামর্শ করা	সংযুক্ত করা	সহযোগিতা করা	ক্ষমতায়ন
কৌশলের লক্ষ্য	জনসাধারণকে সমস্যা, বিকল্প সুযোগ এবং/অথবা সমাধান বুঝতে সহায়তা করার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করা	বিশ্লেষণ, বিকল্প এবং/অথবা সিদ্ধান্তে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া জানা	জনসাধারণের উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো ধারাবাহিকভাবে বোঝা এবং তা নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে জনগণের সাথে সরাসরি কাজ করা	বিকল্প ব্যবস্থার বিকাশ এবং পছন্দসই সমাধান সনাক্তকরণ সহ সিদ্ধান্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাথে অংশীদার হওয়া	জনগণের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান
মাধ্যম	■ ফ্যাক্টশিট ■ ওয়েব সাইট ■ ভিডিও ■ ইনফোগ্রাফিকস ■ ইমেল ■ পাবলিক মিটিং	■ পাবলিক মন্তব্য ■ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ■ সমীক্ষা ■ জনসভা	■ কর্মশালা ■ ভোটগ্রহণ	■ নাগরিক উপদেষ্টা কমিটি ■ ঐক্যমত গঠন ■ অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	■ নাগরিক জুরি ■ নাগরিক কমিটি ■ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্ল্যাটফর্ম গঠন

উপকরণ নং ৫.৫: কমিউনিটির সম্পৃক্ততা পরিমাপ কৌশল

কর্মসূচীর সকল পর্যায়ে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ইতিবাচক ওয়াশ ফলাফল অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ পরিমাপ করা, এবং WASH প্রোগ্রামের সাথে সন্তুষ্টি আমাদেরকে তাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর সর্বাধিক প্রভাবের জন্য সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকার উপায় পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ পরিমাপ করার জন্য এবং WASH সুবিধা এবং পরিষেবাগুলোতে ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি পরিমাপের জন্য সূচকগুলোর সাথে একটি পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত।

সূচক	পরিমাপক
সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি	■ সম্প্রদায় রিপোর্ট করে যে, মূল তথ্যগুলো যথাযথ ভাষায় স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে ■ সম্প্রদায় রিপোর্ট করে যে, মহিলা এবং পুরুষ, ছেলে এবং মেয়েদের নির্দিষ্ট লিঙ্গগত চাহিদাগুলোকে পরিষেবার নকশা এবং অবস্থানে বিবেচনা করা হয়েছে (প্রবেশ, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা-বান্ধব) ■ সম্প্রদায় সন্তোষ প্রকাশ করে যে, তাদের প্রতিক্রিয়া শোনা এবং যেখানে সম্ভব প্রোগ্রামে পরিবর্তন করা হয়েছে ■ প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিরা পরামর্শ এবং প্রোগ্রাম অভিযোজন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে
সামাজিক অংশগ্রহণ	■ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের নেতা, সম্প্রদায় সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়েছে ■ সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন ধরণের লোক ওয়াশ পরিকাঠামো এবং পরিষেবাগুলোর পরিকল্পনা, নকশা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত ■ প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ সম্প্রদায়গুলো প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগ প্রক্রিয়ার নকশাকে প্রভাবিত করে ■ সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো প্রোগ্রাম ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ■ স্থানীয় অগ্রাধিকার, সমস্যা এবং তাদের নিজস্ব সমাধান চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ■ সক্ষমতা উন্নয়ন এবং একটি সময়মত প্রস্থান/পরিবর্তন পরিকল্পনা সম্প্রদায় এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সম্মত

উপকরণ নং ৫.৬: জরুরি সংকটে WASH কার্যক্রমে কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি

- ওয়াশ পার্টনাররা কমিউনিটির সক্ষমতা চিহ্নিত করবে এবং সাড়াদান কর্মসূচিতে কমিউনিটির নেতৃত্বাধীন পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। কমিউনিটির দেওয়া তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে সংকটে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- ক্যাম্পে সর্বাধিক জনগোষ্ঠীকে দ্রুত সহায়তা প্রদান করার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করতে হবে এবং একই সাথে তাদের সুস্থতার জন্য তাদেরকেই দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। WASH কার্যক্রমে যুক্ত সংগঠনকে ক্যাম্পের সুবিধাভোগীদের নিকট প্রাথমিকভাবে জবাবদিহি করার উপায় বের করতে হবে। ক্যাম্পে সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে যাচাই এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে এবং সমস্ত দিকগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

- ক্যাম্পের জনগোষ্ঠীকে তথ্য প্রদান করতে হবে - যাতে তারা তাদের অধিকার দাবি করতে পারে এবং পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে ওয়াশ সংস্থাগুলো কি দিতে পারে এবং কি দিতে পারে না? উপরন্তু, যারা সহায়তা প্রদান করে তাদের কাছে ইতিবাচক সাড়াদান এবং সমালোচনা উভয়ের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

- রোহিঙ্গা সংকটে সাড়াদান কর্মসূচিতে কমিউনিটি এনগেজমেন্ট সবসময় হাইজিন প্রমোশনের সাথে যুক্ত হয়েছে। WASH ডিস্ট্রিবিউশন মাস্টার প্ল্যান এবং ওয়াশ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির জন্য কর্মশালাগুলো দেখিয়েছে যে ওয়াশ প্রোগ্রাম ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ব্যবহার করতে হবে।

অধিবেশন ০৬

WASH কর্মসূচি ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের উপর সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই

অধিবেশন ০৬

WASH কর্মসূচি ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের উপর সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ: ■ জরুরি সংকটের সাড়াদানের উপর ভিত্তি করে ওয়াশ প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানবেন ■ কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাইয়ের কৌশল জানবেন যা পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে ।
আলোচ্য বিষয় ও করণীয়	■ ওয়াশ প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা ■ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ ■ SWOT বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল ■ জরুরি সংকটের সাড়াদানের SWOT বিশ্লেষণ ■ SMART লক্ষ্য ■ দলীয় কাজ : প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেটের উপর ভিত্তি করে একটি করে SMART লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের SWOT বিশ্লেষণ করা
পদ্ধতি	দলীয় কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ, মার্কার, ব্রাউন পেপার, মাল্টি-মিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে জরুরি সংকটের সাড়াদানের উপর ভিত্তি করে, ওয়াশ প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা /প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	১০ মিনিট
ধাপ-৩	দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষক এই ধাপে SWOT বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল ও জরুরি সংকটকালীন সময়ে ওয়াশ প্রোগ্রামের SWOT বিশ্লেষণ করবেন ।	১৫ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে SMART লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১০ মিনিট
ধাপ-৫	দলীয় কাজ : প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি করে SMART লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের SWOT বিশ্লেষণ পরিচালনা করবেন ।	২০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৬.১: জরুরি সংকটের সাড়াদানের উপর ভিত্তি করে WASH প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা

ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (WASH) কার্যক্রমের (ইন্টারভেনসন) লক্ষ্য হল নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্যের অর্জিত ফলাফলকে উন্নত করা, পাশাপাশি অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরো ভালোভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের প্রচার করা ।

ওয়াশ অর্গানাইজেশন: যে বিভাগ/সংস্থা/সত্তা/প্রতিষ্ঠান - WASH কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, স্বাস্থ্যের উন্নতি, দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক জরুরি পরিস্থিতি এবং প্রাদুর্ভাবে সাড়া দেয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে । জরুরি সংকটের সাড়াদানের উপর ভিত্তি করে, WASH প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষকরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবদান এ ক্ষেত্রে অগ্রগন্য । বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ওয়াশ সংস্থা সমূহের মূল নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান ।

উপকরণ নং ৬.২: স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

স্টেকহোল্ডার: যে সকল জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান কোনো কাজ বা প্রকল্পের উপকারভোগী বা ব্যবহারকারী অথবা কোনো না কোনোভাবে ঐ কাজের বা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে তারাই স্টেকহোল্ডার ।

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ: স্টেকহোল্ডারদের শনাক্ত করা, তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া হলো স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ । স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো খেয়াল রাখতে হবে:

- প্রকল্পের সকল পৃষ্ঠপোষক/অর্থনৈতিক সাহায্যদাতা ও প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত করা হয়েছে কি না?
- প্রকল্পের স্বার্থ রয়েছে এমন পিছিয়ে পড়া অথবা অবহেলিত জনগোষ্ঠীগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের 'ক্ষমতা' এবং 'আগ্রহ' এর ধরণ ।

স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা-আগ্রহ তালিকা: সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কোন পর্যায়ে কেন সম্পৃক্ত করতে হবে তা ক্ষমতা-আগ্রহ তালিকা থেকে জানা যায় । এই তালিকা স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণে একটি কার্যকরী পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

ক্ষমতা কম-আগ্রহ কম	এ সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণের অথবা অধিক সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা খুবই কম এবং এক্ষেত্রে এদেরকে যথাযথ তথ্য জানানো প্রয়োজন ।
ক্ষমতা বেশি-আগ্রহ কম	এ সকল স্টেকহোল্ডার বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে, অতএব তাদেরকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সর্বদা অবহিত করা প্রয়োজন এবং কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব অথবা ঝুঁকি এড়াতে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ।
ক্ষমতা কম-আগ্রহ বেশি	এই শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পূরণ করতে এবং তাদের অংশগ্রহণকে অধিক ফলপ্রসু করতে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ।
ক্ষমতা বেশি-আগ্রহ বেশি	এই শ্রেণির স্টেকহোল্ডারদের সমর্থন নিশ্চিত করতে প্রকল্পে এদের অধিক সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন ।

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন উদ্যোগের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি তা সমস্যার বাস্তব সমাধান নিয়ে আসতে পারে। স্টেকহোল্ডাররা WASH পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যের সর্বাধিক মূল্যবান উৎস। বর্তমান পরিস্থিতিতে গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আগ্রহ সম্পর্কে জানতে কর্তৃপক্ষের স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংলাপ বা মতবিনিময়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রারম্ভেই স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে।

WASH স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব:

- যা করা হয় এবং করা হয় না তার জন্য ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং দায়িত্ব নিয়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস গড়ে তোলা।
- ডিজাইন ও বাস্তবায়নের আগে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরামর্শের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।
- পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের প্রয়োজন নির্ণয় করা এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করা যাতে তাদের ওয়াশ সম্পর্কিত অধিকার উপলব্ধি করতে পারে।
- জনগোষ্ঠীর সাথে একটি চলমান সংলাপ নিশ্চিত করা এবং কর্মসূচিকে সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং সাড়াদান/অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- জনগোষ্ঠীর WASH সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করার সুযোগগুলো চিহ্নিত করা, যাতে কর্মসূচিতে সর্বাধিক কভারেজ প্রদান করা যায়।
- ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদেরকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শিখানো।

উপকরণ নং ৬.৩: SWOT বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল ও জরুরি সংকটের সাড়াদানের SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ (বা সোয়াট ম্যাট্রিক্স) হলো একটি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা, যা একজন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা বা প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি শনাক্ত করতে সাহায্য করে। একে কখনও কখনও পরিস্থিতিগত মূল্যায়ন বা পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণও বলা হয়। SWOT বিশ্লেষণ পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য করে।

সোয়াট (SWOT) নামটি হচ্ছে চারটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত রূপ:

শক্তি (Strength): শক্তি হচ্ছে ব্যবসা বা প্রকল্পের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য যা একে অন্যদের তুলনায় একটি সুবিধা দেয়।

দুর্বলতা (Weakness): দুর্বলতা হচ্ছে এমন বৈশিষ্ট্য যা ব্যবসা বা প্রকল্পকে অন্যদের তুলনায় একটি অসুবিধার মধ্যে রাখে।

সুযোগ/সম্ভাবনা (Opportunity): সুযোগ বা সম্ভাবনা হচ্ছে ব্যবসা বা প্রকল্প পরিবেশের উপাদান যা ব্যবসা বা প্রকল্প তার সুবিধার কাজে লাগাতে পারে।

হুমকি/প্রতিবন্ধকতা (Threat): এমন কোনো উপাদান যা ব্যবসা বা প্রকল্পের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

SWOT বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া:

SWOT বিশ্লেষণ নমুনা তৈরি করার একাধিক উপায় আছে। মূল্যায়নের ফলাফলগুলো একটি ম্যাট্রিক্স আকারে, বা অনুচ্ছেদ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। আপনি যে পথ বেছে নিন না কেন, উপাদান অনুযায়ী যে বিষয়গুলো বিবেচনাতে রাখতে হবে তা নিম্নরূপ:

শক্তিশালী দিক (Strength)	■ আপনার প্রতিষ্ঠান কি ভাল কাজ করে? ■ আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন প্রোগ্রাম এবং কার্যকলাপগুলো সম্পর্কে ভোক্তা/ উপকারভোগীদের মূল্যায়ন ভাল? ■ আপনার ব্র্যান্ডের সবচেয়ে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য কি? ■ কোন দিক দিয়ে আপনি আপনার প্রতিযোগীদের থেকে উৎকৃষ্ট? ■ দাতাগোষ্ঠী/স্পনসর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কী অধিক পছন্দ করে? ■ কারিগরী অভিজ্ঞতা ■ ক্রেতার সাথে ভাল যোগাযোগ ■ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ■ বিতরণ পদ্ধতি ■ পণ্যের মান উন্নয়ন
দুর্বলতা (Weakness)	■ কাঁচামালের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব ■ অপ্রচলিত প্রযুক্তি ■ অদক্ষ ব্যবস্থাপক/ মালিক ■ চলতি মূলধনের অভাব ■ প্রচারের অভাব ■ পণ্যের কম স্থায়ীত্ব ■ পণ্যের খারাপ ডিজাইন ■ পণ্যের উচ্চ মূল্য ■ কাঁচামালের উচ্চমূল্য ■ সুবিধাভোগী এবং দাতারা কি সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করেছেন? ■ আপনার জ্ঞান এবং সম্পদের অভাব কোথায়? ■ আপনি কি মনে করেন যে আপনি যথেষ্ট লোকেদের কাছে পৌঁছাচ্ছেন এবং নতুন দাতা খুঁজে পাচ্ছেন? ■ আপনার দাতারা কি প্রায়ই কোন আপডেট না বা অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে অভিযোগ করেন? ■ আপনি কি কখনও পিয়ার-টু-পিয়ার তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগের সাথে সাফল্য পেয়েছেন?
সুযোগ (Opportunities)	■ কম এবং দুর্বল প্রতিযোগী ■ চাহিদা বৃদ্ধি ■ সমজাতের পণ্য মুনাফা করছে ■ কারিগরী সহায়তার সহজপ্রাপ্যতা ■ ঋণের সুদের হার কম ■ বাজারে এ রকম পণ্য নেই ■ স্থানীয় বাজারে পণ্যের অভাব ■ সহায়ক সরকারী নীতি ■ সহায়ক সরকারী কর্মসূচী

হুমকি/প্রতিবন্ধকতা (Threats)	■ কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্বল্পতা ■ সরকারী আমলাতন্ত্র ■ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ■ অসাধুতা এবং দুর্নীতি ■ সরকারী আইনের পরিবর্তন ■ খুব বেশী প্রতিযোগীতা ■ দক্ষ শ্রমের অভাব ■ দুর্বল অবকাঠামো

SWOT বিশ্লেষণে সম্পদভিত্তিক বিবেচ্য বিষয়:

আর্থিক বিষয়	■ মালিকের মূলধন ■ নগদ অর্থের প্রবাহ ■ অতিরিক্ত সম্পদের উৎস ■ বিনিয়োগ প্রয়োজন ■ মুনাফা ■ ঝুঁকি
ভৌত সম্পদ	■ কারখানা এবং যন্ত্রপাতি ■ প্রযুক্তি ■ অবস্থান ■ পরিবহন সুবিধা ■ অবকাঠামো এবং উপযোগ ■ শিল্প সংক্রান্ত জমি
ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান	■ ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা ■ করিগরী জ্ঞান ■ বয়স/ অভিজ্ঞতা ■ দক্ষতার প্রাপ্যতা ■ প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ■ যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ■ বিক্রয় দক্ষতা
বাজার	■ লক্ষ্য বাজারের রূপরেখা ■ চাহিদা এবং সরবরাহ ■ প্রতিযোগীর বিপণন কৌশল ■ বাজার অংশ ■ পণ্যের বৈশিষ্ট্য/ মান ■ ব্যাপকতা/ চুক্তিকরণ/স্থবির ■ পণ্যের জন্য উপযুক্ত বাজার

ব্যবস্থাপনা তথ্য	■ প্রয়োজনীয় তথ্য কি পর্যাপ্ত? ■ সময়মত সিদ্ধান্তগ্রহণে এবং সংশোধনী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এটি কি পর্যাপ্ত?
কাঁচামালের সরবরাহ	■ পরিমাণ, গুণগতমান এবং মূল্য বিবেচনায় উৎসমূহ কি পর্যাপ্ত? ■ নতুন উপকরণ কি পাওয়া যাবে যা কোম্পানীতে ব্যবহৃত হবে?
সামাজিক পরিবেশ	■ কিভাবে ছোট ব্যবসা বাজারের সাথে টিকে থাকছে এবং কিভাবে জনগণ এটি গ্রহণ করেছে? ■ সমাজে কোন ব্যবসার জন্য কি কোন নির্দিষ্ট কুসংস্কার, পছন্দ অথবা অপছন্দ রয়েছে?
উৎপাদন প্রক্রিয়া	■ পণ্যটি কি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হবে? ■ এটি কি একটি চলমান কার্যক্রম? ■ এটা কি পণ্য বা প্রযুক্তি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে?

একটি SWOT বিশ্লেষণের নমুনা টেমপ্লেট:

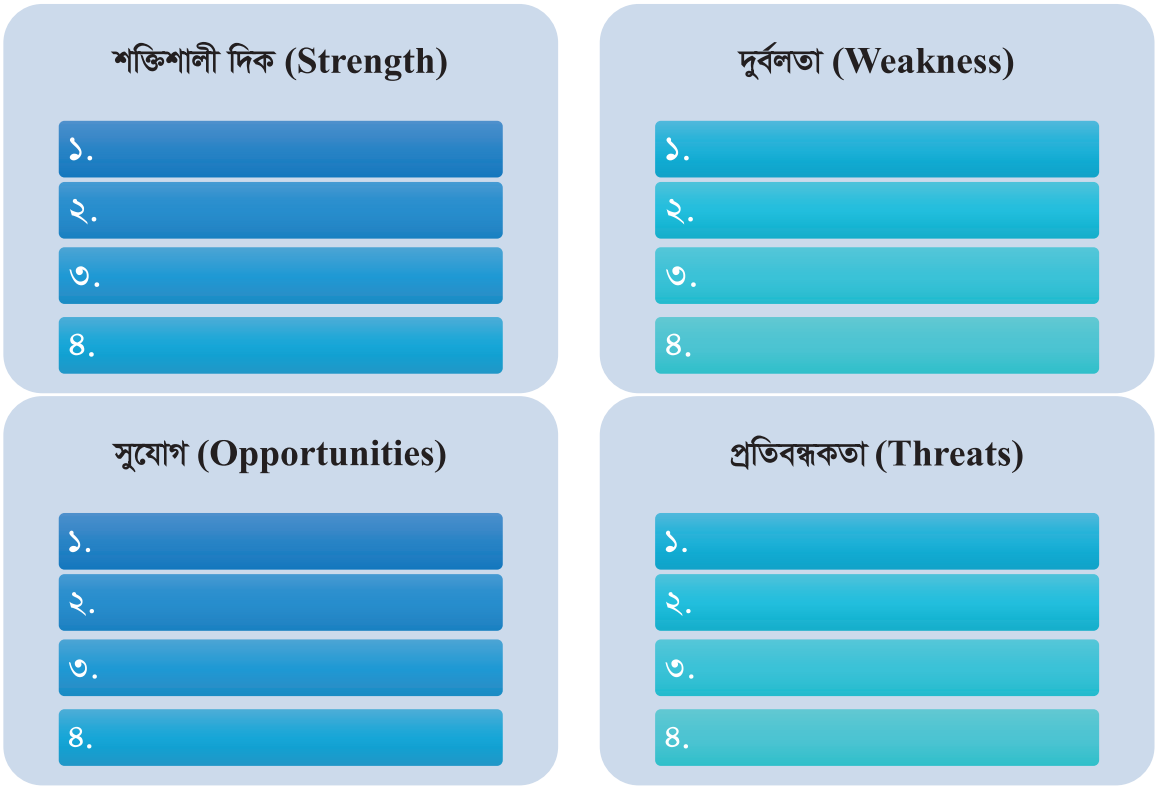

চিত্র ১৮: একটি SWOT বিশ্লেষণ নমুনা টেমপ্লেট

উপকরণ নং ৬.৪: SMART (নির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী) অনুযায়ী কার্যকর পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ

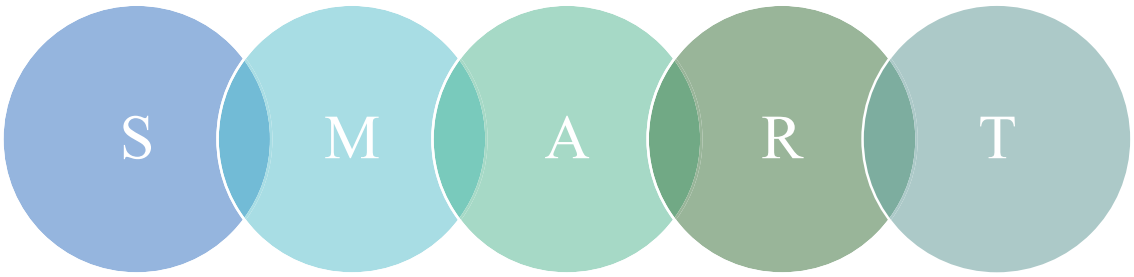

Specific (সুনির্দিষ্ট) Measurable (পরিমাপযোগ্য) Attainable (অর্জনযোগ্য) Realistic (বাস্তবসম্মত) Timely (সময়োপযোগী)

চিত্র ১৯: SMART (নির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী) লক্ষ্য

SMART হলো লক্ষ্য নির্ধারণের মানদণ্ডের একটি Acronym বা সংক্ষিপ্ত রূপ। যার মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জনে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে জর্জ টি ডোরান প্রথম এই ধারণাটি সামনে আনেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক রবার্ট এস রুবিন তার 'দ্য সোসাইটি ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি' নিবন্ধে SMART সম্পর্কে লিখেছেন। এই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে আলাদা অর্থ বহন করে। SMART সংক্ষিপ্ত রূপ। এর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই-

১. সুনির্দিষ্ট
২. পরিমাপযোগ্য
৩. অর্জনযোগ্য
৪. বাস্তবসম্মত
৫. সময়োপযোগী

উপাদান	বিস্তারিত
Specific (সুনির্দিষ্ট)	■ আপনি কি করবেন তা নির্ধারণ করুন ■ কে এটা করবে তা নির্ধারণ করুন ■ কোথায় এটা করবেন তা নির্ধারণ করুন
Measurable (পরিমাপযোগ্য)	■ আপনি যে লক্ষ্য ঠিক করবেন সেটা যেন অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ○ কতটুকু কাজ শেষ করবেন? ○ কতগুলো কাজ শেষ করবেন? ■ এটি সম্পন্ন হলো কিভাবে জানব?

উপাদান	বিস্তারিত
Attainable (অর্জনযোগ্য)	■ লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনার কাছে সময়, জনশক্তি, সংস্থান এবং কর্তৃত্ব রয়েছে তা নিশ্চিত করুন ■ আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা তা বিবেচনা করুন
Realistic (বাস্তবসম্মত)	■ আপনার আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যটি কতটা বাস্তবসম্মত? ■ এটি কি সার্থক বলে মনে হচ্ছে? ■ এটা কি সঠিক সময়? ■ এটি কি আমাদের অন্যান্য প্রচেষ্টা / প্রয়োজনের সাথে মেলে? ■ এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমি কি সঠিক ব্যক্তি? ■ এটি কি বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রযোজ্য?
Timely (সময়োপযোগী)	■ উদ্দেশ্য কখন সম্পূর্ণ হবে তা উল্লেখ করুন ■ দীর্ঘ পরিসরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন

দলীয় কাজ

প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক গ্রুপকে ফ্লিপচার্ট, মার্কার এবং SWOT টেমপ্লেট সরবরাহ করুন। প্রত্যেক গ্রুপ তাদের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি করে SMART লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানের SWOT বিশ্লেষণ করবেন ।

অধিবেশন ০৭

কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব

অধিবেশন ০৭

কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ: ■ সুশাসন কী তা জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন ■ কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করতে পারবেন - যেখান থেকে অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এটি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবেন ।
আলোচ্য বিষয়	■ সুশাসন ও সুশাসনের বৈশিষ্ট্য ■ জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় ■ সুশাসন এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব ■ সুশাসন অর্জনে কমিউনিটি সম্পৃক্ততার গুরুত্ব
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	১০ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে সুশাসন ও সুশাসনের বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন ।	৪০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে সুশাসনের প্রভাব এবং কীভাবে জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন ।	১০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৭.১: সুশাসন ও সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

সুশাসন:

সুশাসন হলো যৌক্তিক এবং দক্ষভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করা। সুশাসন, আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারের দক্ষতা ও সাড়াদানের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সুশাসন প্রক্রিয়া। ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতার ফলে ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সুশাসনের ধারণাটি উদ্ভব হয়। সুশাসন একটি অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা। তাই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।

আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে ADB এবং ১৯৯৮ সালে IDA সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বব্যাংক সুশাসনকে উন্নয়নের এজেন্ডাভুক্ত করে। এতে সরকার ও জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় ও উভয়েই লাভবান হয় বলে সুশাসনকে সরকার ও জনগণের 'Win Win Game' বলা হয়।

আইএমএফ এর মতে, দেশের উন্নয়নে প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক। জাতিসংঘের মতে, সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন। UNDP এর মতে, সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। ম্যাককরনির মতে, সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগনের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।

সুশাসনের উপাদানঃ সুশাসনকে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। UNHCR এর মতে, কোন দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে ৫টি উপাদানের সমন্বয়ের প্রয়োজন।

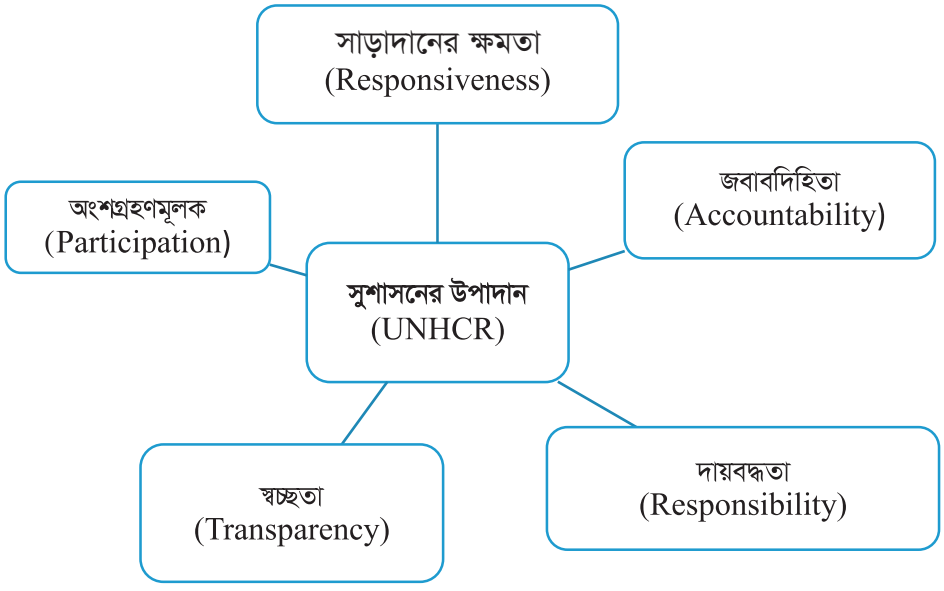

চিত্র ২০: UNHCR চিহ্নিত সুশাসনের উপাদান

বিশ্ব ব্যাংক চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান ৮ টি ।

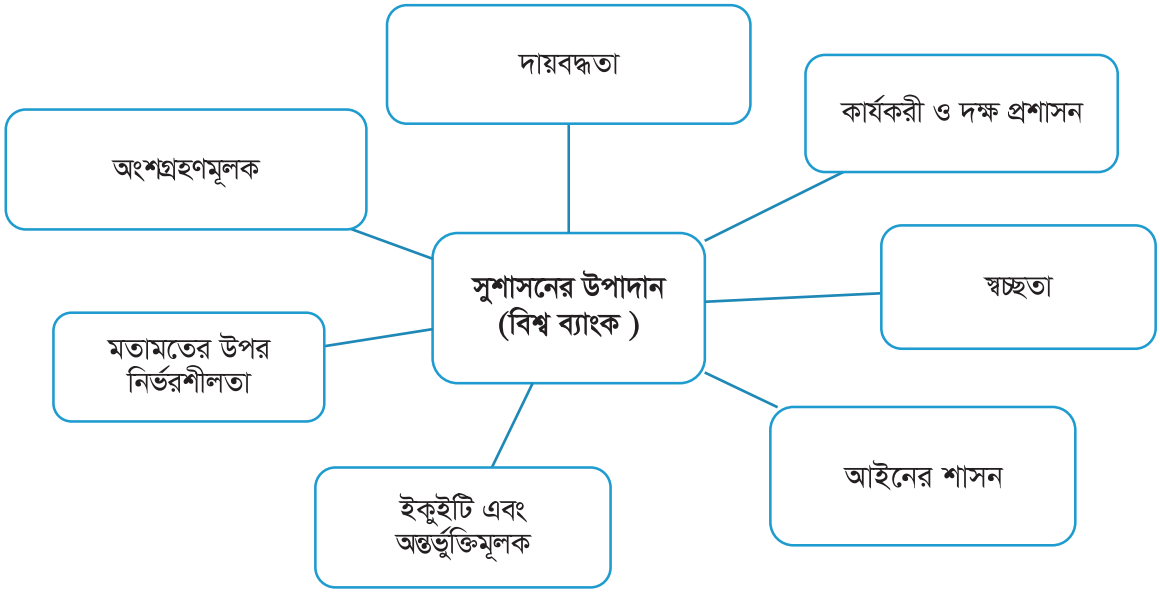

চিত্র ২১: বিশ্ব ব্যাংক চিহ্নিত সুশাসনের উপাদান

সুশাসন ও বাংলাদেশের সংবিধানঃ

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কল্যানমূখী । আর রাষ্ট্রকে কল্যাণমূখী করতে সুশাসন বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই । সুশাসন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সংবিধানে বেশকিছু অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে ।

অনুচ্ছেদ ১১ঃ
এখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । যেহেতু গণতন্ত্র হল সুশাসনের প্রাণ । তাই বলা যায়, এই অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে ।

অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ঃ
এই দুই অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা (৫৯ অনুচ্ছেদ) ও এর ক্ষমতা (৬০ অনুচ্ছেদ) সম্পর্কে বলা হয়েছে । যেহেতু গণতন্ত্র মানেই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এনং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে । তাই বলা যায় এই দুই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুশাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে ।

এছাড়া সংবিধানে তৃতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এবং অষ্টম ভাগে (অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২) সরকারি অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বিধান যুক্ত করা হয়েছে । সুতরাং বলা যায়, দেশে সুশাসন বাস্তবায়নের সকল প্রকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional guarantee) আমাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে ।

সুশাসন ও উন্নয়ন :

সুশাসন দেশে আইনের শাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে । ফলে-

- অর্থনৈতিক অনুকূল পরিবেশ পেয়ে লোকাল মার্কেট শক্তিশালী হয় - যা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে ।
- আইনের শাসন মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাই বলা যায় সুশাসন মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে ।

- সুশাসন বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয় এবং ফলশ্রুতিতে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
- সুশাসনের ফলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ায় বহির্বিশ্বে দেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়।
- সুশাসন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান ঘটিয়ে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার অবসান ঘটায়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয় - যা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
- এছাড়া সুশাসন দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

উপকরণ নং ৭.২: কিভাবে জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়?

সুশাসন সার্বিক উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে এই প্রক্রিয়াগুলো যেভাবে কাজ করে তার উন্নতি নিশ্চিত করে, যার মধ্যে রয়েছে:

- **প্রচারণা এবং যোগাযোগ** - পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা উন্নত ও বর্ধিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা এবং কার্যকর যোগাযোগ প্রয়োজন যাতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন এবং সম্প্রদায়কে সঠিক তথ্য প্রদান করে তাদের চাহিদা প্রকাশ, অংশীদারিত্ব এবং ঐক্যবদ্ধতা নিশ্চিন্ত করা যায়।
- **অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কাঠামো** - যেখানে সমস্ত স্টেকহোল্ডার অবকাঠামো, বাজেট, পরিষেবার স্তর এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ পরিষেবা প্রদানের বিকল্প পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সমান ভূমিকা রাখতে পারে এবং যেখানে প্রতিটি স্টেকহোল্ডারকে মতামত প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়।
- **সম্পদ এবং তথ্য একত্রিত, সংরক্ষণ এবং শেয়ার** - স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সমস্যা সমাধান, পরিকল্পনা এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের কাজ করার ক্ষমতা উন্নত করার জন্য বিদ্যমান সম্পদ এবং তথ্য একত্রিত, সংরক্ষণ এবং শেয়ার করা।
- **স্বচ্ছ, লিঙ্গ সংবেদনশীল, এবং ন্যায়সঙ্গত** পরিষেবাতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- **পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা**, যাতে বিশেষ পরিষেবা প্রদানকারীদের (যেমনঃ সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা) বিশেষজ্ঞ/প্রযুক্তিগত দক্ষতা, স্থানীয় সরবরাহ চেইন সিস্টেমে অভিগম্যতা থাকে এবং প্রত্যেকে আইন এবং প্রবিধানগুলো বোঝে এবং মেনে চলে।
- **দায়বদ্ধতা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের** জন্য সিস্টেম এবং পদ্ধতি, পরিষেবার গুণমান সম্পর্কে তথ্য এবং পরিষেবাগুলোর ফলো-আপ ব্যবস্থা নেওয়া।

উপকরণ নং ৭.৩: পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থায় সুশাসনের গুরুত্ব

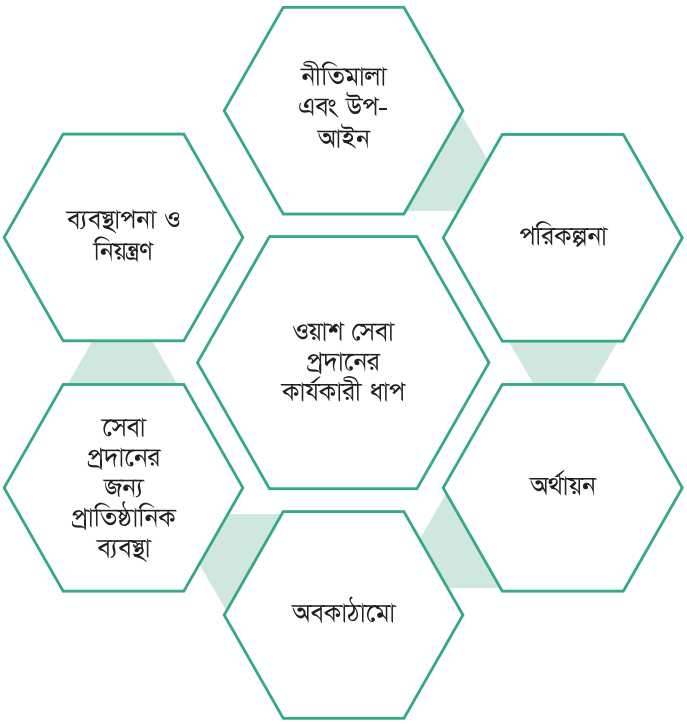

চিত্র ২২: ওয়াশ সেবা প্রদানের কার্যকারী ধাপসমূহ

সুশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ওয়াশ পরিষেবার সামগ্রিক বিধানে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ একটি পরিষেবা প্রদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে- নীতি থেকে পরিকল্পনা, অর্থায়ন থেকে বাস্তবায়ন, পরিষেবার বিধান থেকে নিয়ন্ত্রণ; সুশাসন ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং সম্পর্ক প্রয়োগ করা।

নীতিমালা এবং উপ-আইন:

- পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবার বিধানের জন্য একটি জাতীয় নীতি এবং আইন প্রয়োজন। এই নীতি এবং উপ-আইনগুলো ওয়াশ পরিষেবাগুলোর বিধানের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করে।
- উপ-আইন পরিষেবা নিয়ন্ত্রন করার কাঠামো প্রদান করে। উপ-আইন পরিষেবার মান, সরবরাহের প্রযুক্তিগত শর্তাবলী, কীভাবে শুল্ক নির্ধারণ এবং কাঠামোবদ্ধ করা হয়, পরিষেবাগুলোর জন্য অর্থ প্রদান এবং সংগ্রহ, যে শর্তগুলোর অধীনে পরিষেবাগুলো বন্ধ করা হবে (উদাহরণস্বরূপ যদি কোনও গ্রাহক অর্থ প্রদান না করে), কীভাবে পরিষেবাগুলো ইনস্টল, চালিত, সুরক্ষিত এবং পরিদর্শন করা হবে এবং অবৈধ সংযোগ এবং পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করে।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় সরকারের মধ্যে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এবং যারা স্থানীয় সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে সংযোগকারী, তারা উপ-আইন পর্যালোচনা করে এবং নিশ্চিত করে যে ইক্যুইটি এবং মানবাধিকার ভিত্তিতে আইন ও পরিষেবার মান সবার জন্য সমান।

পরিকল্পনা

ওয়াশ পরিষেবাগুলোর জন্য পরিকল্পনাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

- ভোক্তাদের সংখ্যা, তারা কোথায় অবস্থিত এবং তাদের ওয়াশের প্রয়োজনীয়তা কী

- বিশেষ করে শনাক্ত করুন এবং অগ্রাধিকার দিন যাদের পর্যাপ্ত ওয়াশ পরিষেবায় বর্তমানে অ্যাক্সেস নেই
- বিদ্যমান ওয়াশ পরিষেবা, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং বর্তমান সহপরিষেবা প্রদানকারী
- ওয়াশ পরিষেবাগুলোর আনুমানিক মূলধন এবং অপারেটিং খরচ
- নতুন স্যানিটেশন অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলোর জন্য লক্ষ্য (সময়সীমা)
- নতুন অবকাঠামো এবং অপারেশনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা (শুল্ক সহ কাঠামো)
- বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের অবকাঠামোর জন্য অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সীমা এবং পদক্ষেপ (প্রকল্পের তালিকা সহ)
- পরিষেবাগুলো পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা
- ভোক্তাদের সমস্যা এবং পরিষেবা প্রদানকারীর উপর কাজ করার জন্য মতামত প্রদানের ব্যবস্থা ।

অর্থায়ন

- সকলের পরিষেবার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে স্যানিটেশন অবকাঠামোতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা দরকার ।
- অবকাঠামোতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত আয় নিশ্চিত করার জন্য মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে স্থানীয় সরকারকে উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা ডিজাইন করতে হবে ।
- আর্থিক পরিকল্পনায় সম্পদের (অবকাঠামো) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন তহবিল বরাদ্দ করা উচিত যাতে প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন বা প্রসারিত করা যেতে পারে ।
- পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবাগুলোর টেকসইতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

অবকাঠামো

চিত্র ২৩: টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প চক্র জুড়ে সুশাসনের গুণাবলি নিশ্চিত করা

সেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- একটি দেশের নীতি এবং আইনী কাঠামোর উপর নির্ভর করে পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবাগুলো বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা সরবরাহ করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার, সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা, বড় বা ছোট বেসরকারী সংস্থা, ইউটিলিটি, ওয়াটার বোর্ড, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, এনজিও, বা এইগুলোর সংমিশ্রণ। যে সত্তা পরিষেবা প্রদান করে তাকে সাধারণত পরিষেবা প্রদানকারী বলা হয়।
- ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাহায্য দরকার, বিশেষ করে যেখানে তাদের দক্ষ, কার্যকর এবং টেকসই পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।
- কোন সত্তা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ওয়াশ পরিষেবা প্রদান করবে তা নির্ধারণ করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি। পরিষেবা প্রদানের জন্য এলাকার অবস্থান এবং আকার, ভোক্তাদের সংখ্যা, প্রযুক্তির ধরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থা, পরিষেবা প্রদানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীর নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে।

ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

- ভাল কর্মক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য, স্থানীয় পরিষেবাগুলো একটি স্পষ্ট ম্যান্ডেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা উচিত, যা স্থানীয় বিধিমালা মেনে চলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- যেহেতু ওয়াশ পরিষেবাগুলো ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্থানীয় সরকার পরিষেবাগুলোর কার্যকর সরবরাহের জন্য সম্প্রদায়ের কাছে দায়বদ্ধ। স্থানীয় সরকার উপ-আইনের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এবং পরিষেবার গুণমান, পরিমাণ এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের জন্য দায়ী। এই উপ-আইনগুলো পরিষেবা প্রদানকারী এবং ভোক্তা/গ্রাহকদের সাধারণ অধিকার, কর্তব্য এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে।
- পরিষেবা প্রদানকারীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে, কর্মক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য মূল কর্মক্ষমতা সূচক সেট করা প্রয়োজন। একটি ভাল মনিটরিং এবং প্রবিধানের বিরুদ্ধে মান নিরীক্ষণের জন্য রিপোর্টিং সিস্টেমের প্রয়োজন যাতে যে সম্প্রদায় পরিষেবাগুলো গ্রহণ করছে তাতে সন্তুষ্ট কিনা পরিমাপ করা যায়। এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যাগুলোকে মূলধারায় আনা নিশ্চিত করবে যে নারী এবং পুরুষ উভয় সমানভাবে মতামত প্রদান করছে।

উপকরণ নং ৭.৪: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি

পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগগুলো মূলত প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ। স্বাস্থ্যবিধি প্রচার যা আচরণ, কমিউনিটি ব্যস্ততা, এবং রোগের ঝুঁকি কমানোর পদক্ষেপগুলোকে সমর্থন করে এবং একটি সফল ওয়াশ সাড়াদান কর্মসূচির জন্য মৌলিক।

একটি স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের পদ্ধতি যত বেশি প্রাসঙ্গিক, প্রায়োগিক এবং তথ্যনির্ভর হবে তা তত বেশি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঝুঁকি - এবং ঝুঁকির ধরণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্নভিন্ন হয়। মানুষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, মোকাবিলা কৌশল এবং সাংস্কৃতিক এবং আচরণগত নিয়ম রয়েছে। কার্যকর স্বাস্থ্যবিধি প্রচার নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

- ক্যাম্পের জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অবদান নিশ্চিত করা
- দ্বিমুখী যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং ঝুঁকি, অগ্রাধিকার এবং সেবার প্রদানের ধরণ নির্ণয় করা এবং
- WASH সুবিধা, সেবা এবং উপকণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল কার্যক্রম

- জনস্বাস্থ্যের প্রধান ঝুঁকি এবং বর্তমান স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং এই ঝুঁকিগুলো দূর করতে অবদান রাখা। একটি কমিউনিটির প্রোফাইল তৈরি করার মাধ্যমে ঐ কমিউনিটির ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওয়াশ-সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলোর দুর্বল দিক তুলে ধরা এবং কেন এই অবস্থা তার কারণ জানার চেষ্টা করা। ইতিবাচক আচরণ এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করা
- ক্যাম্পের জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনা করা এবং ব্যাপক WASH সাড়াদান কার্যক্রম চালু রাখা। গণমাধ্যম এবং ক্যাম্পের জনগোষ্ঠী উভয়কে ব্যবহার করে একটি যোগাযোগ কৌশল তৈরি করা। প্রভাবশালী ব্যক্তি, কমিউনিটি গ্রুপ এবং আউটরিচ কর্মীদের চিহ্নিত করা এবং একাজে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম উন্নত করতে এবং খাপ খাইয়ে নিতে কমিউনিটির মতামত গ্রহণ করা এবং স্বাস্থ্য নজরদারি ডেটা ব্যবহার করা।

অধিবেশন ০৮

সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর যোগাযোগ এবং কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব

অধিবেশন ০৮

সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর যোগাযোগ এবং কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:** ■ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের গুরুত্ব এবং ■ কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য 7C এর ব্যবহার সর্ম্পকে জানতে পারবেন
আলোচ্য বিষয়	■ যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের উপর মৌলিক ধারণা ■ যোগাযোগ ও যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যম ■ যোগাযোগের গুরুত্ব ■ যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C এর ব্যবহারের এর গুরুত্ব ■ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা, কৌশল ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজ করার দক্ষতা ■ টমাস কিলম্যান কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট মডেল ■ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সমঝোতা কৌশল ■ কর্ম পরিকল্পনা
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	■ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	১০ মিনিট
ধাপ-২	**প্রশিক্ষক এই ধাপে আলোচনা করবেন:** ■ যোগাযোগ কি ও যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যম ■ যোগাযোগের গুরুত্ব যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C এর ব্যবহারের এর গুরুত্ব ■ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা, কৌশল ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজ করার দক্ষতা ■ টমাস কিলম্যান কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট মডেল ■ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সমঝোতা কৌশল	৩০ মিনিট
ধাপ-৩	■ প্রশিক্ষক এই ধাপে কর্ম পরিকল্পনা কি এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন এবং অংশগ্রহণকারীরা এককভাবে একটি অ্যাসাইনমেন্টের কর্ম পরিকল্পনা করবেন ।	৩৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৮.১: যোগাযোগ, যোগাযোগের মাধ্যম ও যোগাযোগের গুরুত্ব

যোগাযোগ কি?

যোগাযোগ হল তথ্য প্রেরণ এবং গ্রহণ করার একটি প্রক্রিয়া। এটি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে হতে পারে এবং মুখোমুখি বা বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে হতে পারে। যোগাযোগের জন্য একজন প্রেরক প্রয়োজন -যে ব্যক্তি যোগাযোগ শুরু করে। প্রেরককে তার চিন্তাভাবনা স্থানান্তর করতে একটি বার্তা লিখতে হয়। এই বার্তাটি গ্রহিতার (রিসিভারের) কাছে পাঠানো হয় - যিনি বার্তাটি গ্রহণ করেন। কার্যকর যোগাযোগের জন্য ভাষা এবং সাধারণ ধারণা আদান প্রদান ও বোঝাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে।

চিত্র ২৪: যোগাযোগ

যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যম: বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। এই সরঞ্জামগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- আন্তঃব্যক্তিগত যোগাযোগ
- FGD
- IEC সামগ্রী
- মেইল/ইমেল
- টেলিফোন
- টিভি
- রেডি
- সেল ফোন
- স্মার্টফোন
- ভিডিও এবং ওয়েব কনফারেন্সিং টুল
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং
- অনলাইন সহযোগিতা এবং উৎপাদনশীল প্লাটফর্ম ইত্যাদি।

চিত্র ২৫: যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যম

যোগাযোগের গুরুত্ব: কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া সম্ভবত জীবনের সমস্ত দক্ষতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটিই আমাদেরকে অন্য লোকেদের কাছে তথ্য প্রেরণ করতে এবং আমাদেরকে কী বলা হয়েছে তা বুঝতে সক্ষম করে। দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তত্ত্বাবধায়কে তার শাখা বা বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক কাজের জন্য তার কর্মচারীকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করেন। সঠিক যোগাযোগের ফলে তারা নির্দেশনার মর্ম বুঝতে পারে এবং কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করা সহজ হয়। ফলে পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং কর্মী কাজে সন্তুষ্টি লাভ করে - যা একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেভাবেই করা হোক না কেন, কার্যকর যোগাযোগ স্পষ্টভাবে অংশগ্রহণমূলক - একতরফা নয়।

উপকরণ নং ৮.২: যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C এর গুরুত্ব

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C এর ব্যবহারের গুরুত্ব: আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগের সাতটি নীতি মেনে চলেন। এর নীতিগুলোর উদ্দেশ্য হল যোগাযোগের সময় আপনি যা বলার চেষ্টা করছেন/শুনেছেন - তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করা। সাতটি C হল:

1. C-Correctness (সঠিকতা)
2. C-Completeness (পরিপূর্ণতা)
3. C-Consciseness (সংক্ষিপ্ত)
4. C-Clarity (স্পষ্টতা)
5. C-Creativeness (উদ্ভাবনী শক্তি)
6. C-Courtesy (সৌজন্যতা)
7. C-Consideration (বিবেচ্য বিষয়)

১। **পরিপূর্ণতা (Completeness):** আপনার কথা বা লেখা সবসময় পরিপূর্ণ হতে হবে। কথাটা যেন আপনার শ্রোতার সব রকমের জানার আগ্রহকে নিবারণ করতে সক্ষম হয়। কথা বলার বা লেখার সময় মাথায় রাখতে হবে যে আপনার কথার বা লেখার উপর ভিত্তি করেই শ্রোতা বা পাঠক তার প্রতিক্রিয়া দেখাবে। একটা পরিপূর্ণ লেখা বা কথায় আমরা যে ভালো দিকগুলো দেখতে পারি:

- পরিপূর্ণ যোগাযোগ একটা সংগঠন বা ব্যক্তির প্রফেশনালিজম বৃদ্ধি করে।
- এটা সময় এবং অর্থের অপচয় কমায়।
- এটা শ্রোতার বা পাঠকের মনে নতুন কোনো প্রশ্ন জাগায় না।
- এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

২। **সংক্ষিপ্ততা (Conciseness):** সংক্ষিপ্ততা মানে হচ্ছে, মূল কথাটাকে যতটা সম্ভব কম শব্দে বলা এবং তাতে যেন সুষ্ঠু যোগাযোগের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তা মেনে চলা। যোগাযোগের সময় একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে, শ্রোতা বা পাঠক ব্যস্ত। তাই প্রশস্তভাবে কথা বললে কিংবা লিখলে, কথার মূলভাব বোঝার জন্য তার অনেক সময় ব্যয় হবে এবং সে বিরক্ত হবে। লেখা বা কথা সংক্ষিপ্ত হলে এমনটা হয় না। এবং দ্বারা সময় অপচয় রোধ হয়।

৩। **বিবেচ্য বিষয় (Consideration):** যোগাযোগের সময় নিজেকে শ্রোতা বা পাঠকের স্থানে বসিয়ে দেখতে হবে। এখানে শ্রোতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। শ্রোতার বোধগম্যতার বাইরে যায় এমন কিছু যেমন বলা যাবে না, তেমনি শ্রোতা নিজেকে তুচ্ছ মনে করে বা তার বিশ্বাসে আঘাত হানে এমন কিছুও বলা যাবে না। কথা বলার সময় নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে যতটা সম্ভব ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

৪। স্পষ্টতা **(Clarity):** যোগাযোগের সময় একটা মূল কথাতেই জোর দিতে হবে। একসময় অনেকগুলো কথা বলতে গেলে শ্রোতা দ্বিধান্বিত হয়ে যায় এবং কোনো কথাই ঠিকমত বলা হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে তা শ্রোতার বুঝতে সুবিধা হয়।

৫। **নির্দিষ্টতা (Concreteness):** নির্দিষ্টতার অভাবে শ্রোতা বা পাঠকের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এটা তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগায়। আবার অনেক সময় শ্রোতা বা পাঠক নির্দিষ্টতা ছাড়া বার্তার ভুল ব্যাখ্যাও করে। ধরে নিন, একই নামে দু'টি ভবন রয়েছে। এখন, বার্তা প্রেরক একটা ভবনের কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু প্রাপক ভেবেছেন আরেকটা। এতে করে অনেক ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

৬। **ভদ্রতা (Courtesy):** বার্তা, যোগাযোগের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করলেও তা পেয়ে প্রাপক সন্তুষ্ট হবে না যদি না তা ভদ্র ভাষায় লেখা হয়। বার্তায় প্রাপককে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে প্রেরক আসলেই প্রাপকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। এর জন্য বার্তা বলতে কিংবা লিখতে হবে শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং বার্তাটা যেন কোনোভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক না হয়। এখানে সৌজন্যমূলক অনেক শব্দ থাকবে কিন্তু অবশ্যই তা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়।

৭। শুদ্ধতা**(Correctness):** শুদ্ধতা মানে হচ্ছে আপনার বার্তায় কোনোরকমের ব্যাকরণগত ভুল থাকবে না। আপনার লিখিত প্রতিটা বাক্য আপনাকে উপস্থাপন করে। আপনার বাক্যে ব্যাকরণগত ভুল থাকলে, আপনি যতই দক্ষ হোন না কেন, সেই বাক্যটি আপনাকে প্রাপকের সামনে দূর্বলভাবে উপস্থাপন করবে। যদি নিজের ব্যাকরণগত জ্ঞানের উপর ভরসা না থাকে, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে চেক করিয়ে নিন। একটা ব্যাকরণগত ভুল শুধু আপনারই নয় বরং আপনি যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্তা পাঠাচ্ছেন, তার মর্যাদাও কমিয়ে দেয়।

উপকরণ নং ৮.৩: প্রকল্পের অংশীদারদের ভূমিকা ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট

কেন দ্বন্দ্ব হয় ?

যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে মতের বা মনের অমিল হয়, স্বার্থের হানি ঘটে, ঝগড়া বিবাদ হয়, তখনই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় । দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- মতের অমিল হলে
- স্বার্থপরতা
- সামাজিক/পারিবারিক শত্রুতার কারণে
- ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোর মানসিকতা
- ক্ষমতার অপব্যবহার
- জবাবদিহিতার অভাব
- সহনশীলতার অভাব
- পারস্পরিক সম্মানবোধের অভাব
- অসম আচরণ (দায়িত্ব/সুবিধা)
- হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতার অভাব এবং
- সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে

টমাস কিলম্যান কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট মডেল:

১৯৭৪ সালে, কেনেথ ডব্লিউ. থমাস এবং রাল্ফ এইচ. কিলম্যান - কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব অধ্যয়ন করেন । সময়ের সাথে সাথে, তারা এমন একটি প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন যা দ্বন্দ্ব মোকাবিলাতে সহায়ক হবে । বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে, একজন ব্যক্তির আচরণকে দুটি মৌলিক মাত্রার সাথে বর্ণনা করেছেন:

(১) দৃঢ়তা, ব্যক্তি যখন তার নিজের মতামত বা স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং
(২) সহায়তা, ব্যক্তি যখন অন্যের মতামত বা স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় ।

চিত্র ২৬ টমাস কিলম্যান কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট মডেল

আচরণের এই দুটি মৌলিক মাত্রার উপর ভিত্তি করে দ্বন্দ্ব মোকাবিলার পাঁচটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করেছেন।

মডেলটি হচ্ছে ২ X ২ ম্যাট্রিক্স যার উপাদানগুলো হচ্ছে:

উচ্চ দৃঢ়তা এবং উচ্চ সহায়তা: সহযোগিতা
উচ্চ দৃঢ়তা এবং কম সহায়তা: প্রতিদ্বন্দ্বিতা
কম দৃঢ়তা এবং উচ্চ সহায়তা: সহজে মেনে নেওয়া
কম দৃঢ়তা এবং কম সহায়তা: এড়িয়ে যাওয়া

- **প্রতিদ্বন্দ্বিতা** হল জয়-পরাজয় পদ্ধতি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনি অন্য পক্ষের সাথে সহযোগিতা না করে আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কাজ করেন।

কখন এটি প্রয়োগ করবেন:
- যখন আপনাকে নিজের অধিকার বা নৈতিকতার জন্য দৃঢ় হতে হবে।
- যখন আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়।
- যখন আর কিছুই কাজ করছে না এবং আপনি আপনার শেষ অবলম্বনে পৌঁছেছেন ।

- **সহযোগিতা** হল জয়-জয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জড়িত সমস্ত পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করবে এমন একটি সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

কখন এটি প্রয়োগ করবেন:
- যখন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।
- যখন চূড়ান্ত সমাধান নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- যখন সমস্ত জড়িত ব্যক্তিদের স্বার্থ, চাহিদা এবং বিশ্বাস বিবেচনা করা প্রয়োজন।

- **সহজে মেনে নেওয়া:** যখন আপনি আপনার নিজের চাওয়া বা চাহিদাগুলোকে একপাশে রেখে অন্যদের উপর ফোকাস করেন। আপনি আপনার নিজের স্বার্থগুলোকে পিছনে ফেলে রেখে অন্য কারোর জন্য দ্বন্দ্ব মিটমাট করেন।

কখন এটি ব্যবহার করবেন:
- যখন আপনার মতামত সঠিক নয়।
- যখন আপনি সমস্যাটিকে ততটা গুরুত্ব দেন না।
- যখন আপনি চান কর্মক্ষেত্রটি শান্তিপূর্ণ হোক।
- যখন তর্ক করে লাভ নেই।

- **এড়িয়ে যাওয়া:** এড়ানো হচ্ছে পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা অর্থাৎ দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কোন একজন বা উভয়ই বিরোধ থেকে বের হয়ে আসতে চান।

কখন এটি ব্যবহার করবেন:
- যখন দ্বন্দ্ব অর্থহীন হয়।
- যখন আপনার দ্বন্দ্ব পরিচালনা করার সময় নেই।
- যখন আপনি নিশ্চিত নন যে, আপনি সমস্যাটি সম্পর্কে কেমন অনুভব করছেন।

- **সমঝোতা :** একটি আপোষমূলক দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা যা উভয় পক্ষকে আংশিকভাবে সন্তুষ্ট করার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের সাথে সমন্বয় করা হয়।

কার্যকর সমঝোতা কৌশল:

পূর্ব প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা	সমঝোতা চলাকালীন সময়	সভার সমাপ্তি
১) ভালোমত হোমওয়ার্ক করুন ২) সমঝোতা করার আগে প্রটোকল ও বিষয়াদী খুব ভালোমত জেনে বুঝে নিন। ৩) Win-Win সমাধান খুঁজে বের করুন। ৪) সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন কি অর্জন করতে পারবেন তা বিশ্লেষণ করুন ও মানসিক প্রস্তুতি রাখুন। কোন কোন বিষয় কোনমতেই ছাড় দেয়া সম্ভব না, তা সুনির্দিষ্ট করুন। এর মধ্য থেকে অন্তত একটা পয়েন্ট নির্দিষ্ট করুন, যা সৌজন্যতা সৃষ্টির জন্যে ছাড় দিতে পারেন। ৫) কয়েকটি যুক্তি বেছে নিন, যা আপনার অবস্থান তুলে ধরতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবে।	১) উভয় পক্ষের মতামত বা পয়েন্টগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। উভয় স্বার্থ রক্ষা হয়, এ ধরণের বিষয় চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। ২) সৌজন্যতা বজায় রেখে সমঝোতা করুন। আপনি যে একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে আন্তরিক, তা উভয় পক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। ৩) উভয় পক্ষের অবস্থান স্পষ্ট ও সুন্দর করে তুলে ধরুন। একে অপরের অবস্থান পরিপূর্ণভাবে বুঝুন। ৪) আপনি যে ইস্যু নিয়ে কথা বলতে গিয়েছেন, আলোচনা বা নেগোসিয়েশন তার সাথে সংগতিপূর্ণ করুন। অনেক সময় প্রসঙ্গ অন্যদিকে চলে যায় বা নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিলে বা পরিবেশ গুমোট বা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাস্যরস ব্যবহার করুন।	১) কোনো সিদ্ধান্তে পৌছালে তা পুনরায় তুলে ধরুন। অবশ্যই তা লিখিতভাবে রাখুন। ২) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে দু'পক্ষের করণীয় বা কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করুন। তাৎক্ষণিকভাবে কি বা কোন পদক্ষেপ নিতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো ঝামেলা দেখা দিলে তা কীভাবে দু'পক্ষ মিলে সমাধান করবেন তা সমঝোতায় আসুন। ৩) শেষ করার আগে নিশ্চিত হন যে, আপনার টিম মেম্বাররা সব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত। ৪) ফলাফল কী হলো সেটা নিয়ে আফসোস না করে, যা পেয়েছেন তাই নিয়ে সামনে আগানোর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিন। এক্ষেত্রে পরবর্তী আরেকটি বৈঠক করা যেতে পারে।

দলীয় কাজ

প্রকল্পের অংশীদারদের ভূমিকা:

- প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে প্রশ্ন করুন কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রকল্পের অংশীদারদের ভূমিকা কি হতে পারে?
- প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়া ধারণাগুলো বোর্ড/ ফ্লিপচার্ট/ পোস্টার পেপারে লিখুন।

উপকরণ নং ৮.৪: কর্ম পরিকল্পনা কি?

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কাজ কখন, কীভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে, এসব বিষয়ের পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে।

আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি, "একটি ভাল পরিকল্পনা হল মূল কাজের অর্ধেক"। আমাদের হাতে যখন প্রচুর কাজ থাকে এবং যখন প্রচণ্ড চাপে থাকি তখন আমরা একটি বিষয়ই চিন্তা করি আর তা হল কাজটি কিভাবে দ্রুত শেষ করা যায়। একটি সুন্দর পরিকল্পনার কথা আমাদের মাথায় আসে না কিংবা আমরা পরিকল্পনা করে সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি পরিকল্পনা করে না এগোন তাহলে আপনার সময় অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

পরিকল্পনা কেন করা হয়?

১। একটি ভাল পরিকল্পনা একটি মানচিত্রের মত। আমরা যদি দিক নির্দেশনা মেনে চলি তবে আমরা জানতে পারব আমরা কোথায় আছি? আমরা কতটুকু পথ অতিক্রম করেছি এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর কতটুকু পথ পাড়ি দিতে হবে।

২। পরিকল্পনা আমাদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে। এটি মূলত আমাদের বর্জনীয় কাজকে কর্তন করে শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর করাতে সক্ষম হয়। আমরা এর মাধ্যমে জানতে পারি আমাদের কোন কাজ রিপিটেশন হচ্ছে কি না। আমরা নিশ্চয় আমাদের দুজন কাস্টমারকে একই সময়ে মিটিং এর সময় দিবো না যদি না তাদের সাথে একই উদ্দেশ্য মিলিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

৩। কোন কাজ করার আগে পরিকল্পনা করলে আমাদের মস্তিকের চর্চা হয় এবং ভাল ভাল আইডিয়া জেনারেট হয়। পরিকল্পনার কারণে আমরা আমাদের কাজকে ভিন্ন মাত্রায় দেখার সুযোগ পাই।

৪। পরিকল্পনা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় কোন কাজটি করতে হবে? কিভাবে করতে হবে এবং এতে কত সময় লাগবে? এছাড়া কাজ সম্পন্ন করতে কাকে সম্পৃক্ত করতে হবে তাও পরিকল্পনার মাধ্যমে জানা যায়।

একটি কর্ম পরিকল্পনা একটি প্রকল্পের জন্য আনুষ্ঠানিক রাস্তার মানচিত্র উপস্থাপন করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে বিবৃত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়। একটি কার্যকরী পরিকল্পনা একটি পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। দক্ষ দলের সহযোগিতার মাধ্যমে কর্ম পরিকল্পনা হতে ফলাফল অর্জনে সক্ষম হওয়া যায়।

উপকরণ নং ৮.৫: কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ সমূহ

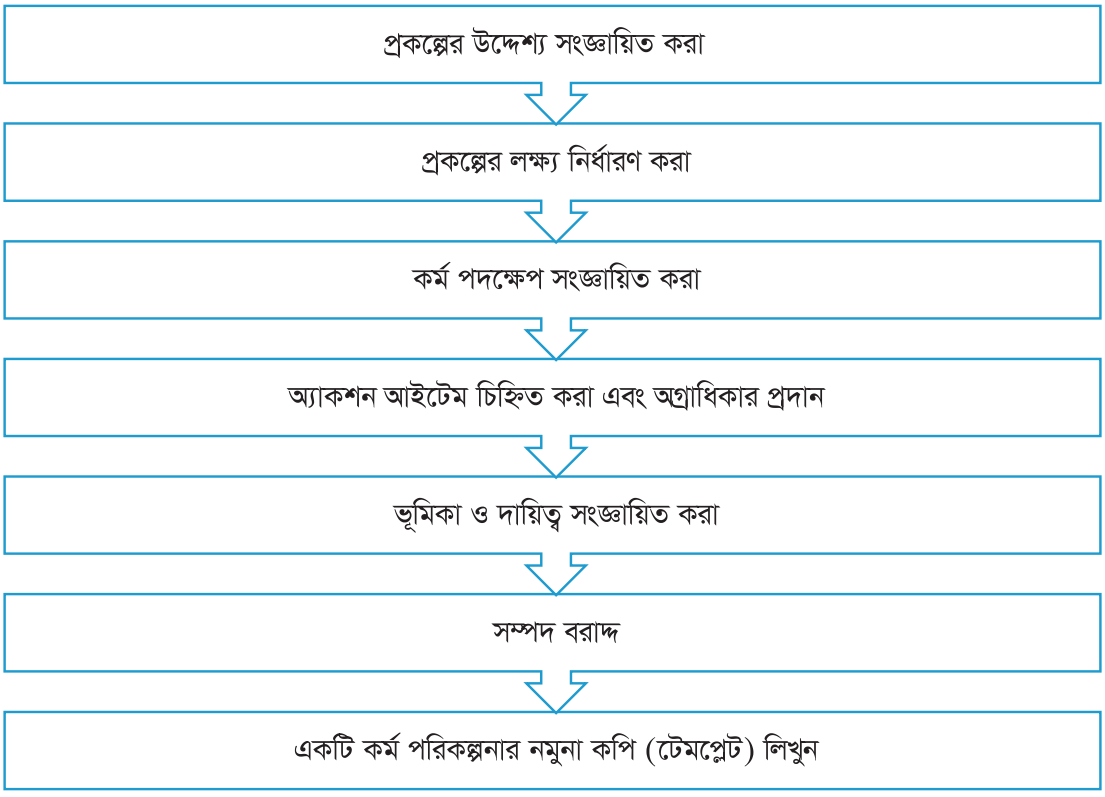

চিত্র ২৭ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ সমূহ

কর্ম পরিকল্পনা নমুনাঃ

গ্রুপ অনুযায়ী খসড়া কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপনা (ছক):

Action Plan Title						
Impact						
SMART Goal						
Activity	**Implementation Technique**	**Quantity**	**Time frame**	**Responsible person**	**Need Assessment Resource**	**Monitoring**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

অধিবেশন ০৯

প্রশিক্ষণের সমাপনী

অধিবেশন ০৯

প্রশিক্ষণের সমাপনী

উদ্দেশ্য	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং সমাপনী
আলোচ্য বিষয়	■ অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ প্রদান ■ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ■ প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা ■ ভবিষ্যতে আরো কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে সেটি নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও মতামত গ্রহণ
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রশ্নমালা ও প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	প্রশ্নমালা
সময়	৩০ মিনিট

আপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	গময়
ধাপ-১	■ অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তুও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	■ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই প্রশ্নমালা বিতরণ করবেন, কারও প্রশ্নমালা বুঝতে অসুবিধা হলে সেটি বুঝিয়ে দেবেন ও সেটি পূরণ করতে সহযোগিতা করবেন। ■ প্রশ্নমালা পূরণ শেষ হলে সেগুলো সংগ্রহ করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-৩	■ সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানাবেন এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। ■ প্রশিক্ষণের সার-সংক্ষেপ অতিথিদের সাথে আলোচনা করবেন। প্রশিক্ষক এই অংশটি সঞ্চালনা করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-৪	■ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হতে ২ জনকে (১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ) প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবেন। ■ অতিথিরা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবেন। ■ প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা অতিথিদের নিকট হতে প্রশিক্ষণ সনদ গ্রহণ করবেন। ■ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।	১০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ: প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই প্রশ্নমালা

প্রশিক্ষক নিজে নিম্নলিখিত দশটি প্রশ্নমালা তৈরি করবেন এবং ইহার সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই করবেন:

নং	প্রশ্নমালা	কতজন সম্মত	কতজন অসম্মত
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফরম

নির্দেশনা: অনুগ্রহ করে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়ের পাশের ঘরের যে কোন একটিতে টিক চিহ্ন (✓) দিন:)দিয়ে আপনার মূল্যায়ন প্রকাশ করুন ।

প্রশিক্ষণমূল্যায়নের বিষয় খুব ভাল		আপনার মূল্যায়ন		
		খুব ভাল	না ভাল না মন্দ	ভাল না
১	আপনার কাছে প্রশিক্ষণটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে?			
২	প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়গুলো জানা কতটুকু জরুরি ছিল?			
৩	আপনার কাছে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও বিষয় উপস্থাপন কেমন লেগেছে?			
৪	আপনার দৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ কতটুকু প্রাণবন্ত ও খোলামেলা ছিল?			
৫	আপনার দৃষ্টিতে প্রশিক্ষকদের জ্ঞান দক্ষতা কেমন মনে হয়েছে?			
৬	প্রশিক্ষণের সময়কাল কি যথেষ্ট বলে মনে হয়েছে?			
৭	সব মিলিয়ে প্রশিক্ষণটি কেমন হয়েছে?			

বিশেষ কোন মতামত বা মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন: .....

.....

তথ্যসূত্র

১. United Nation High Commissioner for Refugees, “UNHCR WASH Manual Practical Guidance for Refugee Settings”, 2019

২. জয়েন্ট রেসপন্স প্লান (২০২০-২১-২২)

৩. ওয়্যাল লাইফ সেন্টার (https://royallifecenters.com/the-spiritual-principles-of-recovery)

৪. রাইট-টু-এডুকেশন (https://www.right-to-education.org › monitoring)

৫. কর্পোরেট ফিনান্স ইনস্টিটিউট (https://corporatefinanceinstitute.com› knowledge›other)

৬. স্কুল অফ পলিটিকাল সাইন্স (https://schoolofpoliticalscience.com › what-is-good-gover)

প্রেজেন্টেশন স্লাইড

অধিবেশন ১

জরুরি রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এবং সংকট পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচি

ITN-BUET

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- জরুরি শরণার্থী সংকট ও সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা
- রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটে বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি ও সমন্বয় ব্যবস্থা
- ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (EMCRP) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)
- রোহিঙ্গা সংকট প্রশমনের জন্য জয়েন্ট রেসপন্স প্লান (জেআরপি) কি এবং জেআরপি ২০১৯, ২০২০, ২০২১ ও ২০২২-এর মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে পারবেন।

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- শরণার্থী কারা?
- জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক/রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি
- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমন্বয় ব্যবস্থা
- ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্পর্কে ধারণা
- জরুরি শরণার্থী সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা
- রোহিঙ্গাদের জন্য জয়েন্ট রেসপন্স প্লান
- জয়েন্ট রেসপন্স প্লান ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২-এর মৌলিক ধারণা

ITN-BUET

জরুরি শরণার্থী সংকট

জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের কনভেনশন অনুযায়ী শরণার্থী বা রিফিউজি হচ্ছে এমন কোন ব্যক্তি-

- যার ধর্ম, জাতি, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতামত বা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্য নিজ দেশে নির্যাতিত বা প্রাণনাশের শঙ্কা রয়েছে
- নিজ জন্মভূমি বা জাতীয়তার দেশ হতে বাস্তুচ্যুত
- নিপীড়ন বা প্রাণনাশের ভয়ে নিজ দেশে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক বা অপারগ

ITN-BUET

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সংঘটিত আক্রমণ বাংলাদেশে এ যাবত কালের বৃহত্তম ও দ্রুততম রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সূত্রপাত ঘটায়।

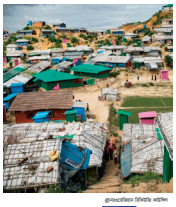

@https://prothomalo.com

@https://jugantor.com

ITN-BUET

বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান কর্মসূচি

- বাংলাদেশ সরকার অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের জন্য সীমানা উন্মুক্ত রেখেছে এবং মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে নেতৃত্বদান করছে।
- জাতীয় নীতিমালা সমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ সব রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক (FDMN) হিসাব অভিহিত করেছে।
- বর্তমানে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার ৩৩ টি ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে এবং নোয়াখালির ভাসানচরে মোট ১৫ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে।

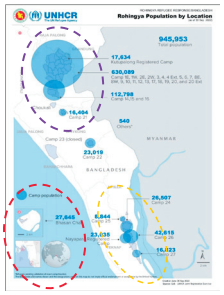

https://www.msf.org/

ITN-BUET

বসতিভেদে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা

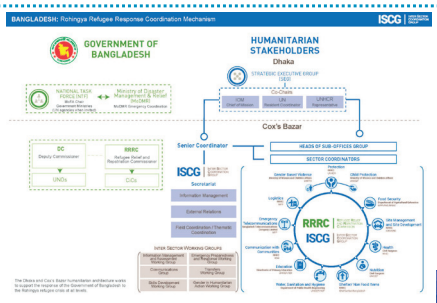

- কুতুপালং ক্যাম্প
- নয়াপাড়া রেজিস্ট্রার ক্যাম্প
- ভাসানচর

ITN-BUET

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

ITN-BUET

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

- ২০১৩ সালের "মায়ানমার শরণার্থী ও মায়ানমারের নাগরিক বিষয়ক জাতীয় কৌশল" প্রণয়নের মাধ্যমে, পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয়কে প্রধান করে ২৯ টি মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরসহ "ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (NTF)" গঠন করা হয়।
- সংগঠনটি সাড়াদান কার্যক্রমসমূহ সক্রিয় পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।
- রোহিঙ্গা শরনার্থীদের ধারাবাহিক অনুপ্রবেশের কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের অধীনে শরণার্থী ত্রান ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) নিবেদিত ভাবে নিযুক্ত আছেন।

ITN-BUET

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

মানবধিকার সংস্থাগুলোকে নির্দেশ প্রদান ও সমন্বয় করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (UNHCR) ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর আবাসিক সমন্বয়কারী নিয়ে স্ট্রাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (SEG) গঠন করা হয়েছে।

ITN-BUET

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

- **ক্যাম্প:** শরণার্থী ত্রান ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC)
- **হোস্ট কমিউনিটি:** ডেপুটি কমিশনার

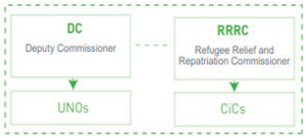

ITN-BUET

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে সমন্বয় ব্যবস্থা

- জেলা পর্যায়ে একজন সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর ইন্টারসেক্টর কো অর্ডিনেশন গ্রুপ (ISCG) পরিচালনা করে
- ISCG খাতভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ও কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ার্কিং গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত
- ISCG ,জেলা পর্যায়ে সকল সরকারি সংস্থা (RRRC, DC) সাথে লিয়াজোসহ, জাতিসংঘের প্রকল্প প্রধান, দাতাসংস্থা এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাকে সমন্বয় ও সাড়াদান কর্মসূচির সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করে

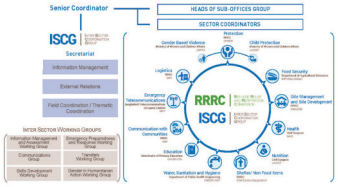

ITN-BUET

ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অনুদানে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলাস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্পের নাম : জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ কাল : ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা: জরুরি সাড়াদান পর্যায়

ইউএনএইচসিআর কর্তৃক প্রকাশিত "জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বৈশ্বিক কৌশলপত্র (২০১৪-২০১৮)" অনুযায়ী সংকট সংঘটন থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের পরবর্তী **ছয় মাস** পর্যন্ত সময়কাল হল জরুরি পর্যায়।

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা: ট্রানজিশন পর্যায়

ছয় মাস হতে দুই বছর পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে ট্রানজিশন পর্যায়। এ পর্যায়ে পরিষেবাগুলো স্বল্পমেয়াদী জীবনরক্ষাকারী পরিষেবা হতে পরিকল্পনামাফিক দীর্ঘ মেয়াদী সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিষেবায় রূপান্তরে প্রক্রিয়াধীন থাকে।

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা: সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়

- জরুরি অবস্থার পরে অনেক শরণার্থী পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতিতে পরিণত হয়।
- এ পর্যায়ের মেয়াদ **দুই বছর হতে বিশ বছর** পর্যন্ত হতে পারে।
- ইউএনএইচসিআর গ্লোবাল ট্রেন্ডস (২০১৮) এর বর্ণনায় কোন নির্দিষ্ট জাতীয়তার ২৫০০ বা তার বেশি শরণার্থী একটি নির্দিষ্ট আশ্রয় দেশে পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে নির্বাসনে থাকলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী শরণার্থী সংকট হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে।

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা : স্থায়ী সমাধান

- নিজ দেশে স্থায়ী প্রত্যাবাসন
- আশ্রয়ের দেশে স্থায়ী ব্যবস্থাকরণ
- তৃতীয় কোন দেশে পুনর্বাসন

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

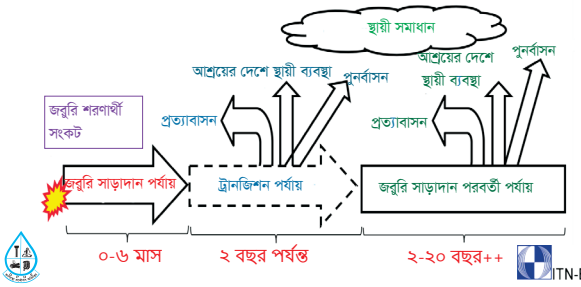

ITN-BUET

জরুরি সংকট পরবর্তী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

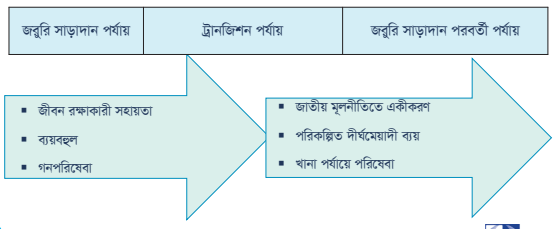

ITN-BUET

রোহিঙ্গা সংকট প্রশমনে যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি)

- বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনসমূহের সহায়তায় মায়ানমার হতে বলপূর্বক উৎখাতকৃত জনগোষ্ঠী ও হোস্ট কমিউনিটির বাংলাদেশীদের জন্য জীবন-রক্ষাকারী সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা প্রদানের বাৎসরিক পরিকল্পনা, যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা বা জয়েন্ট রেসপন্স প্লান (জেআরপি) নামে পরিচিত।
- এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও শরণার্থী শিবিরের এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাতভিত্তিক মৌলিক অধিকার, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কল্যাণকর সহযোগিতা প্রদানের রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা।

ITN-BUET

রোহিঙ্গা সংকট প্রশমনে যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি)

জরুরি সাড়াদান পর্যায়	ট্রানজিশন পর্যায়	জরুরি সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়
যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০১৮,২০১৯	যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২০,২০২১	যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি ২০২২-চলমান

ITN-BUET

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০১৯

- যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ২০১৯ একটি সমন্বিত কর্মসূচি, যা তিনটি কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়:
  - ১.শরণার্থী মহিলা, পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের সম্মিলিত সুরক্ষা প্রদান করা
  - ২.ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করা
  - ৩.সামাজিক সংহতি উন্নীত করা
- পরিকল্পনাটিতে সকল মানবিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্তসহ সুরক্ষা ও জেন্ডার মূলধারাকরণ বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হয়।
- কমিউনিটি সম্পৃক্ততার উপর জোর দেয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনাটিতে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

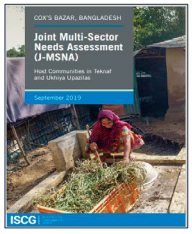

ITN-BUET

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০২০

- ২০২০ এর পরিকল্পনাতে ২০১৯ এর প্রথম দুটি কৌশল স্থির রেখে, তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রাকে সম্প্রসারিত এবং চতুর্থ আরেকটি লক্ষ্যমাত্রা সংযোজন করা হয়
- তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রায় টেকনাফ ও উখিয়াতে বসবাসরত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন সেবাসমূহের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান পুর্নবাসনের মাধ্যমে সাড়াদান কর্মসূচিকে টেকসই করার কর্মকান্ড গৃহীত হয়
- সংযোজিত চতুর্থ অভীষ্টে মিয়ানমারের সাথে সংকটের সমাধান ও শরনার্থীদের টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়

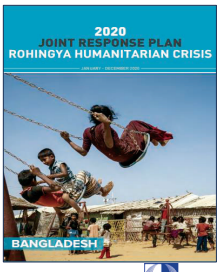

ITN-BUET

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০২১

- সামগ্রিক মানবিক সাড়াদান সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে
- সুরক্ষা স্তম্ভ ১: ক্রমাগত নিবন্ধনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিচয় সুরক্ষিত করা
- সুরক্ষা স্তম্ভ ২: সরকারের সাথে সমন্বয় করে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা
- সুরক্ষা স্তম্ভ ৩: রোহিঙ্গা শিবিরে প্রচলিত কিছু নেতিবাচক কর্মকান্ড প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শরণার্থী ও হোস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা
- সুরক্ষা স্তম্ভ ৪ : রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা

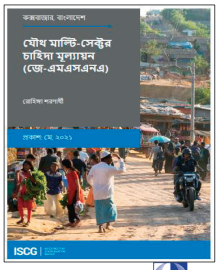

ITN-BUET

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০২২

কৌশলগত উদ্দেশ্য ১: রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএনদের টেকসই প্রত্যাবাসনের দিকে কাজ করা

কৌশলগত উদ্দেশ্য ২: রোহিঙ্গা শরণার্থী/ এফডিএমএন- নারী, পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলেদের সুরক্ষা জোরদার করা

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩: ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৪: উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বসবাসরত সম্প্রদায়ের জন্য টেকসই ও কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করা

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৫: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা

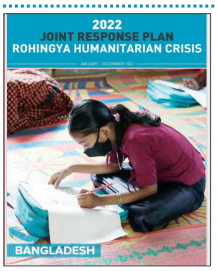

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ২
ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- ওয়াশ খাত/সেক্টরের সমন্বয় ব্যবস্থা, অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমসমূহ
- ওয়াশ খাত/সেক্টরের কৌশলগত প্রতিক্রিয়া
- চাহিদা ও কৌশলগত বিশ্লেষণ জানতে এবং বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতসমূহ
- ওয়াশ সেক্টরের সমন্বয় ব্যবস্থা
- জরুরি সাড়াদানের বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমসমূহ
- জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনায় ওয়াশ সেক্টরের চাহিদা মূল্যায়ন

ITN-BUET

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতসমূহ

ITN-BUET

জরুরি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্পে ওয়াশ খাত

- কক্সবাজারে বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জরুরি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্পের-

  কম্পোনেন্ট-১ (ক): স্থিতিশীল পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা ও

  কম্পোনেন্ট-৩ (খ): স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিষেবাদি শক্তিশালীকরণ বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

ITN-BUET

সাড়াদানের বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকার সমূহ

ITN-BUET

জরুরি সাড়াদান পর্যায়

- জীবন রক্ষা / রোগের সংক্রমণ কমানো
- মৌলিক ওয়াশ পরিষেবাগুলোতে অবিলম্বে অভিগম্যতা
- শরণার্থীদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় স্থান সনাক্তকরণ
- ওয়াশ পরিষেবাগুলোর হার বৃদ্ধিকরণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ
- সুরক্ষা ঝুঁকি কমাতে ওয়াশ পরিষেবাগুলোর নকশা এবং বিধানে শরণার্থীদের অংশগ্রহণ

ITN-BUET

ট্রানজিশন পর্যায়

- জ্বালানী, শক্তি, রাসায়নিক এবং দক্ষ কারিগরের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবাতে রূপান্তর
- জাতীয় ওয়াশ কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াশ পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা
- শরণার্থী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের খাত ভিত্তিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- গণ শৌচাগার বা গোসলখানাকে খানা পর্যায়ে রূপান্তর করা
- ওয়াশ পরিষেবার মনিটরিং করা
- ওয়াশ ভিত্তিক স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমানো

ITN-BUET

জরুরি সাড়াদান পরবর্তী পর্যায়

- ওয়াশ পরিষেবার সংস্থানগুলো জাতীয় ওয়াশ কৌশল, নীতি এবং স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে গৃহীত হবে
- শরণার্থী সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা এবং জাতীয় ওয়াশ কর্তৃপক্ষ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে ওয়াশ পরিষেবা দায়িত্ব হস্তান্তর
- ওয়াশ পরিষেবা মনিটরিং করা
- ওয়াশ ভিত্তিক স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমানো

ITN-BUET

জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনায় WASH সেক্টরের চাহিদা মূল্যায়ন

পরিস্থিতি অনুধাবন → মূল্যায়ন পরিকল্পনা → তথ্য সংগ্রহ → তথ্য বিশ্লেষণ → সকলকে তথ্য অবিহিতকরণ

ITN-BUET

চাহিদা মূল্যায়ন : পরিস্থিতি অনুধাবন

একটি নতুন বা বিদ্যমান জরুরি অবস্থাতে হঠাৎ বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পরে, একটি প্রাথমিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রাক-সংকট তথ্য এবং মানবিক ও উন্নয়ন সংস্থা, সরকার, সুশীল সমাজ, মিডিয়া, উদ্বিগ্ন ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে ও সাহায্যে পরিস্থিতির প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হয়।

- সংকটের পরিধি এবং মাত্রা নির্ধারণ করা
- আইনি এবং নীতি কাঠামো বোঝা
- প্রাথমিক চাহিদা চিহ্নিত করা
- প্রয়োজন হলে মূল্যায়ন

ITN-BUET

সিচুয়েশন রিপোর্ট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সিচুয়েশন রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সিচুয়েশন রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত থাকে -

১. সংকটের প্রেক্ষাপট এবং বৈশিষ্ট্য:

- সংকটের অন্তর্নিহিত কারণ
- ভৌগোলিক পরিধি এবং সংকটের মাত্রা
- স্টেকহোল্ডার, যেমন- সরকার, মানবাধিকার সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এবং প্রভাবিত জনসংখ্যা, এদের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের পরিমাণ, ক্ষমতা, মোকাবিলা প্রক্রিয়া এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

২. মূল্যায়নের প্রধান বিষয়, ভৌগোলিক এলাকা এবং অভীষ্ট জনসংখ্যাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংজ্ঞায়িত করা

৩. তথ্যের প্রয়োজনের তালিকার সাথে বিদ্যমান বা লব্ধ তথ্যের তুলনা করে তথ্যের গ্যাপ সনাক্ত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা

ITN-BUET

সিচুয়েশন রিপোর্ট

ITN-BUET

চাহিদা মূল্যায়ন: মূল্যায়ন পরিকল্পনা

ITN-BUET

লক্ষ্য নির্ধারণ

ITN-BUET

সমন্বয় ব্যবস্থা নির্ধারণ

ITN-BUET

প্রয়োজনীয় তথ্যের বিস্তারিত বর্ণনা

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায়, মূল্যায়ন দলগুলোর কার্যক্রম:

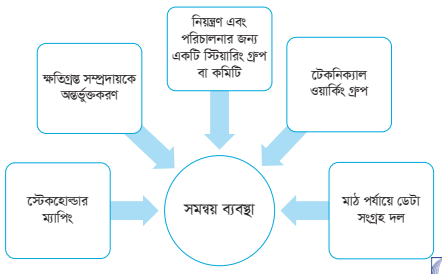

১. প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাথমিক তালিকা পর্যালোচনা করা

২. ইতিমধ্যে যা জানা আছে তা শনাক্ত করা

৩. তথ্যের কোন অভাব বা গ্যাপ থাকলে তা নির্ধারণ করা

৪. প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে, প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সেক্টরাল ডেটার তালিকা প্রস্তুত করা

৫. ক্রস-কাটিং ইস্যুগুলো চিহ্নিত করা

ITN-BUET

ডেটা-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ

- ডেটা ব্যবস্থাপনা এবং স্টোরেজের জন্য দায়িত্বরত কর্মীদের চিহ্নিত করা।
- ডেটা রেকর্ড পরিচালনা এবং সুরক্ষিত করার জন্য প্রোটোকল, ডেটা এন্ট্রি পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা, পরিবর্তন ট্র্যাক করা এবং বিশ্লেষণের জন্য শুদ্ধ ডেটা সেট নিশ্চিত করা।
- ফাইলের নামকরণের নিয়মাবলী, মেটাডেটা মান, এবং সংরক্ষণাগার এবং আপ টু ডেট ব্যাক-আপ রাখার পদ্ধতিগুলো প্রতিষ্ঠিত করা।

ITN-BUET

চাহিদা মূল্যায়ন: ডেটা সংগ্রহ

সেকেন্ডারি ডেটা

সেকেন্ডারি ডেটা হল বর্তমান চাহিদা মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্বে সংগ্রহিত হয়েছে এমন বিদ্যমান ডেটা।

সেকেন্ডারি ডেটার উৎস:

- বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- ইউএন এজেন্সির প্রতিবেদন
- ReliefWeb, Humanitarian Response Web
- UNHCR ডেটা পোর্টাল এবং মানচিত্র পোর্টাল
- ক্লাস্টার এবং ইন্টার-ক্লাস্টার রিপোর্ট, ওয়েবসাইট এবং মিটিং
- সোশ্যাল মিডিয়া, অন্যান্য মিডিয়া, ব্লগ
- ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক
- তহবিল আপিল

ITN-BUET

প্রাথমিক ডেটা

ITN-BUET

তথ্য সংগ্রহের কৌশল নির্বাচন

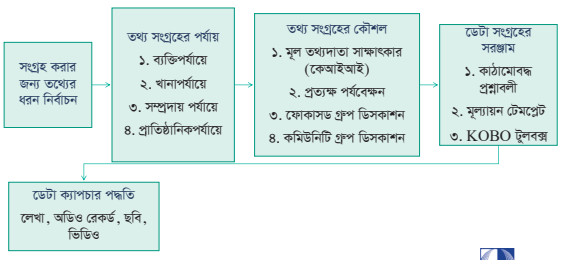

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ডেটা সংগ্রহের সরঞ্জাম	তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য	মূল্যায়নের ধরন			
			দ্রুত	প্রাথমিক	বিস্তারিত	মনিটরিং
মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	উত্তরদাতার জ্ঞানের সাথে অভিযোজিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলী	বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংকটের প্রভাব, সুরক্ষা ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা	√	√	√	√
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ	সংগঠিত (অনুসন্ধান) এবং অসংগঠিত (দেখা) পর্যবেক্ষণ (শব্দ, গন্ধ, চাক্ষুষ চিত্র, উদাহরণ প্রদানের মত জিনিস/ঘটনা এবং মানুষের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি)	- একটি ক্ষতিগ্রস্ত সাইট বা জনসংখ্যার অবস্থা এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করা - সেখানে কী আছে বা নেই, বা কী অস্বাভাবিক/অস্বাভাবিক তা নির্ণয় করা	√	√	√	√

ITN-BUET

তথ্য সংগ্রহের কৌশল নির্বাচন

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ডেটা সংগ্রহের সরঞ্জাম	তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য	মূল্যায়নের ধরন			
			দ্রুত	প্রাথমিক	বিস্তারিত	মনিটরিং
ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন	গ্রুপ আলাপালচনার মাধ্যমে শর্ত, পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা বা উপলব্ধি সম্পর্কে তথ্য পেতে ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাৎকার	- নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা চিহ্নিত অগ্রাধিকার, চাহিদা, ক্ষমতা এবং সুরক্ষা ঝুঁকি রেকর্ড করুন - অন্তর্নিহিত কারণ, ঝুঁকি, হুমকি এবং কারণ বোঝা - অন্যান্য কৌশল থেকে অর্জিত জ্ঞান সঠিক ও যথাযথ কিনা তুলনা করা			√	√
কমিউনিটি গ্রুপ ডিসকাশন	একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে দলবদ্ধ আলোচনা	- বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা বা উপলব্ধি সম্পর্কে তথ্য রেকর্ড করা		√		√

ITN-BUET

চাহিদা মূল্যায়ন: তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্যের বিবরণ	তথ্য ব্যাখ্যা ও বোধগম্য করা	উদঘাটন	পূর্বানুমান
কে, কি, কোথায়, কবে? (4W) প্রাসঙ্গিক ডেটা পর্যবেক্ষণ, সংক্ষিপ্ত এবং একত্রিত করা	কেন? • 4W প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে ডেটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া বুঝা • বিদ্যমান বা সম্ভাব্য উদ্বেগের তীব্রতা চিহ্নিত করা	ফলাফল কি? • নতুন কী, কী প্রত্যাশিত ছিল এবং কী পরিবর্তন হয়েছে? • কি জানা গেছে? উপখাত ভিত্তিক ফলাফল কি? • কোন অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর? কতজন লোক সেই অবস্থার মুখোমুখি হয়? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা কি কি?	পরবর্তী ব্যবস্থা কি হবে? • ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা • সময়ের সাথে সাথে সম্ভাব্য পরিবর্তন অনুমান করা • ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নির্ণয় করা

ITN-BUET

4W টেমপ্লেটের নমুনা

কে (WHO)		কি (WHAT)						কোথায় (WHERE)			করে (WHEN)	
Implementing Partner	Donor	Sector of Assistance	Sub-sector of Activities of Assistance	Activity Details of Assistance	Measuring Units	Quantity Achieved	Activity Status	District	Upazila	Camp/ Village/ Location name	Reporting Month/Date (mm-dd-yy)	End Date of program (mm-dd-yy)
ACF	IOM	WASH	Water	Number of tube-well repaired to keep operational	# of tube well	245	completed	Cox's Bazar	Ukhia	Camp 11	1/31/2022	3/1/2022
ACF	IOM	WASH	Sanitation	Number of bathing cubicle repaired to keep operational	# of door	108	completed	Cox's Bazar	Ukhia	Camp 11	1/31/2022	3/1/2022

ITN-BUET

চাহিদা মূল্যায়ন: সকলকে তথ্য অবিহিতকরণ

একটি চাহিদা মূল্যায়নের ফলাফল বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমনঃ

- মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- অপারেশনাল ওয়েব পোর্টাল
- হিউম্যানিটারিয়ান পোর্টাল, যেমন- HumanitarianResponse.info, ReliefWeb;
- ক্লাস্টার-নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট (যেমন- sheltercluster.org, globalprotectioncluster.org, globalcccmcluster.org)
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন- ফেসবুক, টুইটার, গুগল গ্রাস, ইয়ামার; এবং
- ফাইল সিঙ্ক্রোনাইজেশন পরিষেবা, যেমন শেয়ারপয়েন্ট, ড্রপবক্স, হিউম্যানিটার এবং কিয়স্ক

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৩
সংকটকালীন সময়ে সাড়াদান ভিত্তিতে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- জরুরি সংকটকালীন সময়ে সাড়াদান ভিত্তিতে ওয়াশ প্রোগ্রামের কাজগুলো চিহ্নিত
- কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কৌশলগুলো শিখবেন

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- জরুরি সংকটকালীন সময়ে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল
- সংকট বা দুর্যোগের সময় স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের ধাপসমূহ
- সংকট বা দুর্যোগের সময়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা
- সংকট বা দুর্যোগের সময় মলমূত্র ব্যবস্থাপনা
- সংকট বা দুর্যোগের সময় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- সংকট বা দুর্যোগের সময় ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ

ITN-BUET

জরুরি সংকটকালীন সময়ে WASH সেক্টরের লক্ষ্যমাত্রা

- পানীয় এবং ঘরোয়া প্রয়োজনের জন্য নিরাপদ পানির নিয়মিত, পর্যাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান, যা সকলের জন্য দ্রুত এবং নিরাপদ অভিগম্যতা নিশ্চিত করে।
- অংশগ্রহণমূলক স্বাস্থ্যবিধি প্রচার এবং সংক্রামক রোগের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি আইটেম বিতরণের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন নিশ্চিত করা।

ITN-BUET

সংকট বা দুর্যোগের সময়ে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের ধাপসমূহ

- বর্তমানে ওয়াশ সুবিধা এবং পরিষেবাগুলোর ব্যবহার
- হাউজহোল্ড এর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি পণ্যসমূহের অধিগত করার ক্ষমতা
- বর্তমান মোকাবিলা কৌশল, স্থানীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাস
- সমাজের/কমিউনিটির সামাজিক অবকাঠামো ও ক্ষমতার কাঠামো
- মানুষ কোথায় স্বাস্থ্য সেবা নিতে যায় (প্রথাগত নিরাময়কারী, ফার্মেসি ও ক্লিনিক সহ)
- ওয়াশ অবকাঠামোগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে/কারা
- ওয়াশ এর সাথে সম্পর্কিত রোগগুলোর তথ্য (surveillance data)
- ওয়াশ সুবিধা এবং পরিষেবাগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সামাজিক, শারীরিক এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত বাঁধাসমূহ
- আয়-স্তরের ভিন্নতা, পরিবেশগত অবস্থা এবং রোগ-জীবাণুর মৌসুমি প্রবণতা

ITN-BUET

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার

স্বাস্থ্যবিধি আইটেম সনাক্তকরণ, প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা

ঋতুস্রাবের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা

ITN-BUET

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা

- নিয়মিত গোসল করা
- নিয়মিত হাত ধোওয়া বিশেষত খাওয়ার আগে বা পরে
- মাথার চুল পরিষ্কার রাখা
- চুল ছোট করা
- পরিষ্কার কাপড় পরা
- দাঁত মাজা
- নখ কাটা

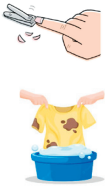

ITN-BUET

দৈনিক ও ঘরোয়া স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা

- নিয়মিত রান্নাঘর, গোসলখানা এবং পায়খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা
- কাঁচা এবং রান্না করা খাবার আলাদা রাখা যাতে রান্না করা খাবার দূষিত না হয়
- জীবাণু মেরে ফেলতে খাবার উপযুক্ত তাপমাত্রায় প্রয়োজনীয় সময় যাবৎ রান্না করা এবং উপযুক্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা
- সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা। জীবাণু দূর করতে ভাল করে পানি দিয়ে ধৌত করা
- জীবাণু নিরোধক অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল সামগ্রী ব্যবহার করা

ITN-BUET

কখন হাত ধুতে হবে?

ITN-BUET

ঋতুস্রাবের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা

- প্রতি চার ঘন্টা অন্তর স্যানিটারি ন্যাপকিন বদলানো
- ডিসপোজেবল ব্যাগ বা র‍্যাপারে মুড়ে, বিন বা ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় ন্যাপকিন ফেলা
- ব্যবহৃত কাপড়, সাবান এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা, সম্ভব হলে স্যাভলন বা ডেটল ব্যবহার করা
- ব্যবহৃত কাপড় রোদের আলোতে ভালভাবে শুকানো

ITN-BUET

স্বাস্থ্যবিধি আইটেম সনাক্তকরণ, প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার

স্বাস্থ্যবিধি পণ্য ও কিটসমূহ-

- সাবান
- পানি ধারণ এর পাত্র
- মাসিক ও অন্যান্য সামগ্রী
- চিরুণী
- শ্যাম্পু
- টুথপেস্ট
- টুথব্রাশ

ITN-BUET

পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

- প্রাপ্যতা এবং পানির পরিমাণ: মানুষের পান করা এবং গৃহস্থালি কাজের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- পানির গুণমান: পান করা, রান্না, ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া স্বাস্থ্যবিধির কাজের জন্য পানি পরিষ্কার এবং প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন হতে হবে, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে না।

চাহিদা	পরিমাণ (লিটার/ব্যক্তি/দিন)	যে প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছে
জীবন রক্ষাকারী সুপেয় পানি	২.৫ - ৩	জলবায়ু ও ব্যক্তিগত শারীরবৃত্তীয় কর্মকান্ড
স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন	২ - ৬	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম নীতি
রান্না	৩ - ৬	খাদ্য অভ্যাস ও সামাজিক সাংস্কৃতিক নিয়ম নীতি
মোট পানির পরিমাণ	৭.৫ - ১৫	

ITN-BUET

পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা : পানির গুণমান

- যদি নিরাপদ পানীয় জলের স্বাদ ভাল না হয় (লবণাক্ততা, হাইড্রোজেন সালফাইড অথবা ক্লোরিন এর মাত্রা এমন পরিমাণে যাতে মানুষ অভ্যস্ত নয়), তাহলে ব্যবহারকারীগণ অনিরাপদ উৎস হতে পানি পান করতে পারেন।
- নিরাপদ সুপেয় পানি প্রচারণার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কার্যক্রম ও জনগণের অন্তর্ভুক্তির সাহায্য নিন।
- পানির গুণমান পরীক্ষার শতকরা হার নূনতম পানির মান পূরণ করে-
  - < ১০ CFU/100ml ডেলিভারি পয়েন্টে (unchlorinated water)
  - 0.2 – 0.5mg/l FRC (Free Residual Chlorine) ডেলিভারির সময়ে (ক্লোরিনযুক্ত পানি)
  - 5.5 NTU এর কম টার্বিডিটি

ITN-BUET

পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা

উৎস থেকে ব্যবহার পর্যন্ত এই পাঁচটি ধাপে পানি নানাভাবে দূষিত হয়। এই পাঁচটি ধাপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে আমরা পানি নিরাপদ রাখাকে নিশ্চিত করতে পারি।

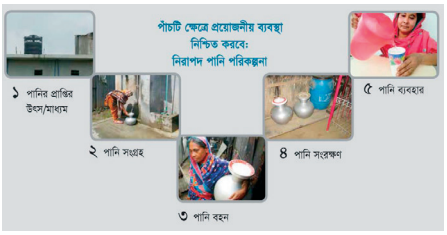

ITN-BUET

মলমূত্র ব্যবস্থাপনা

মলমূত্র ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হচ্ছে-

- মানুষের মলমূত্র মুক্ত পরিবেশ
- টয়লেটের সুবিধা এবং ব্যবহার
- মলমূত্র সংগ্রহ, পরিবহন, অপসারন এবং পরিশোধনের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

ITN-BUET

নিরাপদ মলমূত্র ব্যবস্থাপনার সূচকসমূহ

- প্রতি ২০ জনের জন্য নূন্যতম ১ টি
- বাসস্থান এবং যৌথ টয়লেটের মধ্যে দূরত্ব সর্বোচ্চ ৫০ মিটার
- অভ্যন্তরীণ লক এবং পর্যাপ্ত আলো আছে এমন টয়লেটের শতকরা হার
- নারী ও মেয়েরা নিরাপদ বলে রিপোর্ট করেছে এমন টয়লেটের শতকরা হার
- মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা রয়েছে এমন টয়লেটের শতকরা হার

ITN-BUET

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১. কঠিন বর্জ্য মুক্ত পরিবেশ:
প্রাকৃতিক, জীবনযাত্রা, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এবং ক্যাম্পের পরিবেশ দূষণ এড়াতে কঠিন বর্জ্য নিরাপদে রাখা হয়।

২. কঠিন বর্জ্য নিরাপদে ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহস্থালি এবং ব্যক্তিগত পদক্ষেপ:
গৃহস্থালিপর্যায়ে কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং সম্ভাব্য পরিশোধন নিশ্চিত করতে হবে।

৩. কমিউনিটি পর্যায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:
বর্জ্য সংগ্রহের নির্ধারিত পাবলিক পয়েন্টগুলি বর্জ্য দিয়ে উপচে পরে না এবং বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিশোধন বা অপসারণ নিশ্চিত করা।

ITN-BUET

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতা প্রচার

ITN-BUET

কঠিন বর্জ্য সংরক্ষণ

বিভিন্ন কঠিন বর্জ্য (জৈব এবং অজৈব) সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের বালতি পরিবারের মধ্যে বিতরণ

ITN-BUET

কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি

ITN-BUET

কঠিন বর্জ্য পুনর্ব্যবহার

ব্যারেল এবং বক্স কম্পোস্টিং সুবিধা চালু করা

ITN-BUET

ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ

- ভেক্টর রোগ বহনকারী একটি এজেন্ট বা উপাদান।
- ভেক্টর রোগের উৎস থেকে মানুষের বরাবর একটি সংক্রমণ পথ তৈরি করে।
- মানবিক দুর্যোগের সময়ে ভেক্টর-বাহিত রোগ অসুস্থতা এবং মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।
- বেশিরভাগ ভেক্টর হল পোকামাকড় যেমন: মশা, মাছি, উকুন, ইঁদুর ইত্যাদি।

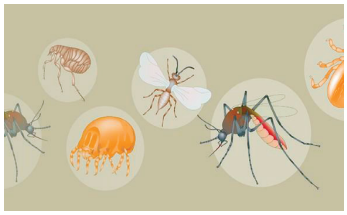

ITN-BUET

ভেক্টর প্রজনন সাইট

ITN-BUET

ভেক্টর প্রজনন সাইট

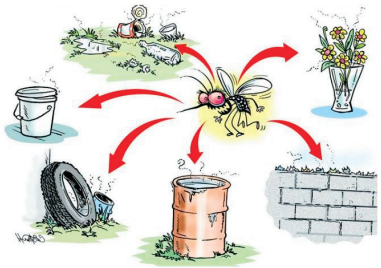

ITN-BUET

ভেক্টর নিয়ন্ত্রণে করণীয়

- পানি সরবরাহ স্থান, গোসলের জায়গা এবং লন্ড্রির চারপাশে স্থির পানি বা ভেজা জায়গা দূর করা
- পারিবারিক পর্যায়ে, বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহনের সময় এবং প্রক্রিয়াজাত এবং চূড়ান্ত অপসারণ সাইটগুলোতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা
- পানির পাত্রে ঢাকনা প্রদান
- মলমূত্রের যথাযথ ব্যবস্থাপনা
- ভেক্টরের উপস্থিতি দূর করার জন্য টয়লেটের স্লাব এবং সুপারস্ট্রাকচার পরিষ্কার করা
- অফসেট টয়লেট পিট সিল করা যাতে পরিবেশে কোন মল প্রবেশ না করে এবং নিশ্চিত করা যে টয়লেটের গর্তে ভেক্টর প্রবেশ করে না
- সাধারণ পরিচ্ছন্নতার উপর স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম চালানো
- জনবসতিতে ভাল পানি নিষ্কাশন নিশ্চিত করা এবং
- মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি নিষ্কাশন এবং খাল ও পুকুরের চারপাশে এবং গাছপালা পরিষ্কার করা।

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৪

পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা
- ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান জানতে এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা
- বিপর্যয়মূলক ঘটনা এবং পুনরুদ্ধার সেবা, পুনরুদ্ধারের থিমসমূহ
- ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে -
  - -পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ
  - -লিঙ্গ সমতা
  - -প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
  - -লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা বিষয়ক ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান

ITN-BUET

সংকটাপন্ন অবস্থা

ছবিটি সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন

ITN-BUET

সংকটাপন্ন অবস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্য

কীভাবে দুর্যোগ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে?

মানসিক অস্থিরতা, চাপের প্রতিক্রিয়া, উদ্বেগ, ট্রমা এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সাধারণত দুর্যোগ এবং অন্যান্য আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার পরে পরিলক্ষিত হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ITN-BUET

পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-ভিত্তিক সেবা

- পুনরুদ্ধার হল একজনের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, অনুভূতি, লক্ষ্য, দক্ষতা এবং/অথবা ভূমিকা পরিবর্তন করার একটি গভীর ব্যক্তিগত অনন্য প্রক্রিয়া।
- এটি চরম সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে সৃষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটি সন্তুষ্ট, আশাবাদী এবং অবদানপূর্ণ জীবন যাপনের একটি উপায়।
- পুনরুদ্ধারের মধ্যে রয়েছে মানসিক /প্রাকৃতিক অসুস্থতার বিপর্যয়কর প্রভাবকে অতিক্রম করার সাথে সাথে জীবনের নতুন অর্থ এবং উদ্দেশ্য খোঁজার উপায়।

ITN-BUET

পুনরুদ্ধারের থিম

পুনরুদ্ধারের থিমগুলি হল- সংযোগ, আশা, পরিচয়, অর্থপূর্ণ ভূমিকা এবং ক্ষমতায়ন।

- **সংযোগ:** সামাজিক সংযোগ থাকার মাধ্যমে থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিবর্তে সম্প্রদায়ের একটি অংশ হিসাবে অনুভব করা।
- **আশা:** একটি বিশ্বাস থাকা যে জীবন আরও ভাল হতে পারে এবং হবে।
- **পরিচয়:** পরিষেবা ব্যবহারকারীর বাইরের জীবনে পরিচয় থাকা।
- **অর্থপূর্ণ ভূমিকা:** জীবনকে পরিপূর্ণ এবং সম্মান/নির্মাণমূলক কার্যকলাপের জন্য শক্তি এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা।
- **ক্ষমতায়ন:** নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তথ্য, পছন্দ এবং আত্মবিশ্বাস থাকা।

ITN-BUET

ওয়াশ কার্যক্রমের অধীনে ক্রস কাটিং সমস্যা ও সমাধান

- পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ
- লিঙ্গ সমতা
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তিকরণ
- লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা প্রদান

ITN-BUET

পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ

- ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা
- বনভূমি উজাড় রোধকরন
- টেকসই জ্বালানি কাঠ উৎপাদন
- রাসায়নিক ও বিপদজনক বর্জ্যের সঠিক ও নিরাপদ অপসারণ
- পাম্পিং এর জন্য ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা
- গ্রাভিটি বা হাইব্রিড পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা
- স্থানীয় ও বায়ভিগ্রেডেবল নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা

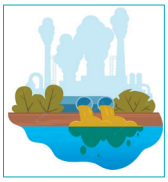

ITN-BUET

পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ

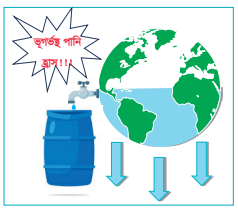

ITN-BUET

লিঙ্গ সমতা

- ওয়াশ প্রকল্পের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক ও নেতিবাচক সামাজিক নিয়ম-নীতি যাতে কোনভাবেই বৃদ্ধি না পায়
- লিঙ্গভিত্তিক ওয়াশ ব্যবস্থার (টয়লেট, গোসলখানা) নকশা প্রণয়ন
- প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মহিলাদের জন্য পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ওয়াশ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা
- প্রকৌশলী, অপারেটর, মেকানিক ইত্যাদি পদে মহিলাদের যোগদানে উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ সৃষ্টি করা
- ঋতুস্রাব জনিত পণ্যের স্বাস্থ্যকর নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা

ITN-BUET

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলতে:

- বয়স্ক
- অন্তঃসত্ত্বা ও স্তনপান করানো মহিলা
- শিশু
- প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি
- মানসিক রোগী
- নির্দিষ্ট উপজাতি
- জাতিগত বা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে অবহেলিত গোষ্ঠীকে বোঝায়

ITN-BUET

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: বয়স্ক

সম্ভাব্য ঝুঁকি

- শারীরিক ক্ষমতা কম
- অন্যের উপর নির্ভরশীল
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকার প্রবণতা কম

সম্ভাব্য সমাধান

- মতামত গ্রহণ করা
- টয়লেট বা ওয়াশ সুবিধার স্থানে হ্যান্ড রেইল স্থাপন করা
- বয়স্কদের জন্য আলাদাভাবে পানি সংগ্রহের স্থান নির্মাণ যাতে বেশীক্ষণ লাইনে দাড়াতে না হয়।

ITN-BUET

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি

- যে কোনো জনগোষ্ঠীতে সাধারণত ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিদ্যমান।
- জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, সংঘাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত জনগোষ্ঠীতে এদের সংখ্যা বেশি হয়।
- ওয়াশ সুবিধাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা
- মতামত গ্রহণ করা
- পানি সংগ্রহের স্থানে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ করা
- টয়লেট বা ওয়াশ সুবিধার স্থানে হ্যান্ড রেইল স্থাপন করা

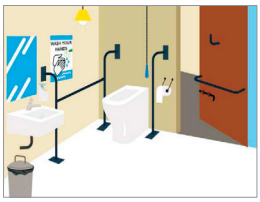

ITN-BUET

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে ও মেয়ে

- বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে ও মেয়েরা অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়
- সেইসাথে তারা যৌন নির্যাতন ও শোষণের জন্যও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ
- বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়
- বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের নিরাপত্তা এবং তাদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তাদেরকে ওয়াশ সুবিধার ডিজাইনের আলোচনাতে নিযুক্ত করা অপরিহার্য

ITN-BUET

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: শিশু, বালক ও বালিকা

সম্ভাব্য ঝুঁকি	সম্ভাব্য সমাধান
• যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতায় ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠী • সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকার প্রবণতা কম • "না" বলার ক্ষমতা কম • মৌলিক চাহিদার জন্য তাদের পিতামাতা/অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল • বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাসস্থান থেকে দূরে গিয়ে পানি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে। পানি সংগ্রহের পথে কারো দ্বারা হয়রানি বা যারা ট্যাপ-স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দ্বারা অবমাননার শিকার হতে পারে।	• ওয়াশ সুবিধাগুলো শিশুদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা, যেমন সিঙ্ক এবং ট্যাপের উচ্চতা তুলনামূলক নিচু করা • অভিভাবকদের জন্য টয়লেট এবং স্নান ইউনিটে জায়গা বৃদ্ধি করা • মতামত গ্রহণ করা • পানি সংগ্রহণের পথ নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে ভলেন্টিয়ারদের সাহায্য নেওয়া।

ITN-BUET

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা প্রদান

সম্ভাব্য ঝুঁকি:

- মহিলা, মেয়েরা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, WASH সুবিধাগুলোতে গমন করার সময় যৌন নিপীড়ন এবং সহিংসতার সম্মুখীন হয়, বিশেষভাবে, যেগুলো সংখ্যায় সীমিত, বাড়ি থেকে দূরে অবস্থিত বা বিচ্ছিন্ন স্থানে অবস্থিত।
- অনেক সময় নারী ও মেয়েদেরকে অনিরাপদ এলাকা দিয়ে বা রাতে অন্ধকারে টয়লেটে গমন করতে হয়।
- পর্যাপ্ত পানি না থাকলে খালি হাতে বাড়ি ফেরার জন্য বা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্যও সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে।
- মহিলা, মেয়েরা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, সাবান, স্যানিটারি সামগ্রী, পানি বা অন্যান্য ওয়াশ সরবরাহের বিনিময়ে ওয়াশ কর্মীদের হাতে সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে।

ITN-BUET

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা প্রদান

সম্ভাব্য সমাধান:

- Sphere standard অনুসারে, পরিবার থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে পানি সংগ্রহের পয়েন্ট স্থাপন করার চেষ্টা করুন।
- নিশ্চিত করুন যে হ্যান্ডপাম্প এবং পানি সংগ্রহের পয়েন্ট মহিলা- এবং মেয়ে-বান্ধব, এবং এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে পানি সংগ্রহের সময় কম হয় ।
- মহিলা, মেয়ে এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে সময় নির্ধারণ করা এবং সুবিধাজনক এবং নিরাপদভাবে কখন এবং কোথায় পানি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণরূপে অবহিত করা উচিত।
- কমিউনিটি টয়লেটে আলো, তালা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য অন্যান্য সুবিধা থাকা উচিত।

ITN-BUET

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও সুরক্ষা প্রদান

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৫

কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি-ভিত্তিক জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণের কৌশল

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা ঃ

- জনসাধারণের অংশগ্রহণের সঠিক স্তর এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের পর্যায়, অংশগ্রহন প্রক্রিয়ার কাঠামো জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জরুরি সংকটে WASH কার্যক্রমে কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি এবং কমিউনিটির সচেতনতা মডেল সম্পর্কে জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- কমিউনিটি সম্পৃক্ততা
- প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা
- কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম
- কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল
- কমিউনিটি সম্পৃক্ততা পরিমাপ কৌশল
- জরুরি সংকটে WASH কার্যক্রমে কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি

ITN-BUET

কমিউনিটি সম্পৃক্ততা

কমিউনিটি সম্পৃক্ততা হল কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এমন সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার প্রক্রিয়া ।

- এটি কোন প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই ফলাফল, প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং/অথবা বাস্তবায়নে সহায়তা করে ।
- সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, যেকোন সমস্যার দৃশ্যমানতা এবং বোধগম্যতা বাড়ায়।
- সম্প্রদায়কে তাদের জীবন এবং কল্যানকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে বক্তব্য রাখার ক্ষমতা দেয়।

ITN-BUET

কমিউনিটির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

- কথোপকথনের মাধ্যমে এবং স্পষ্ট তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে সম্প্রদায়ের অধিকার সমুন্নত রাখা
- যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোগ্রামের মানকে শক্তিশালী করা
- ফিডব্যাক এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের চাহিদা ও পছন্দের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামটি ক্রমবর্ধমান জরুরি অবস্থার সাথে অভিযোজন করে নেওয়া
- সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং পারস্পরিক আস্থা মূল্যায়ন করা

ITN-BUET

কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম

ITN-BUET

কমিউনিটি প্রোফাইলিং

- এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি? এই উদ্যোগের জন্য স্টেকহোল্ডার কারা?
- এই পরিকল্পনার জন্য শেষ ব্যবহারকারী কারা?
- এই প্রকল্প দ্বারা সবচেয়ে প্রভাবিত হতে পারে কারা?
- আপনার উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ কি অন্যের চেয়ে বেশি প্রভাব/অভিগম্যতা বহন করে? কেন?
- নিম্ন-প্রতিনিধিত্বহীন স্টেকহোল্ডারদের আরও ন্যায়সঙ্গত প্রভাব/অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে আপনি সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার কোন কৌশলগুলি ব্যবহার করবেন?
- দুর্বল এবং কম দৃশ্যমান গোষ্ঠী চিহ্নিত করুন
- পরিষেবাতে অ্যাক্সেস সম্পর্কে সম্প্রদায়কে তথ্য সরবরাহ করুন
- সমালোচনামূলক ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সমস্যা চিহ্নিত করুন

ITN-BUET

অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্লেষণ ও গ্যাপ সনাক্ত

- কার সাথে কি বিষয়ে সম্পর্কে পরামর্শ করা হবে তা ম্যাপিং করুন
- ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কি?
- প্রাথমিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সন্তুষ্টির মাত্রাগুলো কি কি?
- কী পরিবর্তন হয়েছে (ঝুঁকি বোঝা, মানুষের আচরণ, এবং জলবায়ু পরিবর্তন)?
- ভবিষ্যতে সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকারগুলি কী কী?

ITN-BUET

পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি পর্যালোচনা এবং অভিযোজন

- স্টাফদের শ্রবণ এবং কথোপকথন দক্ষতা পর্যালোচনা করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করুন
- নিশ্চিত করুন যে মহামারী সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রোগ্রাম মনিটরিং ডেটা নথিভুক্ত করা হয়েছে
- সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং সন্তুষ্টি সূচকগুলো পর্যালোচনা করুন - প্রয়োজনে সম্প্রদায়ের সাথে আপডেট/সংশোধন করুন
- সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং সন্তুষ্টির বিষয়ে সহকর্মীদের সাথে ওয়াশের ফলাফল পর্যালোচনা করুন - প্রয়োজনে প্রোগ্রামে পরিবর্তন করুন
- পর্যবেক্ষণে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততাকে উন্নীত করুন
- সম্প্রদায়ের সাথে তাদের ওয়াশ সুবিধা, পরিষেবা এবং প্রক্রিয়াগুলো বজায় ও পরিচালনা করার ক্ষমতা পর্যালোচনা করুন
- প্রোগ্রাম মূল্যায়ন, প্রতিশ্রুতি এবং মানের মানদণ্ড পর্যালোচনা করুন

ITN-BUET

কমিউনিটি সম্পৃক্ততার বিভিন্ন কৌশল

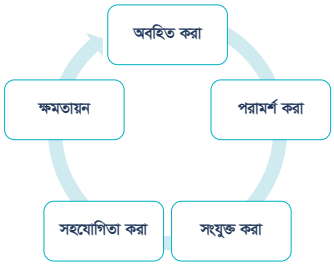

ITN-BUET

কমিউনিটি সম্পৃক্ততার বিভিন্ন কৌশল

কৌশল	অবহিত করা	পরামর্শ করা	সংযুক্ত করা	সহযোগিতা করা	ক্ষমতায়ন
কৌশলের লক্ষ্য	জনসাধারণকে সমস্যা, বিকল্প, সুযোগ এবং/অথবা সমাধান বুঝতে সহায়তা করার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করা	বিশ্লেষণ, বিকল্প এবং/অথবা সিদ্ধান্তে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া জানা	জনসাধারণের উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো ধারাবাহিকভাবে বোঝা এবং বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে জনগণের সাথে সরাসরি কাজ করা।	বিকল্প ব্যবস্থার বিকাশ এবং পছন্দসই সমাধান সনাক্তকরণ সহ সিদ্ধান্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাথে অংশীদার হওয়া।	জনগণের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান
মাধ্যম	• ফ্যাক্টশিট • ওয়েব সাইট • ভিডিও • ইনফোগ্রাফিকস • ইমেল • পাবলিক মিটিং	• পাবলিক মন্তব্য • ফোকাস গ্রুপ • সমীক্ষা • জনসভা	• কর্মশালা • ভোটগ্রহণ	• নাগরিক উপদেষ্টা কমিটি • ঐকমত্য গঠন • অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	• নাগরিক জুরি • নাগরিক কমিটি • সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্ল্যাটফর্ম গঠন

ITN-BUET

কমিউনিটি সম্পৃক্ততা পরিমাপ কৌশল

সূচক	পরিমাপক
সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি	• সম্প্রদায় রিপোর্ট করে যে মূল তথ্যগুলো যথাযথ ভাষায় স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে • সম্প্রদায় রিপোর্ট করে যে মহিলা এবং পুরুষ, ছেলে এবং মেয়েদের নির্দিষ্ট লিঙ্গগত চাহিদাগুলোকে সুবিধাসমূহের নকশা এবং অবস্থানে বিবেচনা করা হয়েছে (প্রবেশ, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা-বান্ধব) • সম্প্রদায় সন্তোষ প্রকাশ করে যে তাদের প্রতিক্রিয়া শোনা এবং যেখানে সম্ভব প্রোগ্রামে পরিবর্তন করা হয়েছে • প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিরা পরামর্শ এবং প্রোগ্রাম অভিযোজন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে

ITN-BUET

কমিউনিটি সম্পৃক্ততা পরিমাপ কৌশল

সামাজিক অংশগ্রহন	• আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের নেতা, সম্প্রদায় সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়েছে • সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন ধরণের লোক ওয়াশ পরিকাঠামো এবং পরিষেবার পরিকল্পনা, নকশা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত • প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ সম্প্রদায়, প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগ প্রক্রিয়ার নকশাকে প্রভাবিত করে • সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ প্রোগ্রাম ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে • স্থানীয় অগ্রাধিকার, সমস্যা এবং তাদের নিজস্ব সমাধান চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় • একটি সময়মত প্রস্থান/পরিবর্তন পরিকল্পনা সম্প্রদায় এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সম্মত হয়

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৬
WASH কর্মসূচি ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের উপর সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরাঃ

- জরুরি সংকটের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে, ওয়াশ প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং
- লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচায়ের কৌশল জানবেন যা পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- জরুরি সংকটের সাড়াদানে ওয়াশ প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্ষমতা
- স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ
- SWOT বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল
- জরুরি সংকটের প্রতিক্রিয়ার SWOT বিশ্লেষণ
- SMART (নির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত এবং সময়সীমা) অনুযায়ী কার্যকর পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ

ITN-BUET

WASH প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা

- যে বিভাগ/সংস্থা/সত্তা/প্রতিষ্ঠান WASH কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে - স্বাস্থ্যের উন্নতি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক জরুরি পরিস্থিতি এবং প্রাদুর্ভাবে সাড়া দেয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে।
- জরুরি সংকটের সাড়াদানের উপর ভিত্তি করে, WASH প্রোগ্রামের কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষকরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবদান এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।
- বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ওয়াশ সংস্থা সমূহের মূল নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান।

ITN-BUET

স্টেকহোল্ডার

স্টেকহোল্ডার হচ্ছে এমন জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান, যে/ যারা -

- কোনো কাজ বা প্রকল্পের উপকারভোগী বা ব্যবহারকারী
- কোনো না কোনোভাবে ঐ কাজের বা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত
- প্রকল্পের বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে

ITN-BUET

WASH স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব

- কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং দায়িত্ব নিয়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস গড়ে তোলা।
- ডিজাইন ও বাস্তবায়নের আগে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরামর্শের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।
- পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের প্রয়োজন নির্ণয় করা এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করা যাতে তারা ওয়াশ সম্পর্কিত অধিকার উপলব্ধি করতে পারে।
- জনগোষ্ঠীর সাথে একটি চলমান সংলাপ নিশ্চিত করা এবং কর্মসূচিকে সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং সাড়াদান/অভিযোগ গ্রহনের ব্যবস্থা নেওয়া।
- জনগোষ্ঠীর WASH সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করার সুযোগ গুলো চিহ্নিত করা, যাতে কর্মসূচিতে সর্বাধিক কভারেজ প্রদান করা যায়।
- ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদেরকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শিখানো।

ITN-BUET

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো খেয়াল রাখতে হবে:

- প্রকল্পের সকল পৃষ্ঠপোষক/অর্থনৈতিক সাহায্যদাতা ও প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত করা হয়েছে কি না?
- প্রকল্পের স্বার্থ রয়েছে এমন পিছিয়ে পড়া অথবা অবহেলিত জনগোষ্ঠীগুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের 'ক্ষমতা' এবং 'আগ্রহ' এর ধরণ।

ITN-BUET

স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা-আগ্রহ তালিকা

ক্ষমতা কম-আগ্রহ কম	এ সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণের অথবা অধিক সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা খুবই কম এবং এক্ষেত্রে এদেরকে যথাযথ তথ্য জানানো প্রয়োজন। এখানে স্টেকহোল্ডার বলতে প্রধানত সাধারণ জনগণকে বোঝানো হচ্ছে।
ক্ষমতা বেশি-আগ্রহ কম	এ সকল স্টেকহোল্ডার বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে, অতএব তাদেরকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সর্বদা অবহিত করা প্রয়োজন এবং কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব অথবা ঝুঁকি এড়াতে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
ক্ষমতা কম-আগ্রহ বেশি	এই শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পূরণ করতে এবং তাদের অংশগ্রহণকে অধিক ফলপ্রসু করতে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।
ক্ষমতা বেশি-আগ্রহ বেশি	এই শ্রেণির স্টেকহোল্ডারদের সমর্থন নিশ্চিত করতে প্রকল্পে এদের অধিক সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

ITN-BUET

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

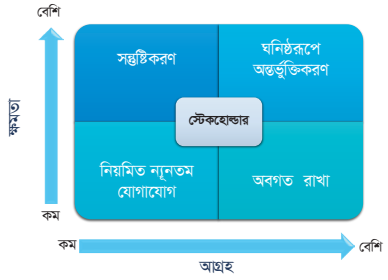

ITN-BUET

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

দলীয় কাজ

ITN-BUET

কার্যকর পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণে SMART লক্ষ্য কি?

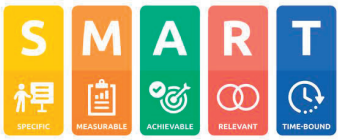

- SMART হলো লক্ষ্য নির্ধারণের মানদণ্ডের একটি Acronym বা সংক্ষিপ্ত রূপ। যার মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জনে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।
- ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে জর্জ টি ডোরান প্রথম এই ধারণাটি সামনে আনেন।
- পরবর্তীতে অধ্যাপক রবার্ট এস রুবিন তার 'দ্য সোসাইটি ফর ইন্ডাস্টিয়াল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি' নিবন্ধে SMART সম্পর্কে লিখেছেন এই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে আলাদা অর্থ বহন করে।

ITN-BUET

কার্যকর পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণে SMART লক্ষ্য কি?

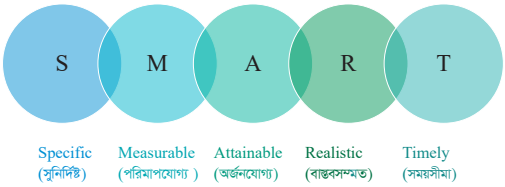

ITN-BUET

SMART লক্ষ্য : Specific (সুনির্দিষ্ট)

- আপনি কি করবেন তা নির্ধারণ করুন
- কে এটা করবে তা নির্ধারণ করুন
- কোথায় এটা করবেন তা নির্ধারণ করুন

ITN-BUET

SMART লক্ষ্য : Measurable (পরিমাপযোগ্য)

- আপনি যে লক্ষ্য ঠিক করবেন সেটা অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হতে হবে।
- কতটুকু কাজ শেষ করবেন?
- কতগুলো কাজ শেষ করবেন?
- এটি সম্পন্ন হলে কিভাবে জানব?

ITN-BUET

SMART লক্ষ্য: Attainable (অর্জনযোগ্য)

- লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনার কাছে সময়, জনশক্তি, সংস্থান এবং কর্তৃত্ব রয়েছে তা নিশ্চিত করুন
- আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা তা বিবেচনা করুন

ITN-BUET

SMART লক্ষ্য : Realistic (বাস্তবসম্মত)

- আপনার আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যটি কতটা বাস্তবসম্মত
- এটি কি সার্থক বলে মনে হচ্ছে?
- এটা কি সঠিক সময়?
- এটি কি আমাদের অন্যান্য প্রচেষ্টা / প্রয়োজনের সাথে মেলে?
- এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমি কি সঠিক ব্যক্তি?
- এটি কি বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রযোজ্য?

ITN-BUET

SMART লক্ষ্য : Timely (সময়সীমা)

- উদ্দেশ্য কখন সম্পূর্ণ হবে তা উল্লেখ করুন
- দীর্ঘ পরিসরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন

ITN-BUET

SWOT বিশ্লেষণ

- **শক্তি:** শক্তি হচ্ছে ব্যবসা বা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য যা একে অন্যদের তুলনায় একটি সুবিধা দেয়।
- **দুর্বলতা:** দুর্বলতা হচ্ছে এমন বৈশিষ্ট্য যা ব্যবসা বা প্রকল্পকে অন্যদের তুলনায় একটি অসুবিধার মধ্যে রাখে।
- **সুযোগ / সম্ভাবনা:** এমন বৈশিষ্ট্য যা ব্যবসা বা প্রকল্প তার সুবিধার জন্য কাজে লাগাতে পারে।
- **হুমকি:** এমন কোনো উপাদান যা ব্যবসা বা প্রকল্পের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

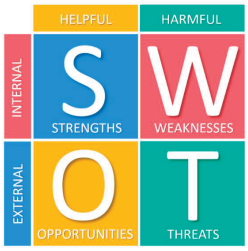

ITN-BUET

SWOT বিশ্লেষনে বিবেচ্য বিষয়

- আর্থিক বিষয়
- ভৌত সম্পদ
- ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান
- বাজার
- ব্যবস্থাপনা তথ্য
- কাঁচামালের সরবরাহ
- সামাজিক পরিবেশ
- উৎপাদন প্রক্রিয়া

ITN-BUET

SWOT বিশ্লেষণ

শক্তিশালী দিক (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
সুযোগ (Opportunities)	**প্রতিবন্ধকতা (Threats)**
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৭
কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা ঃ

- সুশাসন কী তা জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কমিউনিটি অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক-জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করতে পারবেন - যেখান থেকে অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এটি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবেন।

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- সুশাসন ও সুশাসনের বৈশিষ্ট্য
- কিভাবে জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়
- সুশাসন এবং পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ব্যবস্থার গুরুত্ব
- সুশাসন অর্জনে কমিউনিটি সম্পৃক্ততার গুরুত্ব

ITN-BUET

শাসন বা পরিচালনা (Governance)

- শাসন বা পরিচালনা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র, সংস্থা বা সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- সাধারণত, সরকার এই সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ করে থাকে ।
- রাষ্ট্র, শাসন বা পরিচালনা করে থাকে।

ITN-BUET

সুশাসনের (Good Governance) ধারণা

- ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতার ফলে ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সুশাসনের ধারণাটি উদ্ভব হয়।
- আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে ADB এবং ১৯৯৮ সালে IDA সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ITN-BUET

সুশাসন (Good Governance)

- সুশাসন হলো যৌক্তিক এবং দক্ষভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করা ।
- এর মাধ্যমে শাসক-শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।
- জাতিসংঘের মতে, সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন।
- UNDP এর মতে,সুশাসন, সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।
- ম্যাককরনির মতে, সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগনের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।
- সরকার ও জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত হয় ও উভয়েই লাভবান হয়।
- সুশাসনকে সরকার ও জনগনের 'Win Win Game' বলা হয়।

ITN-BUET

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

UNHCR এর মতে, কোন দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে ৫টি উপাদানের সমন্বয়ের প্রয়োজন।

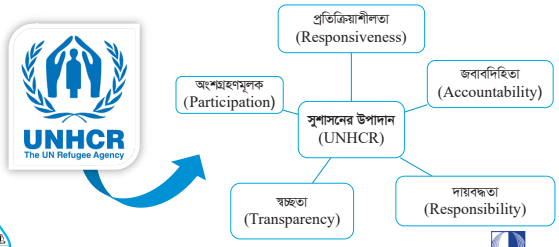

ITN-BUET

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব ব্যাংক চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান ৮ টি

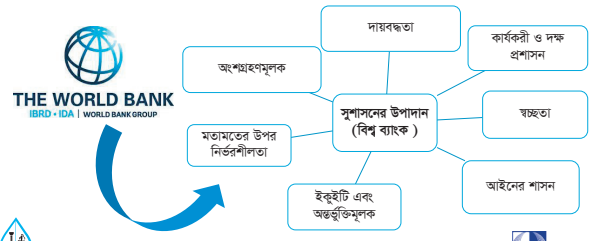

ITN-BUET

সুশাসনের গুরুত্ব

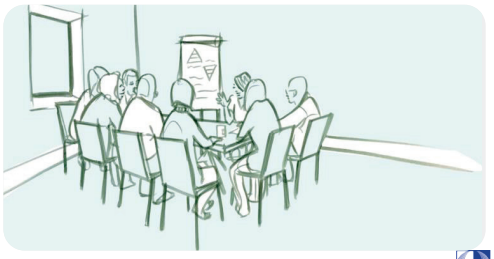

ITN-BUET

সুশাসনের গুরুত্ব

- দেশে আইনের শাসন বাস্তবায়ন
- সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা
- মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান
- বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল
- বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়
- এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত
- বহির্বিশ্বে দেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার অবসান
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়
- দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত

ITN-BUET

কিভাবে জরুরি সাড়াদান কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়?

- প্রচারণা এবং যোগাযোগ
- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনাকাঠামো
- সম্পদ এবং তথ্য একত্রিত, সংরক্ষণ এবং শেয়ার
- স্বচ্ছ, লিঙ্গ সংবেদনশীল, এবং ন্যায়সঙ্গত
- পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা
- দায়বদ্ধতা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন

ITN-BUET

সুশাসন এবং পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ব্যবস্থার গুরুত্ব

একটি পরিষেবা প্রদানের প্রতিটি ধাপে-

- নীতি থেকে পরিকল্পনা
- অর্থায়ন থেকে বাস্তবায়ন
- পরিষেবার বিধান থেকে নিয়ন্ত্রণ

সুশাসন ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং সম্পর্ক প্রয়োগ করা।

ITN-BUET

ওয়াশ সেবা প্রদানের ধাপ

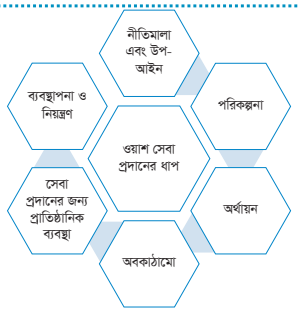

ITN-BUET

নীতিমালা এবং উপ-আইন

- পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবার বিধানের জন্য একটি জাতীয় নীতি এবং আইন প্রয়োজন যা একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করে।
- উপ-আইন পরিষেবা নিয়ন্ত্রন করার কাঠামো প্রদান করে।
  - পরিষেবার মান
  - সরবরাহের প্রযুক্তিগত শর্তাবলী
  - কীভাবে শুল্ক নির্ধারণ এবং কাঠামোবদ্ধ করা হয়
  - পরিষেবাসমূহের জন্য অর্থ প্রদান এবং সংগ্রহ
  - যে শর্তগুলির অধীনে পরিষেবাসমূহ বন্ধ করা হবে (উদাহরণস্বরূপ- যদি কোনও গ্রাহক অর্থ প্রদান না করে)
  - কীভাবে পরিষেবাসমূহ ইনস্টল, চালিত, সুরক্ষিত এবং পরিদর্শন করা হবে এবং
  - অবৈধ সংযোগ এবং পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করে।
- স্থানীয় সরকারের মধ্যে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং যারা স্থানীয় সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে সংযোগকারী, তারা উপ-আইন পর্যালোচনা করে এবং নিশ্চিত করে যে ইকুইটি এবং মানবাধিকার ভিত্তিতে আইন ও পরিষেবার মান সবার জন্য সমান।

ITN-BUET

পরিকল্পনা

ওয়াশ পরিষেবার জন্য পরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সমাধান করা উচিত:

- ভোক্তাদের সংখ্যা, তারা কোথায় অবস্থিত এবং তাদের ওয়াশের প্রয়োজনীয়তা কী
- যাদের পর্যাপ্ত ওয়াশ পরিষেবায় বর্তমানে অ্যাক্সেস নেই তাদেও অগ্রাধিকার প্রদান
- ওয়াশ পরিষেবাগুলোর আনুমানিক মূলধন এবং অপারেটিং খরচ
- নতুন স্যানিটেশন অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলোর জন্য লক্ষ্য
- নতুন অবকাঠামো এবং অপারেশনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা (শুল্ক সহ কাঠামো)
- বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের অবকাঠামোর জন্য অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সীমা এবং পদক্ষেপ (প্রকল্পের তালিকা সহ)
- পরিষেবাগুলোর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা
- ভোক্তাদের সমস্যা এবং পরিষেবা প্রদানকারীর উপর কাজ করার জন্য মতামত প্রদানের ব্যবস্থা

ITN-BUET

অর্থায়ন

- সকলের পরিষেবায় অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে স্যানিটেশন অবকাঠামোতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা দরকার।
- অবকাঠামোতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত আয় নিশ্চিত করার জন্য মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে স্থানীয় সরকারকে উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা ডিজাইন করতে হবে।
- আর্থিক পরিকল্পনায় সম্পদের (অবকাঠামো) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন তহবিল বরাদ্দ করা উচিত যাতে প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন বা প্রসারিত করা যেতে পারে।
- পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবাগুলোর টেকসইতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

ITN-BUET

অবকাঠামো

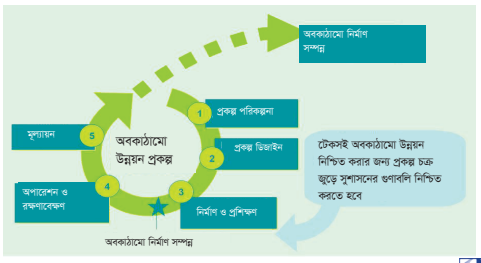

ITN-BUET

সেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- একটি দেশের নীতি এবং আইনী কাঠামোর উপর নির্ভর করে পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবাগুলো বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা সরবরাহ করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার, সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা, বড় বা ছোট বেসরকারী সংস্থা, ইউটিলিটি, ওয়াটার বোর্ড, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, এনজিও, বা এইগুলোর সংমিশ্রণ। যে সত্তা পরিষেবা প্রদান করে তাকে সাধারণত পরিষেবা প্রদানকারী বলা হয়।
- ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাহায্য দরকার, বিশেষ করে যেখানে তাদের দক্ষ, কার্যকর এবং টেকসই পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।
- কোন সত্তা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ওয়াশ পরিষেবা প্রদান করবে তা নির্ধারণ করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি। পরিষেবা প্রদানের জন্য এলাকার অবস্থান এবং আকার, ভোক্তাদের সংখ্যা, প্রযুক্তির ধরন এবং আর্থিক ব্যবস্থাগুলো পরিষেবা প্রদানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীর নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে।

ITN-BUET

ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

- ভাল কর্মক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য, স্থানীয় পরিষেবাগুলো একটি স্পষ্ট ম্যান্ডেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা উচিত, যা স্থানীয় বিধিমালা মেনে চলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- যেহেতু ওয়াশ পরিষেবাগুলো ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্থানীয় সরকার পরিষেবাগুলোর কার্যকর সরবরাহের জন্য সম্প্রদায়ের কাছে দায়বদ্ধ। স্থানীয় সরকার উপ-আইনের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এবং পরিষেবার গুণমান, পরিমাণ এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের জন্য দায়ী। এই উপ-আইনগুলো পরিষেবা প্রদানকারী এবং ভোক্তা/গ্রাহকদের সাধারণ অধিকার, কর্তব্য এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে।
- পরিষেবা প্রদানকারীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে, কর্মক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য মূল কর্মক্ষমতা সূচক সেট করা প্রয়োজন।
- একটি ভাল মনিটরিং এবং প্রবিধানের বিরুদ্ধে মান নিরীক্ষণের জন্য রিপোর্টিং সিস্টেমের প্রয়োজন যাতে যে সম্প্রদায় পরিষেবাগুলো গ্রহণ করছে তাতে সন্তুষ্ট কিনা পরিমাপ করা যায়। এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যাগুলোকে মূলধারায় আনা নিশ্চিত করবে যে নারী এবং পুরুষ উভয় সমানভাবে মতামত প্রদান করছে।

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৮
সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর যোগাযোগ এবং কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব

অধিবেশন উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা ঃ

- প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কার্যকর যোগাযোগ ও কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং
- কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য 7C এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন

ITN-BUET

আলোচ্য বিষয়

- যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের উপর মৌলিক ধারণা
- যোগাযোগ ও যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যম
- যোগাযোগের গুরুত্ব
- যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C এর ব্যবহারের গুরুত্ব
- প্রকল্পের অংশীদারদের ভূমিকা ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট
- কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা, কৌশল ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজ করার দক্ষতা
- কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে অংশীদারদের ভূমিকা কি হবে

ITN-BUET

যোগাযোগ

- তথ্য প্রেরণ এবং গ্রহণ করার একটি প্রক্রিয়া।
- এটি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে হতে পারে
- এটি মুখোমুখি বা যোগাযোগের বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে হতে পারে
- কার্যকর যোগাযোগের জন্য ভাষা এবং সাধারণ ধারণা আদান প্রদান প্রয়োজন রয়েছে

ITN-BUET

যোগাযোগের গুরুত্ব

কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া সম্ভবত জীবনের সমস্ত দক্ষতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- তথ্য প্রেরণ করতে এবং তা বুঝতে সক্ষম করে।
- দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- কার্যকরভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করা সহজ হয়।
- পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং কর্মী কাজে সন্তুষ্টি লাভ করে - যা একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C এর ব্যবহার এর গুরুত্ব

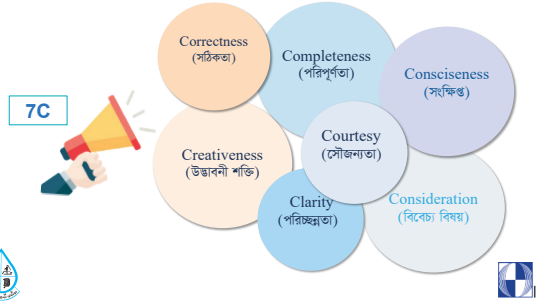

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C :পরিপূর্ণতা (Completeness):

আপনার কথা বা লেখা সবসময় পরিপূর্ণ হতে হবে। কথাটা যেন আপনার শ্রোতার সবরকমের জানার আগ্রহকে নিবারণ করতে সক্ষম হয়। কথা বলার বা লেখার সময় মাথায় রাখতে হবে যে আপনার কথার বা লেখার উপর ভিত্তি করেই শ্রোতা বা পাঠক তার প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

- পরিপূর্ণ যোগাযোগ একটা সংগঠন বা ব্যক্তির প্রফেশনালিজম বৃদ্ধি করে।
- এটা সময় এবং অর্থের অপচয় কমায়।
- এটা শ্রোতার বা পাঠকের মনে নতুন কোনো প্রশ্ন জাগায় না।
- এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C : সংক্ষিপ্ততা (Conciseness):

- সংক্ষিপ্ততা মানে হচ্ছে, মূল কথাটাকে যতটা সম্ভব কম শব্দে বলা এবং তাতে যেন সুষ্ঠু যোগাযোগের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তা মেনে চলা।
- যোগাযোগের সময় একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে, প্রশস্তভাবে কথা বললে কিংবা লিখলে, কথার মূলভাব বোঝার জন্য অনেক সময় ব্যয় হবে । লেখা বা কথা সংক্ষিপ্ত হলে সময় অপচয় রোধ হয়।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C : বিবেচনা (Consideration)

- যোগাযোগের সময় নিজেকে শ্রোতা বা পাঠকের স্থানে বসিয়ে দেখতে হবে।
- এখানে শ্রোতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।
- শ্রোতার বোধগম্যতার বাইরে যায় এমন কিছুও যেমন বলা যাবে না, তেমনি শ্রোতা নিজেকে তুচ্ছ মনে করে বা তার বিশ্বাসে আঘাত হানে এমন কিছু বলা যাবে না।
- কথা বলার সময় নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে যতটা সম্ভব ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C : স্পষ্টতা (Clarity)

- যোগাযোগের সময় একটা মূল কথাতেই জোর দিতে হবে।
- একসময় অনেকগুলো কথা বলতে গেলে শ্রোতা দ্বিধান্বিত হয়ে যায় এবং কোনো কথাই ঠিকমত বলা হয় না।
- এক সময় একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে তা শ্রোতার বুঝতে সুবিধা হয়।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C : নির্দিষ্টতা (Concreteness)

- নির্দিষ্টতার অভাবে শ্রোতা বা পাঠকের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।
- এটা তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগায়।
- আবার অনেক সময় শ্রোতা বা পাঠক নির্দিষ্টতা ছাড়া বার্তার ভুল ব্যাখ্যাও করে।
- ধরে নিন, একই নামে দু'টি ভবন রয়েছে। এখন, বার্তা প্রেরক একটা ভবনের কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু প্রাপক ভেবেছেন আরেকটা। এতে করে অনেক ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।
- নির্দিষ্টতা ছাড়া বার্তা খুবই আনপ্রফেশনালিজম-এর পরিচয় দেয়।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C : ভদ্রতা (Courtesy)

- বার্তা যোগাযোগের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করলেও তা পেয়ে প্রাপক সন্তুষ্ট হবে না যদি না তা ভদ্র ভাষায় লেখা হয়।
- বার্তায় প্রাপককে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
- বোঝাতে হবে যে প্রেরক আসলেই প্রাপকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।
- এর জন্য বার্তা বলতে কিংবা লিখতে হবে শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং বার্তাটা যেন কোনোভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক না হয়।
- এখানে সৌজন্যমূলক অনেক শব্দ থাকবে কিন্তু অবশ্যই তা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়।

ITN-BUET

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 7C : শুদ্ধতা (Correctness):

- শুদ্ধতা মানে হচ্ছে, আপনার বার্তায় কোনোরকমের ব্যাকরণগত ভুল থাকবে না।
- আপনার লিখিত প্রতিটা বাক্য আপনাকে উপস্থাপন করে।
- আপনার বাক্যে গ্রামাটিকাল ভুল থাকলে, আপনি যতই দক্ষ হোন না কেন, সেই বাক্যটি আপনাকে প্রাপকের সামনে দূর্বলভাবে উপস্থাপন করবে।
- একটা গ্রামাটিকাল ভুল শুধু আপনারই নয় বরং আপনি যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্তা পাঠাচ্ছেন, তার মর্যাদাও কমিয়ে দেয়।

ITN-BUET

কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট

ITN-BUET

কেন দ্বন্দ্ব হয় ?

- মতের অমিল হলে
- স্বার্থপরতা
- জবাবদিহিতার অভাব
- ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোর মানসিকতা
- ক্ষমতার অপব্যবহার
- সহনশীলতার অভাব
- পারস্পরিক সম্মান বোধের অভাব
- অসম আচরণ (দায়িত্ব/সুবিধা)
- হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতার অভাব এবং
- সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে

ITN-BUET

দ্বন্দ্বের লক্ষণসমূহ

- পারস্পরিক যোগাযোগ হ্রাস
- একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস
- কথা না বলা বা একসাথে না বসা
- তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করা
- উচ্চস্বরে/রাগান্বিতভাবে কথা বলা
- সবকিছুতে বিরোধিতা করা
- সভায় উপস্থিতি হ্রাস
- দলীয় কর্মকান্ডে ছবিরতা
- ঝগড়ার সৃষ্টি
- অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি
- পক্ষপাতিত্ব করা
- অমনোযোগী থাকা

ITN-BUET

টমাস কিলম্যান কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট মডেল

ITN-BUET

কার্যকর সমঝোতা কৌশল: পূর্ব প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা

১) ভালোমত হোমওয়ার্ক করুন

২) সমঝোতা করার আগে প্রটোকল ও বিষয়াদী খুব ভালোমত জেনে বুঝে নিন

৩) Win-Win সমাধান খুঁজে বের করুন

৪) সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন কি অর্জন করতে পারবেন তা বিশ্লেষণ করুন ও মানসিক প্রস্তুতি রাখুন। কোন কোন বিষয় কোনমতেই ছাড় দেয়া সম্ভব না, তা সুনির্দিষ্ট করুন। এর মধ্য থেকে অন্তত একটা পয়েন্ট নির্দিষ্ট করুন, যা সৌজন্যতা সৃষ্টির জন্যে ছাড় দিতে পারেন।

৫) কয়েকটি যুক্তি বেছে নিন, যা আপনার অবস্থান তুলে ধরতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবে।

ITN-BUET

কার্যকর সমঝোতা কৌশল : সমঝোতা চলাকালীন সময়

- উভয় পক্ষের মতামত বা পয়েন্টগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন।
- মনোযোগ দিয়ে শুনুন। উভয় স্বার্থ রক্ষা হয়, এ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন।
- সৌজন্যতা বজায় রেখে সমঝোতা করুন।
- উভয় পক্ষের অবস্থান স্পষ্ট ও সুন্দর করে তুলে ধরুন। একে অপরের অবস্থান পরিপূর্ণভাবে বুঝুন।
- আপনি যে ইস্যু নিয়ে কথা বলতে গিয়েছেন, আলোচনা বা নেগোসিয়েশন তার সাথে সংগতিপূর্ণ করুন। অনেক সময় প্রসঙ্গ অন্যদিকে চলে যায় বা নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিলে বা পরিবেশ গুমোট বা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাস্যরস ব্যবহার করুন।

ITN-BUET

কার্যকর সমঝোতা কৌশল: সভার সমাপ্তি

- কোনো সিদ্ধান্তে পৌছালে তা পুনরায় তুলে ধরুন। অবশ্যই তা লিখিতভাবে রাখুন।
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে দু'পক্ষের করণীয় বা কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করুন। তাৎক্ষণিকভাবে কি বা কোন পদক্ষেপ নিতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো ঝামেলা দেখা দিলে তা কীভাবে দু'পক্ষ মিলে সমাধান করবনে তা সমঝোতায় আসুন।
- শেষ করার আগে নিশ্চিত হউন যে, আপনার টিম মেম্বাররা সব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত।
- ফলাফল কী হলো সেটা নিয়ে আফসোস না করে, যা পেয়েছেন তাই নিয়ে সামনে আগানোর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিন।

ITN-BUET

কর্ম পরিকল্পনা কি?

- পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া।
- ভবিষ্যতে কোন কাজ কখন, কীভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে, এসব বিষয়ের পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে।
- পরিকল্পনা আমাদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।
- কোন কাজ করার আগে পরিকল্পনা করলে আমাদের মস্তিকের চর্চা হয় এবং ভাল ভাল আইডিয়া জেনারেট হয়।

ITN-BUET

কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ সমূহ

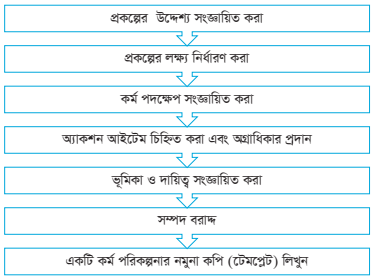

ITN-BUET

কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

Action Plan Title						
Impact						
SMART Goal						
Activity	Implementation Technique	Quantity	Time frame	Responsible person	Need Assessment Resource	Monitoring
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ITN-BUET

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

Centre for Water Supply and Waste Management